উৎসর্গ পত্র।

যিনি যথাসম্ভব স্বার্থত্যাগ করতঃ দিবারাত্র কায়িক এবং মানসিক পরিশ্রম করিয়া, প্রত্যহ শতাধিক লোকের অন্ন যোগাইবার হেতু-স্বরূপ হইয়াছেন এবং যিনি রিপুর মধ্যে অজেয়, ক্রোধকে, সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই পরম বৈষ্ণব, কর্ম্মবীর, শ্রীযুৎ কিশোরী মোহন বাকচি মহাশয়ের করকমলে, মৎপ্রণীত "মিত্রদুহিতা" আন্তরিক ভক্তিসহকারে অর্পিত হইল। গীতায় আছে যিনি স্বার্থত্যাগ করিয়া দিবারাত্র কর্ম্ম করেন, পদব্রজে স্রোতস্বতী নদীতে অবগাহন করেন এবং অজেয় রিপুগণকে বশিভুত করিতে সক্ষম হয়েন তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব আখ্যার উপযুক্ত পাত্র। নতুবা সুধু তিলক সেবা করিলে অথবা মালা ঘুরাইলে, বৈষ্ণবের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না।
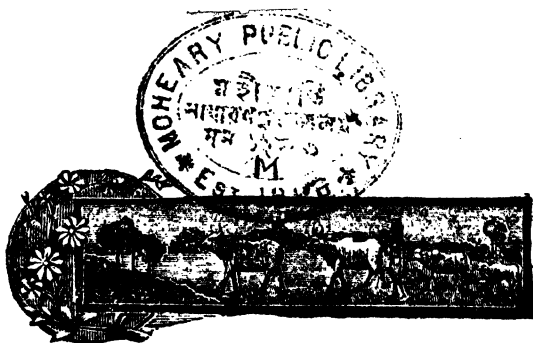
মিত্র-দুহিতা।

(সজীব উপন্যাস)।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"Ordered by an intelligence so wise
As might confound the atheist's Sophistries"
Southey.

হরিদ্বার হইতে হৃষিকেশের পথে গমন করিতে যে একটি ক্ষুদ্র স্রোতোস্বিনী নদী দেখিতে পাওয়া যায়, সেই নদীর তীরে আর্দ্রবসনে এক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন। সন্ন্যাসীর বয়ঃক্রম অনুমান চল্লিশ বৎসর হইবে। তিনি একাগ্র মনে নয়ন মুদিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেছিলেন। দেখিলেই বোধ, হয় সন্ন্যাসী বাহ্যজগতে নাই। সন্ন্যাসীর অনতিদূরে এক কিশোর বয়স্কা বালিকা প্রাতঃস্নান করিতেছিল, বালিকা

সুন্দরী, সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিতেছে, বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চদশ বৎসর হইবে। বালিকার অলঙ্কারের মধ্যে করে সুবর্ণ বলয় ও কর্ণে কুণ্ডল ছিল। কুণ্ডল দুইটি প্রভাতের মন্দ পবনে মন্দ মন্দ দুলিতে ছিল।

স্নান সমাপনান্তে বালিকা যখন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভজনসুরে একটি ব্রহ্ম স্তোত্র পাঠ করিতে ছিল :—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্র মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃস্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গ পদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগীনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈনমঃ॥

ঠিক সেই সময়ে জনৈক যুবা পুরুষ সেই নদীকুল বাহিনী প্রতোলী অবলম্বন করিয়া পাদচারণ করিতে করিতে হরিদ্বারে স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে তন্ময় চিত্তে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে ছিলেন। যুবক একজন উচ্চ শ্রেণীর চিত্রকর, নাম পরেশনাথ—বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে হইবে। তিনি ভগ্নী ও মাতার সহিত হরিদ্বারে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

সেই নির্জ্জন স্থানে হঠাৎ কামিনী কণ্ঠ নিঃসৃত মধুর স্বর শুনিয়া যুবক ব্যগ্রনয়নে ফিরিয়া দেখিলেন, জলগর্ভে এক নিশ্চল কামিনী মূর্ত্তি ঈশ্বরোদ্দেশে স্তোত্র পাঠ করিতেছে। কিন্তু এ আবার কি বিপদ। যুবক সহস্র চেষ্টা সত্বেও যে তাঁহার চক্ষু দুইটিকে বশে আনিতে পারিতেছেন না। তাঁহার দিব্য জ্ঞান বলিতেছে, ছি-ছি ঈশ্বরারাধনায় মগ্না অপরিচিতা কুল কামিনীর প্রতি এরূপ তাকাইয়া থাকা নিতান্ত অবিধেয়। আর তাঁহার

কোন প্রবৃত্তি বলিতেছে, আহা দেখ দেখি নারী জীবনের প্রথম সন্ধিস্থল কি মধুর, কি লাবণ্যময়ী, বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিতেছে মাত্র। ইহার বালিকা সুলভ চপলতা ও সরলতা প্রথম যৌবনের ঈষৎ গাম্ভীর্য্য ও কুটিলতার সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য কত বৃদ্ধি করিয়াছে।

যুবক নিজে একজন উত্তম চিত্রকর। তাঁহার হরিদ্বারে বেড়াইতে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য স্বভাবের কিছু ছবি সংগ্রহ করা। যুবক তাই কিছুতেই লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার ইচ্ছা হইল—যে তিনি এই কিশোরীর রূপলাবণ্য অঙ্কিত করিয়া লয়েন। কিন্তু তাঁহার নিকটে সে সময় ড্রইং পেন্সিল ও আর্টপেপার না থাকায় যুবক বাধ্য হইয়া সেই সুন্দর মূর্ত্তিখানি স্বীয় হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া লইয়া সেদিবসের মতন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঈশ্বরোপাসনা সমাপনান্তে বালিকা তীরে উঠিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখ বর্ত্তিনী হইলে, তিনি বলিলেন, মা লীলাবতি! তুমি রন্ধনাদির ব্যবস্থা করগে, আমার যাইতে একটু বিলম্ব আছে।

লীলাবতী সন্ন্যাসীর একমাত্র কন্যা, তিনি এই একমাত্র কন্যাটিকে লইয়া আজ দ্বাদশ বৎসরকাল হরিদ্বারের এই নির্জ্জন নদী তীরে বাস করিতেছিলেন। লীলাবতীও পিতা ব্যতীত অপর কোনও আত্মীয়-স্বজনকে কখনও দেখে নাই এবং আছে কি না তাহাও জানিত না। সন্ন্যাসীও কখন তাহাকে এসকল বিষয় কিছু বলিতেন না। লীলাবতীর জানিতে ইচ্ছা থাকিলেও তাহার পিতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসে কুলাইত না, কারণ ঐ সকল প্রসঙ্গে সন্ন্যাসী

বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতেন। এই মাতৃহীনা বালিকাকে সন্ন্যাসী সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন এবং নিজেও সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা করিয়া দিন যাপন করিতেন। নদীতীরে একখানি ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মাণ করিয়া তিনি বাস করিতে ছিলেন। কুটিরে তৈজস পত্রের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্ম পুস্তক, দুইখানি বৃহৎ মৃগচর্ম্ম, কমণ্ডলু ও একটি তম্বূরা ছিল। ইহা ব্যতীত লীলাবতীর একটি ছোট টিনের তোরঙ্গ ছিল। এই মাতৃহীনা বালিকাকে তিনি এরূপ ভাবে লালন পালন করিতেছিলেন যে, বালিকা তাহার মাতার অভাব কখনও অনুভব করিতে পারে নাই। তিনি হরিদ্বারে আসিয়া একটি দাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই দাসী সংসারের সকল কর্ম্ম করিত। পূর্ব্বে সন্ন্যাসী নিজেই পাক করিতেন, এক্ষণে লীলাবতী রন্ধনাদি কার্য্য সকল করিয়া থাকে।

পরেশনাথ অদ্য প্রাতে যে চিত্রখানি হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া আনিয়াছিলেন, ক্রমে সেই চিত্র তাঁহার চিত্তদাহ ব্যাধি উপস্থিত করিল। কোনও ব্যাধি যাহারই হউক না কেন চিহ্ন সকল (Symptoms) প্রায় একরকম লক্ষিত হয়। পরেশনাথের লভ সিকনেস্ (Love sickness) হইয়াছে, সুতরাং রাত্রে অনিদ্রা, ভোজনে অনিচ্ছা, সদাই অন্যমনস্ক ও তাঁহার হাস্যস্কর ভ্রম সকল তাঁহার বাটীস্থ সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রথমে পরেশনাথের মাতা ভাবিলেন ছেলের অরুচি হইয়াছে, তিনি মিশ্রিজল, ইশুবগুলের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার ভগ্নী সরোজিনী ভাবিলেন মশার উৎপাতে বোধ হয় দাদার রাত্রে ঘুম হয় না, তাই এমন হ'চ্চে, তিনি তখন মশারির ব্যবস্থা

পরেশনাথ পর্ব্বত প্রদেশে লুক্কাইত থাকিয়া তাঁহাব পকেট কেমেরার সাহায্যে সেই দৃশ্যটি তুলিয়া লইলেন—লীলাবতী ইহার কিছুই জানিল না। ৫ম পৃষ্ঠা।

করিতে বসিলেন। কিন্তু ব্যাধি নির্ণয় (Diagnosis) না হইলে ঔষধে কি করিবে। পরেশনাথের সিক্‌নেস ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক্ষণে তিনি একলা থাকিলে বলেন- "কি দেখে এলাম সখি যমুনারি জলে।" ক্রমেই রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া একদিবস সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল "দাদা তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে?" উত্তরে তাহার ভ্রাতা বলিলেন "না অসুখ এমন কিছু না।" "সম্প্রতি কয়েকখানি স্বভাবের চিত্র (Scenery) অঙ্কিত করিতেছি তাই সেই বিষয় কিছু অধিক ভাবিতে হয়, সেইজন্য মনের একটু চাঞ্চল্য ভাব বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে।" সরোজিনী প্রকাশ্যে আর কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে বলিল "দাদা তুমি স্বভাবের চিত্র অঙ্কিত করিতেছ, না কোনও একখানি সুশ্রীর চিত্র হৃদয়পটে চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছ, তাই এত মনের চাঞ্চল্য। স্বভাবের চিত্রেও মনের চাঞ্চল্য আসিতে পারে, কিন্তু ততটা আধ্যাত্মিক উন্নতি কি তোমার হইয়াছে।"

পরেশনাথ এক্ষণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে নদীতীরে বেড়া ইতে যান। একদিবস লীলাবতী যখন নদীগর্ভে অবগাহন করিতে ছিল, সেই সময় পরেশনাথ পর্ব্বত প্রদেশে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহার পকেট কেমেরার সাহায্যে সেই দৃশ্যটি তুলিয়া লইলেন—লীলাবতী ইহার কিছুই জানিল না।

তাহার পর স্নান সমাপনান্তে লীলাবতী যখন বদ্ধাঞ্জলী হইয়া স্তোত্র পাঠ করিতেছিল, সেই সময় প্রখর স্রোতের প্রভাবে হঠাৎ পদস্খলন হইয়া সে জলে পড়িয়া গেল এবং নিতান্ত অসহায়ার ন্যায় সেই ভীষণ স্রোতে তৃণের ন্যায়

ভাসিয়া চলিল। নদীতে এক হাঁটুর অধিক জল কোথাও ছিলনা, কিন্তু স্রোত এত প্রখর যে, বালিকা সহস্র চেষ্টা করিয়াও সামলাইতে পারিতেছিল না।

এই ঘটনায় পরেশনাথের কিছু সুবিধা হইল। তিনি তখন মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া দ্রুত পর্ব্বত প্রদেশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং জলে লাফাইয়া পড়িয়া নিমেষের মধ্যে লীলাবতীকে লইয়া তীরে উঠিলেন। বালিকা নিস্পন্দ, অসাড়। বেগবতী নদীর জলে পড়িয়া কোমল প্রাণা বালিকা ক্ষণকাল যুঝিয়াই অচেতন হইয়া পড়িয়া ছিল। যুবক এই অবস্থায় কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বালিকাকে স্কন্ধে করিয়া স্বীয় বাটীতে আসিলেন এবং সরোজিনীর সাহায্যে নানারূপ প্রক্রিয়া দ্বারা উদরস্থ জল বাহির করাইয়া বালিকার চৈতন্য পুনরানয়ন করিলেন। বালিকা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া নিকটে কতকগুলি অচেনা ব্যক্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সহিত পুনর্ব্বার চক্ষু মুদিয়া বলিল "আমার বাবা কোথায়?" সরোজিনী বলিল "তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি এখন একটু স্থির হইয়া থাক"। লীলাবতী এতক্ষণ শয়ন করিয়াছিল এক্ষণে উঠিয়া বসিল এবং আর্দ্রবসনে আপন অঙ্গ আবৃত করিয়া বলিল, "আমি জলে পড়িয়া গিয়াছিলাম, এখানে আসিলাম কিরূপে?" তখন সরোজিনী পরেশনাথ প্রমুখাৎ যাহা অবগত হইয়াছিল, তৎসমুদয় লীলাবতীকে বলিল।

সন্ন্যাসী নিমিলিত নয়নে ধ্যানে মগ্ন থাকায় লীলাবতীর জলমগ্ন বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই। ধ্যানভঙ্গে

গাত্রোত্থান করিয়া তিনি কুটিরাভিমুখে চলিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন লীলা তাঁহার অগ্রে কুটিরে ফিরিয়াছে। কিন্তু যখন তিনি জানিলেন লীলাবতী কুটিরে ফিরে নাই, তখন তিনি পুনরায় নদীতীরে যাইতে মনস্থ করিয়া রাস্তায় আসিয়া সাশ্চর্য্যে দেখিলেন দুইটি অপরিচিত যুবক যুবতীর সহিত তাঁহার কন্যা আসিতেছে। তাহারা নিকটে আসিলে সন্ন্যাসী যুবকের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং তাঁহার কন্যার জীবন রক্ষার জন্য যুবককে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের বসিতে বলিলেন। পরেশনাথ সন্ন্যাসীকে নদীতীরে দেখিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি যে লীলাবতীর পিতা ইহা তিনি জানিতেন না।

সন্ন্যাসী তাঁহাদের পরিচয় পাইলে বিশেষ সুখী হইবেন এইরূপ ইচ্ছা জ্ঞাপন করায়, যুবক বলিলেন "আমার নাম শ্রীপরেশনাথ দত্ত, ইনি আমার সহোদরা ভগ্নী—আমরা হরিদ্বারে বেড়াইতে আসিয়াছি।" এইরূপে সংক্ষেপে আত্ম-পরিচয় শেষ করিয়া পরেশনাথ তখন সন্ন্যাসীকে তাঁর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী, তাঁহার নাম শ্রী মতি লাল বসু, লীলাবতী তাঁহার কন্যা এবং তাঁহারা হরিদ্বারে অনেক কাল আছেন, ইহা ব্যতীত আর কিছুই বলিলেন না। পরেশনাথও আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সে দিনকার মতন বিদায় লইয়া ভগ্নীর সহিত বাটী ফিরিলেন।

পথে যাইতে যাইতে পরেশনাথের মন তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "পরেশনাথ তুমি যে বালিকাকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছিলে, তাহার সরল অর্থ

কি আমায় বলিবে?” পরেশনাথ বলিলেন “ভাই মন তোমার অগোচর যখন কোন বিষয়ই থাকা সম্ভবপর নয়, তখন সত্য কথাই বলিতেছি। তুমি শ্রবণ কর”—

“পরিচিত হ’তে, বালিকা সনে,
আছিল মম ব্যাকুলিত মন।
কিন্তু হায়, নারি করিবারে,
কোন উপায় উদ্ঘাটন॥
দৈবের ঘটন, বালিকা জলেতে মগন,
সুপ্রসন্ন বিধি করিলা উপায় উদ্ভাবন॥

পরেশনাথের কবিতাছন্দ শ্রবণ করিয়া মন বলিল, “সাবাস, সাবাস, পরেশনাথ।” আর সুন্দরী নারী—“ধন্য মহিমা তোমার, কতবা বাখানি। চিত্রকর হ’তে পরেশনাথে করেছ কবিবর, না পোহাইতে যামিনী।”

পরেশনাথের রোগের অবস্থা এক্ষণে বিকারে দাঁড়াইয়াছিল। সরল ভাষায় আর কথা কহিতে পারেন না, কিছু বলিতে গেলেই মাইকেলীছন্দ আসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং সরোজিনী যখন জিজ্ঞাসা করিল “দাদা স্বভাবের চিত্র তুলিতে কি এইদিকেই প্রত্যহ আইস।” দাদা অন্যমনে বলিলেন “এদিকেও আসি অন্যদিকেও যাই, কিন্তু তাতে কি আসে যায়, ধ্যান মাত্র রহে সে হৃদয় আগারে।” চমক ভাঙ্গিলে পরেশনাথ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। সরোজিনীর হঠাৎ কি মনে হওয়ায় বলিল “আচ্ছা দাদা লীলাবতীকে একদিন আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলে ভাল হয় না?” ভগ্নীর প্রস্তাব শুনিয়া পরেশনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিলেন এবং

কি উত্তর দিবেন তাহাই ভাবিতে ছিলেন। পরেশনাথকে চিন্তান্বিত দেখিয়া তখন তাঁহার মন বলিল "কি ভাবছ পরেশ-নাথ, নিমন্ত্রণ করিলে ভাল হয় কি না? ভালতো মুটোর ভিতর, চাই কি ভালবাসাও হইতে পারে।" আমি বলিতেছি তুমি নিমন্ত্রণ কর, ইহা হইতে তোমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সকলি হইতে পারিবে। মোট কথা বাজে ব্রাহ্মণ ভোজনের চেয়ে যে অনেক বেশি ফল তাহাতে আর দ্বিধামাত্র করিও না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"Heav'n from all creatures
hides the book of fate"

Pope.

নিদাঘের সন্ধ্যাকাল। সূর্য্যিমামা সমস্ত দিন গোলামি করিয়া এক্ষণে একটু বিশ্রামাশায় গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিতেছিলেন। তাঁহার মনিব বড়ই কড়া একটি দিনও ছুটি নাই। তাহার উপর আবার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন। তাই মনিবের অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়া রাগে রক্তিম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

লীলাবতী আজ সরোজিনীদের বাটীতে নিমন্ত্রণে আসিয়াছে, আহারাদির পর তাহারা সকলে নদীতীরে বসিয়া গল্প করিতেছিল। লীলাবতী অস্তগামী প্রভাকরের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখনি তিমিরে ডুবিবে ঐ রাঙ্গা রবি ছবি খানি"।

স। মানুষের হাসি খুসি, সুখ শান্তিও ঐরূপ।

লী। আচ্ছা মানুষের সুখ শান্তি কিসে হয়?

কিছুদূরে পরেশনাথ একটা পেন্সিল হাতে ছবির পরিবর্ত্তে বোধ হয় হিজিবিজি আঁকিতে ছিলেন, এক্ষণে লীলাবতীর প্রশ্নের

উত্তরে বলিলেন, "মানুষের ইচ্ছা পূরণের নামই সুখশান্তি এবং তাহার ব্যাঘাতে অসুখ ও অশান্তি।

লী। তাহা হইলে ব্যাঘাতসঙ্কুল ইচ্ছা সকল পরিত্যাগ করিতে পারিলে মানুষ নিরবিচ্ছিন্ন সুখশান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারে।

প। দুঃখের বিষয়, ইচ্ছা মানুষের অধীন নয়, মানুষ ইচ্ছার অধীন।

লী। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করিলে শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছাকে বশে আনিতে পারে।

সরোজিনী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, মাঝে মাঝে একটা কিছু না বলিলে ইহারা পাছে মনে করে যে সে এসকল তত্ত্ব কিছু বুঝে না, তাই উহাদের ভ্রম সংশোধন করিবার বাসনায় স্বীয় ফুলবন্ধু সদৃশ ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তোমরা কি ছেলে মানুষের মতন কথা কহিতেছ? সুখ শান্তি মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। মনুষ্য জীবনে আরও অনেক উচ্চ লক্ষ আছে।"

ভগ্নীর এই জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া পরেশনাথ বলিলেন, "সরোজিনী তুই যে ভাবে কথা কহিতেছিস্, যেন তুই শুকদেব গোস্বামী আর আমরা নিতান্ত শিক্ষার্নবিস, কিছু উপদেশ পাইবার আশায় এখানে জোড় হস্তে বসিয়া আছি। মনুষ্য জীবনে অনেক উচ্চ লক্ষ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের তর্কের বিষয় কি?"

লীলাবতী বলিতেছে যে সুখ দুঃখ অনেকটা মানুষের আয়ত্তাধীন।

স। হাঁ প্রচুর অর্থ থাকিলে বটে।

লী। কেন আমাদের অর্থ নাই, কিন্তু আমার মনে হয় আমি খুব সুখে ও শান্তিতে আছি। আপনারা মনে করিতে পারেন যে আত্মীয় স্বজনবিরহিতা, অর্থহীনা, বনবাসিনীর আবার সুখ কোথায়? কিন্তু—পরেশনাথ বাধা দিয়া বলিল "লীলাবতী তুমি এরূপ ভাবে আপনমুখে আত্মসুখ গাহিতেছ, তুমি কি ঈশ্বরদ্বেষকে ভয় কর না।"

লী। ঈশ্বরদ্বেষ? আপনি কি বলিতেছেন, দ্বেষ, হিংসা, এসকল মানুষের দুর্ব্বলতা। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি জগতের মঙ্গল করিয়া থাকেন, দ্বেষ করেন না।

প। আমরা হিন্দু। তুমি কি জাননা যে হিন্দুরা কখন আত্মসুখ প্রকাশ্যে বলে না, পাছে দেবতারা তাহাদের সুখৈশ্বর্য্য দেখিয়া বিদ্বেষী হয়েন এবং এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল সুখ অতল জলধিতলে ডুবাইয়া দেন। তুমি কি শুন নাই, আমরা যদি কোন পুণ্যকর্ম্ম করিয়া কাহার নিকট গল্প করি, তাহা হইলে আমাদের পুণ্যক্ষয় হইয়া যায়। এই সময় শ্যামার মা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল "দিদিমণি শীঘ্র আইস, সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" লীলাবতী অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে শ্যামার মা?"

শ্যা। আবার সেই সর্ব্বনেশে রোগ দেখা দিয়াছে। লীলাবতীর আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সে আর একটিও কথা না কহিয়া শ্যামার মার সহিত ছুটিতে ছুটিতে কুটিরাভিমুখে চলিল। পরেশনাথ ও সরোজিনী সবিস্ময়ে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

লীলাবতীর পিতার হৃদ্রোগ (Heart disease) ছিল, উহাতে সর্ব্বদা তাঁহার হঠাৎ প্রাণনাশের আশঙ্কা ছিল। অনেক দিন পরে উহা এইবার হইয়াছে। লীলাবতী একবার মাত্র তাঁহার এই অসুখ দেখিয়াছিল। কম্পিত পদে লীলাবতী পিতৃ সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু হায় সকলি ফুরাইয়া গিয়াছে—লীলাবতীর পিতার প্রাণপাখি উড়িয়া গিয়াছে। প্রথমে লীলাবতী তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, সে বাবা বাবা বলিয়া অনেক ডাকিল—সাড়া নাই, গায় হাত দিয়া দেখিল—ঠাণ্ডা, তবু তাহার মনে হইতেছিল, পিতা বোধ হয় ঘুমাইতেছেন। আশার ছলনাময়ী শক্তি এমনি প্রবল, এ যে মহানিদ্রা সে কথা ভাবিতেও বালিকার শক্তি ছিল না।

লীলাবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পিতার পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিল। শ্যামার মা দরজার বাহিরে নীরবে বসিয়া ভাবিতেছিল কি উপায়ে দাহাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

এমন সময় পরেশনাথ ও সরোজিনী আসিয়া তথায় দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া লীলাবতী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিল "দেবতার হিংসা, দেবতার বিদ্বেষ।" সরোজিনী বালিকাকে সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইলে পরেশনাথ বলিলেন, "সরোজিনি! এক্ষণে তোমার এক একটি সান্ত্বনা বাক্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবে মাত্র। একমাত্র কাল ব্যতীত এই নিদারুণ শোক নিবারণ করিতে কেহই সমর্থ নয়।" পরে পরেশনাথ শ্যামার মাকে ডাকিয়া বলিল "তুমি লীলাবতীর নিকটে থাক, আমরা সন্ন্যাসীর সৎকারের ব্যবস্থা করিতেছি।"

সন্ন্যাসীর দেহ ভস্মীভূত হইলে লীলাবতী শ্যামার মার সঙ্গে রাত্রি শেষে কুটিরে ফিরিল। শোকে দুঃখে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া ছিল। তন্দ্রাবেশে সে যেন দেখিল তাহার পিতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সে বাবা বাবা বলিয়া চীৎকার করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সন্ন্যাসী যেন হাত নাড়িয়া নিষেধ করিলেন। তখন সে যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইল তাহার পিতা বলিতেছেন "মা লীলাবতি! শোকে অধীরা হইও না। সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। মানুষের পরমায়ু সল্প, জীবনে সুখ, দুঃখ, বিঘ্ন, দৈন্য আছে, কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুত হইও না—সকলি বিধিলিপি জানিবে। দেবতার বিদ্বেষ বা হিংসা কিছুই নয়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখিও, আমার সময় সংক্ষেপ আমি চলিলাম। লীলাবতী নিদ্রাভঙ্গে দেখিল পূর্ব্বাকাশে লাল আভা ছড়াইয়া দিয়া রবিঠাকুরের আগমন বার্ত্তা জানাইতেছে।

বালিকা সমস্ত দিন একবার ঘর একবার বাহির করিয়া কাটাইল। সে দেখিল তাহার পিতার দ্রব্যগুলি সমস্তই ঠিক রহিয়াছে, কেবল তাহার পিতা নাই। উপাধানের নিম্নে একখানি পত্র রহিয়াছে দেখিয়া লীলাবতী উহা খুলিয়া পাঠ করিতেছিল। এই সময় সরোজিনী আসিয়া বলিল "লীলাবতি! যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তুমি কি করিবে সে বিষয়ে কি স্থির করিতেছ। আমি বলি তোমার যখন আত্মীয় স্বজন কেহ নাই তখন তুমি আমাদের কাছে কেন থাকনা? আমি মাকে সমস্ত বলিয়াছি এবং তাঁহার অনুমতি পাইয়া তোমাকে লইতে আসিয়াছি।"

লী। তোমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ব্যতীত আমার অন্য

কোনও পথ ছিল না, কিন্তু পিতার আদেশ অন্যরূপ দেখিতেছি। এই বলিয়া লীলাবতী হস্তস্থিত পত্রখানি সরোজিনীকে পড়িয়া শুনাইল। উহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

কল্যাণবরেষু—

"মা লীলাবতি! আমার জীবনের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। সুতরাং তোমার ভবিষ্যতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ এই পত্রখানি লিখিয়া রাখিলাম। যদি আমার হঠাৎ মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তুমি এই পত্রখানি লইয়া আমার গার সাহায্যে হুগলীতে আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত তারাচরণ রায়ের নিকটে যাইবে। কদাচ অন্যথা করিবে না। তিনি তোমার ভার গ্রহণ করিবেন। তুমি কে, তোমার অবস্থা কি, এই সকল জানিবার জন্য উতলা হইও না। সময়ে সকলি জানিতে পারিবে। ইতি—

তোমার পিতা

শ্রীমতিলাল বসু।

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে লীলাবতী বলিল "এইরূপ অবস্থায় হুগলী যাওয়াই আমি যুক্তি মনে করিতেছি। তারাচরণ বাবু অবশ্য আমার পিতা মাতা সম্বন্ধে সমুদয় বৃত্তান্ত আমাকে জানাইবেন এবং ইহা না জানিতে পারিলেও আমি সুস্থির হইতে পারিতেছি না। অগত্যা সরোজিনী বলিল "আচ্ছা উপস্থিত হুগলীতেই যাও, কিন্তু যদি সেখানে তোমার সুবিধা না হয় তাহা হইলে আমাকে পত্র লিখিতে কুণ্ঠিত হইও না।" এই বলিয়া সরোজিনী সে দিনকার মতন বিদায় হইল। এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে একদিন পরেশনাথ, লীলাবতী

ও শ্যামার মাকে রেলগাড়ীতে তুলিয়া দিতে হরিদ্বার ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া পরেশনাথ লীলাবতীর হস্তে একখানি কাগজের মোড়ক দিলেন ও শ্যামার মাকে বলিয়া দিলেন যেন সে খুব সাবধানে লীলাবতীকে লইয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে কলির কলের রথ ধূমরাশি উদ্গীরণ করিয়া হরিদ্বার ছাড়িয়া চলিল। পরেশনাথ সেই গতিশীল গাড়ীর দিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাকাইয়া রহিলেন, গাড়ী আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না তবু পরেশনাথ সেই দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার মনোরথ কলের রথের পশ্চাতে ছুটিয়াছিল এক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"ভয় কি পরেশনাথ, ভানু থাকে লোকান্তরে কমলিনী জলেতে।" পরেশনাথ তখন সেই আশায় বুক বাঁধিয়া বাটী ফিরিলেন। আমরা অবগত আছি সে রাত্রে পরেশনাথ এক বিষম ভুল করিয়াছিলেন। তিনি সে রাত্রে আপন কক্ষে শয়ন করিতে যাইয়া ভুলক্রমে তাঁহার ছড়িটি বিছানার উপর রাখিয়া আপনি একটি দেওয়ালের কোণে যাইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রেমের লীলা চমৎকার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"Is this the refuge preferred so wisely"

হুগলী ষ্টেসন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে একখানি বৃহৎ অট্টালিকা সংলগ্ন একটী বাগানে নয় বৎসর বয়স্কা এক বালিকা দোলায় বসিয়া দোল খাইতেছিল। বালিকার পরিধানে একখানি আধময়লা কাপড়, চুলে তৈলাভাব, সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর ময়লা পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় মা মরা মেয়ে। বালিকা আপন মনে দোল খাইতেছিল। সন্ধ্যাদেবী যে ধীরে ধীরে জগৎ সংসারে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন বালিকার সে হুঁস ছিল না। এমন সময় দুইটী স্ত্রীলোক সেখানে আসিল এবং তাহাদের মধ্যে যে প্রৌঢ়া সে বলিল "হরিদাসি! সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে তুমি এখনও বাগানে রহিয়াছ আজ তোমার বাবাকে সকল কথা বলিয়া দিব, তুমি দিন দিন অত্যন্ত অবাধ্য হইতেছ।"

হ। আমি একলা কি করিয়া যাইব, তুই আমাকে নিতে আসিস্‌নি কেন, আমিও বাবাকে বলিয়া দিব।

বালিকার উত্তর শুনিয়া নবাগত যুবতী হাসিয়া উঠিল।

যুবক সম্প্রদায় সেখানে উপস্থিত থাকিলে হয়তো সে হাসিতে কাহার গলায় ফাঁসি লাগিয়া যাইত। কেহ বা সে হাসি আপনার করিয়া লইতে না পারিলে কাশীবাসী হইতে সঙ্কল্প করিতেন। কিন্তু বালিকার সেরূপ কিছুই হইল না বরঞ্চ ইহাতে বালিকার রাগ আরও বৃদ্ধি পাইল। সে বলিল, "কেরে মাগী তুই এখানে হাসতে এসেছিস্, দূরহ, আমার দোলায় চড়িতে দিব না। প্রৌঢ়া বলিল "হরিদাসি! তোমার বড় বাড় হইয়াছে। ইনি কে তুমি জান?"

হ। না, আমি জানিতে চাহিনা।

নবাগত নবীনা অতি কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল "আমি অনেক পুতুল ও খেলনা আনিয়াছিলাম, সেগুলি কাহাকে দিয়া যাইব তাহাই ভাবিতেছি। তোমার দিদি কোথায়?"

হ। আমার দিদি নাই, সেগুলি আমায় দাওনা কেন।

যু। না তোমায় দিতে পারিনা, তুমি যোগ্য পাত্রী নও।

"বড় বয়েটাই গেল" এই বলিয়া হরিদাসী প্রৌঢ়ার হাত ধরিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হরিদাসী তারাচরণ বাবুর একমাত্র কন্যা। প্রৌঢ়া হরিদাসীর ঝি, নাম মেনদা এবং এই যুবতী আমাদের পরিচিতা লীলাবতী।

শ্যামার মা লীলাবতীকে তারাচরণ বাবুর বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া, আপনি কলিকাতায় গতর খাটাইয়া খাইবার মানসে সেই দিনই সেখান হইতে রওনা হইয়াছিল।

তারাচরণ বাবুর বাটীখানি বৃহৎ। বাটীর পশ্চাৎভাগে একটী বাগান ছিল, তাহাতে আম, কাঁঠাল, নারিকেল

হরিদাসী বলিল “কে রে মাগী তুই এখানে হাস্‌তে এসেছিস্‌, দূরহ’ আমার দোলায় চড়িতে দিব না।” ১৮ পৃষ্ঠা।

ইত্যাদি বৃক্ষরাজী শোভা পাইতেছিল। দক্ষিণদিকে একটী পুষ্পোদ্যান এবং সেই পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থলে একটী পুষ্করিণী ছিল। মনুষ্য জীবনে ভোগলালসা পরিতৃপ্তির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সকলি ছিল, কিন্তু ভোগ করে কে—একান্ত লোকাভাব। তারাচরণ বাবুর পরিবারের মধ্যে, রামা বেহারা, সুন্দর ঠাকুর, হরিদাসী ও হরিদাসীর ঝি মেনদা। ইহা ব্যতীত সহিস কোচওয়ান ও জনকতক লাঠিয়াল ছিল। খাট বিছানা, টেবিল চেয়ার, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অয়েলপেণ্টিং করা ছবি সকল, বেলোয়ারী কাচের ঝাড় লণ্ঠন ইত্যাদি আসবাব পত্র সকলি ছিল, কিন্তু মালিহীন বাগানের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আছে। বৈঠকখানায় গীতবাদ্যোপযোগী তম্বুরা, সেতার, মৃদঙ্গ, হারমনিয়ম ইত্যাদি সখের দ্রব্য সকল রহিয়াছে। কিন্তু সখ করে কে? আজ সাত আট বৎসর হইতে চলিল তারাচরণ বাবুর স্ত্রী, তাহার একমাত্র কন্যাকে রাখিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তারাচরণ বাবু সেই অবধি আর উপর তলায় যান নাই। তিনি সদর বাটীর একখানি ঘরে থাকিতেন। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে তাঁহার একটী কয়লার খনি ছিল। খনি হইতে যে সকল কয়লা উঠিত, উহা তিনি রেলওয়ে ও বড় বড় কল কারখানায় যোগাইতেন। এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার উদ্দেশে তাঁহাকে কলিকাতায় একটী ছোটগোছের অফিস ও দুই একটী লোকও রাখিতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে রাণীগঞ্জে যাইয়া তিনি খনির কার্য্য সকলও তদারক করিতেন। তাঁহার খনিতে অনেক লোকজন খাটিয়া থাকে এবং তাঁহার বাৎসরিক আয়ও যথেষ্ট ছিল।

তারাচরণ বাবু দেখিতে সুপুরুষ, বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর হইবে। তাঁহার দেহের গঠন, তাঁহার বিশাল বক্ষ, অসীম শক্তির পরিচায়ক ছিল। সন্ধ্যার পর তারাচরণ বাবু বাটী আসিলেন। রামা বেহারা বাবুর কোট পেণ্টুলেন খুলিয়া লইয়া একখানি কাপড় দিল, পরে গাড়ু গামছা ও একছিলিম তামাক সাজিয়া ঘরে রাখিয়া আসিল। মেনদা একখানি রেকাবিতে করিয়া কিছু ফল ও দুই চারিটী অমায়িক সন্দেশ লইয়া একখানি শ্বেত পাথরের মেজের উপর রাখিয়া আসিল।

তারাচরণ বাবুর সন্ধ্যাহ্নিকের ঘটা ছিল না, সুতরাং হস্ত পদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক পাত্রস্থ দ্রব্যসমূহ উদরসাৎ করিয়া রামা প্রদত্ত গড়গড়ার সহিত সদালাপ করিতে বসিলেন। এইরূপে যখন তিনি তাম্রকূট প্রসাদে শ্রান্তি দূর করিতেছিলেন, সেই সময় মেনদা লীলাবতীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহার হস্তে একখানি লিপি দিয়া বলিল, "এই মেয়েটী হরিদ্বার হইতে আসিয়াছে।" তারাচরণ বাবু বলিলেন, "পত্র আর দেখিতে হইবে না, তা তুমি আসিয়াছ বেশ, কিন্তু— আমি জানিতাম তুমি ও হরিদাসী সমবয়স্কা।"

পরে তিনি মেনদাকে বলিলেন, "উপরের বড় ঘরে লীলাবতীর শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দাওগে।"

জগৎ সংসার নীরব, নিস্পন্দ, সুষুপ্ত। তারাচরণ বাবুর দাস দাসী, সকলেই গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। এ সময় তারাচরণের পুরীমধ্যে জাগ্রত কে? পিতৃশোকাতুরা চিন্তাক্লিষ্টা লীলাবতী। স্তিমিত প্রদীপালোকে বসিয়া সে ভাবিতে ছিল, সে কোথায় আসিয়াছে,—এই

তারাচরণ কি তাহার পিতার বন্ধু, যদি তাহা হয় তাহা হইলে তিনি কিরূপ প্রকৃতির লোক। কিসে তাঁহার বন্ধুর মৃত্যু হইল, কাহার সহিত কিরূপে তাঁহার কন্যা হুগলীতে আসিল, এ সকল কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, আবার তাঁহাকে বয়স্থা দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিলেন—ইহারি বা অর্থ কি?

তাঁহার এই অভিনব অভ্যর্থনায় লীলাবতী যেমন মর্ম্মাহত হইয়াছিল, তেমনি আশ্চর্য্যান্বিতা হইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন তাহার জীবনটা একটা ভয়ানক রহস্য জালে জড়িত আছে।

লীলাবতীর চিন্তার বিরাম নাই, সে কত কি ভাবিতেছে, এখানে যদি তাহার থাকা সুবিধা না হয় তবে সে কোথায় যাইবে। তখন হঠাৎ পরেশনাথ দত্ত মোড়কটির কথা মনে হওয়ায় সে আপন তোরঙ্গ খুলিয়া সেটি বাহির করিয়া দেখিল উহাতে দুইখানি দশ টাকার নোট ও নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিত রহিয়াছে।

প্রাণের লীলাবতি!

আমরা হরিদ্বারে আর দশ পনের দিন মাত্র আছি। যদি কখন কোনও বিপদে পড় অথবা তোমার পিতার বন্ধুর তত্ত্বাবধানে থাকা সুবিধা বিবেচনা না কর, তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবে। ইতি——

একান্ত তোমারি—

পরেশনাথ দত্ত।

সুতাপটি, মুর্শিদাবাদ।

কি সর্ব্বনাশ! পরেশনাথের এইরূপ অনধিকার আত্মীয়তায় লীলাবতী আদৌ সন্তোষলাভ করিতে পারিল না। সে কাগজখানি তখনি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কি মনে হওয়ায় আবার তোরঙ্গের ভিতর রাখিয়া দিল।

পরদিবস প্রাতে সূর্য্যদেব আকাশপটে উদয় হইবার পূর্ব্বেই হরিদাসী লীলাবতীর ঘরে উদয় হইয়া পুতুল দাও, তোমার তোরঙ্গ খোল ইত্যাকার প্রণয়ের সূত্রপাৎ করিতেছিল। লীলাবতী বলিল "তোমায় একটিও পুতুল দিবনা, তুমি কাল আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে মনে করিয়া দেখ।" সে কথার কোন উত্তর না দিয়া হরিদাসী বলিল "আমি পুতুলের বিয়ে দিতে বড় ভালবাসি তুমি আমার সঙ্গে সই পাতাবে।"

লীলা। চেষ্টা করিব।

হরি। চেষ্টা করিবে কেন?

লীলা। আমার সঙ্গে সই পাতাইতে হইলে তোমার স্বভাব চরিত্র অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে, কথার বাধ্য হইতে হইবে, তুমি কি এই সকল পারিবে?

হরি। তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব—আচ্ছা এখন একটা ছোট পুতুল দাওনা কেন?

লীলাবতী তাহার তোরঙ্গ হইতে একটি চীন পুতুল বাহির করিয়া হরিদাসীর হাতে দিল। বালিকা পুতুল পাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা বাবা যদি তোমাকে স্কুলে পাঠান

লীলা। না, আমার স্কুলে যাইবার বয়স অতিক্রম হইয়া গিয়াছে।

হরি। অতিক্রম, সে কি?

লীলাবতী একটু হাসিয়া বলিল "আমার আর স্কুলে যাইবার বয়স নাই।"

হরি। তবে আমিও যাবনা।

লীলা। তুমি কি স্কুলে যাও।

হরি। না আমি বাড়িতে মাষ্টারের কাছে পড়ি, ঐ বেরাল চোকো মেনদা মাগী আমাকে স্কুলে দেবার জন্য বাবাকে কেবল বলে। বাবা বলেন যে, তুমি আসিলে আমাকে তোমার সঙ্গে স্কুলে পাঠাবেন।

লীলা। তোমার মাষ্টার কখন আসেন, তুমি আজ এখন পড়িতে বস নাই।

হরি। মাষ্টার আর আসেন না। আমি একদিন মাষ্টারের নস্যর ডিবে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাইতে মাষ্টার বাবাকে বলিয়া গিয়াছেন যে আমি শিবের অসাধ্য।

হরিদাসীর কথা শুনিয়া লীলাবতী হাসিতে হাসিতে তাহাকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইল এবং বলিল, "এখন হইতে আমি তোমার মাষ্টার হইব, তুমি আমার নিকট পড়িবে।" লীলাবতী দেখিল বালিকার অন্তঃকরণ মন্দ নয়। বালিকা মাতৃহীনা, পিতা কোন খবর লয়েন না, কেবল কতকগুলা ঝি চাকরের সহবাসে বর্দ্ধিত হইতেছে। শিক্ষা দীক্ষার অভাবে এইরূপ কিম্ভুত কিমাকার হইয়া যাইতেছে—কিন্তু এখনও সময়

গঠন করা যাইতে পারে। বাস্তবিক তারাচরণ বাবু তাঁহার কন্যার কোন সংবাদ রাখিতেন না। হরিদাসী কোনরকমে তাঁহার সম্মুখে না আসিয়া পড়িলে তাহার খাওয়া হইয়াছে কি না এ সংবাদও তিনি লইতেন না। লীলাবতী হরিদাসীকে তাহার পুস্তক আনিতে বলায় সে তাহার দপ্তর আনিয়া উপস্থিত করিল। হরিদাসী দ্বিতীয় ভাগ পড়ে, কিন্তু তাহার দপ্তরে, নল উপাখ্যান, গীত-গোবিন্দ, তুলসীদাসী, রামায়ণ, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের তালিকা, বিদ্যাসুন্দর, আরও অনেক পুস্তক সকল রহিয়াছে দেখা গেল। একটী কাগজের থলেতে পেন্সিলও প্রায় সেরখানেক ছিল। লীলাবতী জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি বহি পড় ?"

হরি। আমি ঐক্য মাণিক্য পড়ি।

লীলাবতী তখন হরিদাসীর দপ্তর পরীক্ষা করিয়া সকল পুস্তক গুলি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। সে যখন বিদ্যাসুন্দর খানি দেখিতে ছিল সেই সময় তারাচরণ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং লীলাবতীর হাতে বিদ্যাসুন্দর দেখিয়া অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন "খুব শীঘ্রই খুঁজিয়া পাইয়াছ যে দেখছি।" এই কয়েকটি কথা তিনি এরূপ ভাবে বলিলেন যেন তিনি লীলাবতীকে তাঁহার কোন প্রিয় কলমের গাছ হইতে আম চুরি করিতে ধরিয়াছেন। তারাচরণের এইরূপ কাঠঠোকরান কথায় লীলাবতীর বড় অপমান বোধ হইল। সে পুস্তকখানি রাখিয়া দিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল।

বেলা হইলে লীলাবতী একখানি সাবান সংগ্রহপূর্ব্বক

ঘষিয়া তাহার গাত্রের ময়লা সকল পরিষ্কার করিয়া দিল। পরে আপনি স্নান করিয়া প্রাত্যাহিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। তাহার বন্দনা শেষ হইলে হরিদাসী বলিল "তুমি চোখ বুজিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে ছিলে, আমায় বলনা?" "আর একদিবস বলিব" এই বলিয়া লীলাবতী হরিদাসীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাটির দিকে অগ্রসর হইল। পরে লীলাবতী রন্ধনশালায় আসিয়া ঠাকুরের সহিত আলাপ করিবার মানসে জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর তোমার দেশ কোথায়, ভদ্রকে কি?" ঠাকুর তখন একবার পিচ ফেলিয়া বলিল, "হ হ ঐ সন্নিকট।" হরিদাসী ঠাকুরের পানের গেঁজে লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া লীলাবতী বলিল "হরিদাসী এ দিকে এস, তোমার বাবার ঠাঁই করিয়া দাও।" হরিদাসী তৎক্ষণাৎ একখানি পীড়া আনিয়া দমাস করিয়া ফেলিল এবং একগ্লাস জল বরাবর ফেলিতে ফেলিতে আনিয়া পীড়ার কাছে রাখিল। লীলাবতী সেগুলিকে ঠিক করিয়া রাখিল। যথাসময়ে তারাচরণ বাবু আহারে বসিলে মেনদা লীলাবতীর প্রতি হরিদাসীর গতকল্যর ব্যবহারের কথা শুনাইয়া দিল। তারাচরণ বাবু ডাকিলেন, "হরিদাসি!" উত্তর আসিল, "কি?" তারাচরণ বাবু হরিদাসীকে কি বলিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু যেন থমকাইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন হরিদাসীর পরণে ফরসা কাপড় চুল আঁচড়ান, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই অবসরে লীলাবতী বলিল, "নানা, সে কিছু নয়, আমার সঙ্গে উহার ভাব হইয়া গিয়াছে আমি উহাকে মাফ করিয়াছি।" হরিদাসীর এই

জানিনা, লীলাবতীর কথা সমাপ্ত হইলে তিনি বলিলেন "তুমি মাফ করিবার কে?" কিন্তু পরে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন "তুমি উহাকে ভাল রূপ জানিতে পারিলে তোমার মার্জ্জনেচ্ছা এত প্রবল থাকিবে না।" ইহার পর তারাচরণ বাবু আপন কার্য্যে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।
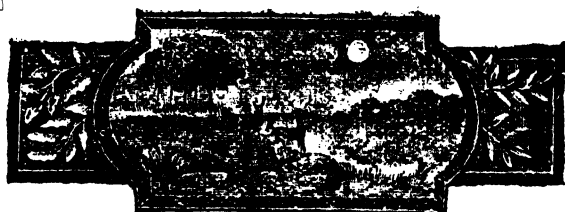
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"There stood looking out for his prey
A demon under the mask of a hermit"

তারাচরণ বাবুর বাটি হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে, গ্রামের বহির্ভাগে জমিদার ৺হীরালাল বসুর ধংসাবশিষ্ট বাগান বাটিখানি এখনও দণ্ডায়মান ছিল। বাটিখানি বৃহৎ এবং ইহার চারিদিকে প্রায় চল্লিশ বিঘা জমি পড়িয়া ছিল। এক সময় উহা একখানি সুন্দর বাগান ছিল, এক্ষণে কালের করাল স্পর্শে স্থানে স্থানে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে; তদুপরি বন্যবৃক্ষ সকল শৃগালাদি পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। এই ভগ্নাট্টালিকার দক্ষিণে একটি ভাগাড় ছিল, সেখানে মাংসভোজী জীবগণ মনের আনন্দে বিচরণ করিয়া থাকে। পশ্চাতে বসু মহাশয়ের জমির সীমানার পাড়ে নিবিড় জঙ্গল। বাটির সম্মুখে মানুষ গমনাগমনের জন্য একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা ছিল, কিন্তু এক্ষণে সে পথে লোকজন বড় একটা চলাচল করিত না।

শশাঙ্ক শেখর সর্ব্বজ্ঞ নামে এক ব্যক্তি বসুদের অনুমতিক্রমে

সেই ভগ্নাবশিষ্ট বাটিতে বহুকাল হইতে বাস করিতে ছিলেন। তিনি আত্মতত্ত্ব * (Psychology) মনসঞ্চালন † (Telepathy) মৈস্মর তত্ত্ব ‡ (Mesmerism) ইত্যাদি বিদ্যা সকলের চর্চ্চা করিয়া থাকিতেন, উপস্থিত তিনি জনকয়েক চেলা ও তাঁহার এক বৃদ্ধা পিসিকে লইয়া সেইখানে বাস করিতে ছিলেন। পূর্ব্বে অনেক লোক, কেহ বা কিছু শিক্ষা করিতে, কেহবা কৌতুক দেখিতে সেখানে যাতায়াত করিতেন, কিন্তু এক্ষণে বড় একটা কাহাকেও সেখানে যাইতে দেখা যায় না। শশাঙ্কশেখরের রূপ বর্ণনায় পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিবার মানস নাই। এক কথায় তাঁহাকে দেখিতে ঠিক পৃথিবীর মতন ছিল বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ গোলাকার—কেবল দুইধারে ঈষৎ চেপ্টা। তাঁহার মুখখানি, চাকার ন্যায় গোল, চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ ভাঁটার মতন গোল, নাসিকাটি তাও গোল ছাঁদের ছিল। তাহার উপর আপাদ মস্তক দাড়ী, সে দাড়ীর বর্ণনা আর কি করিব, পাঠশালার ছেলেরা তাঁহাকে দেখিলে গাহিত—কিবা চাঁদ বদনে চাপ দাড়ী, দাড়ী নাড়ী নাড়ী পাতা খায়রে। অতি ভীষণ দর্শন, সাক্ষাৎ

* The science which classifies and analyses the phenomena or varying states of the human mind.

† The supposed fact that communication is possible between mind and mind otherwise than through the known channels of the senses, as at a distance without external means.

‡ Mesmerise—To induce an extraordinary state of the nervous system, in which the operator is supposed to control the actions and thoughts of the subject.

য়মের সহচর। প্রত্যহ একডালা আফিং, দশ ছিলিম গাঁজা ও এক বোতোল মৃতসঞ্জীবনী সেবন করিয়া থাকেন।

সর্ব্বজ্ঞ মুদিত নয়নে ধুমপান করিতে করিতে বলিলেন, 'তাইতো হে হরিদাস! অনেক দিন হইল কোনও দাঁওটাও হাতে আস্‌চে না, এখন চলে কি করে। মেয়ে দুটা হাত-ছাড়া হয়ে যাবার পর থেকে লোকজনও বড় একটা এখানে আসে না। খরচ ঢের, নেসা ভাংই রোজ দশটাকা লাগে।"

হরি। ভাবচেন কেন, এখন তো আটকায় নাই, আট-কালেই ভগা বেটা পাঠিয়ে দেবে। ঐ দেখুন কে এক বেটা আস্‌চে।

এমন সময় একটী গৌরবর্ণের ফিট্‌ফিটে যুবক হস্তস্থিত ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তথায় আসিয়া দেখা দিলেন এবং সর্ব্বজ্ঞকে প্রণাম করিয়া মেজের উপরে একখানি আসন পাতিয়া বসিলেন।

সর্ব্ব। কিহে সংবাদ সব মঙ্গল? এই বলিয়া আবার চক্ষু মুদিলেন।

যুবক। আজ্ঞে না, সেইজন্যই আপনার কাছে আরও আসা।

সর্ব্বজ্ঞ সেইরূপ মুদিত নয়নে বলিলেন, "কেন হে কি হয়েচে?"

চেলা হরিদাস স্বগত বলিল, "ওনাদের কিছুটিছু না হলে দাঁও কি আস্‌মান থেকে আস্‌বে না কি।"

যুবক। আজ সকালে যখন বেড়াইতে যাইতে ছিলাম

তখন দেখিলাম তারাচরণের বাটীর উপরের ঘরের জানালায় এক যুবতী দাঁড়াইয়া আছে।

সর্ব্বজ্ঞ। তার পর তার পর?

যুবক। দেখেই আমার মনটার ভিতর ছেঁক করিয়া উঠিল, বেশ ভাল করিয়া দেখিলাম ঠিক যেন আমাদের লক্ষ্মীঠাকরুণের মুখখানি বসিয়ে রেখেচে। আপনার মুখে শুনিয়াছিলাম মতিমামার এক মেয়ে আছে। আমার বোধ হইতেছে এই সে মেয়ে।

সর্ব্বজ্ঞ সেইরূপ নিমিলীত নেত্রে গভীর চিন্তা সহকারে আপন মনে বলিলেন, "তাহ'লে মতি নিশ্চয় মারা গিয়াছে,— হাঁ তার পর।" এই বলিয়া যুবকের দিকে তাকাইলেন।

যু। আপনিতো জানেন পান্না মামা এখন তখন হইয়া আছেন, তিনি আর বেশি দিন টেঁক্‌চেন না, মতি মামারও বহুকাল কোন সংবাদ নাই। কিন্তু তাঁহার কন্যা কোথা হইতে তারাচরণের বাটীতে আসিল এবং এতদিনই বা কোথায় ছিল?"

সর্ব্বজ্ঞ। এটা আর বুঝতে পাল্লে না, তোমার মতি মামাও মারা গিয়াছে। তারাচরণ তাহার বন্ধুর কন্যাকে আপন বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছে। তোমার পান্না মামার মৃত্যু হইলে সমস্ত বিষয় মতির মেয়ে পাবে।

যুবক। তাহা হইলে এক্ষণে উপায়, আমি জানিতাম পান্না মামা মরিলে সমস্ত বিষয় আমার।

সর্ব্বজ্ঞ। উপায় আমি, মেয়েটাকে সরিয়ে ফেল্‌তে হবে; কিন্তু ব্যবস্থাটা কি রূপ হবে না শুনিয়া—

যুবক। দশহাজার টাকা নগদ, এই যায়গাটা, আর আপনার ৺কালীমাতার মন্দির তুলিয়া দিব।

সর্ব্বজ্ঞ। সাধু সাধু, তোমার যেরূপ উচ্চ মেজাজ তাহাতে করিয়া এ বিষয়াশয় তোমারি পাওয়া উচিত। আমিও তারাচরণের উপর বরাবর নজর রাখিয়া আসিতেছি, সে বেটা আমার চিরশত্রু।

এই বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ তখন বলদেব নামে অন্য কোন চেলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলদেব তথায় আসিলে তিনি জলদগম্ভীর নাদে বলিলেন, "বলদেব আমি তোমায় যে কার্য্যের ভার দিয়া রাখিয়াছি তাহা মনে আছে?"

বল। আজ্ঞে হা আছে বৈকি।

সর্ব্বজ্ঞ। তারাচরণের বাটীতে কি কোন একটী নূতন স্ত্রীলোক দেখিয়াছ?

বল। আজ্ঞে হা দেখিয়াছি।

সর্ব্বজ্ঞ। আমাকে সে কথা বলনি কেন?

বল। আজ্ঞে, আজ্ঞে, আপনিতো এখনি ধরে নিয়ে আন্‌তে হুকুম দেবেন।

এই কথায় সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার সেই চাকার মতন গোল মুখখানি আরও গোল করিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমার আজ্ঞা পালনে অনিচ্ছুক।"

বল। আজ্ঞে তা ঠিক নয়, তবে কি জানেন গাঁজাটা, মাফিংটা খেয়ে নিরীবিলিতে বসিয়া মৌজভোগ করিতেই ভাল লাগে। ধড়পাকড় করিতে হইলে দাঙ্গাহাঙ্গামা আছে, দুই একটা খুন যখমও আছে তাহাতে মৌজটা একেবারে মাটি।

সর্ব্বজ্ঞ। তোমার যদি এ সকল কার্য্যে এত বৈরাগ্য জন্মাইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি অবসর লইতে পার।

বল। আজ্ঞে আমার বৈরাগ্য কিছুতে নাই, তবে কথাটা কি জানেন, এ সকল কার্য্যে মৃতসঞ্জীবনীর ব্যবস্থা হইলে কিছু স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়।

এতক্ষণে সর্ব্বজ্ঞের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "এইকথা"। তার পর পুনরায় বলিলেন "মেয়েটিকে কি রকম দেখিতে হে?"

বল। আজ্ঞে সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, আহা কানে দুল দুটি দুল দুল কচ্চে। বুকের মাঝে কমলকলি দুটি যেন ব'লচে তোরে বিঁদি তোরে বিঁদি।

সর্ব্বজ্ঞ তখন বাধা দিয়া বলিলেন, "আহা তোমায় বর্ণনা করিতে বলিনি। কাহার মতন দেখিতে, মুখ খানা কি রকম?

বল। ঠিক আমাদের লক্ষ্মীঠাকরুণের মতন, কিছু তফাৎ নাই।

সর্ব্বজ্ঞ তখন যুবকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার, সকল ভার আমার উপর রহিল। কেবল তোমার কার্য্য উদ্ধারের জন্য উপস্থিত কিছু টাকা আর এক কেস মৃতসঞ্জীবনী ইহাদের পাঠাইয়া দিও"।

যুবক। যে আজ্ঞে এ আর বেশী কি, আপনি সাক্ষাৎ দেবতা, আপনি যখন আমার সহায় হইলেন, তখন আর ভয়ের কারণ কি আছে। আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম। এই বলিয়া যুবক তথা হইতে বিদায় হইলেন।

যুবক বিদায় হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে সর্ব্বজ্ঞের পিসি বলিল, "আবার মেয়েধরা হাঙ্গামা, আমি বাপু আর কাহারও সেবা করিতে পারিব না। দুই দুটা মেয়ে কত ক রে মানুষ ক ল্লেম তার পর কোথায় যে গেল তাহার ঠিকানা নাই। আহা আমার আজিও তাহাদের জন্য বুকের ভিতরটা ফেটে যাচ্চে"।

সর্ব্বজ্ঞ বলিলেন, "এবার আর তোমায় কাহারও সেবা করিতে হইবে না। মা আনন্দময়ীর আনন্দবর্দ্ধন হেতু তাহার জীবাত্মাকে মুক্তি প্রদান করিব। যাহাতে পুনর্ব্বার এই দেহ রূপ কারাগারে প্রবিষ্ট হইতে না হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হইলাম।

বৃদ্ধা। কি সর্ব্বনাশ, নরবলি?

সর্ব্বজ্ঞ। কি আশ্চর্য্য, তুমি এতদিন আমার নিকট মায়ের কাযে কাটাইলে, তবু তোমার আত্মদর্শন হইল না। তোমায় আর কত শিখাব। আবার বলি শুন, এই দেহ কিছু নয়, ছায়াবাজী মাত্র। ইহা অস্থিরূপ স্তম্ভে, স্নায়ুরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ, রক্ত ও মাংস দ্বারা প্রলিপ্ত, চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত, মূত্র ও বিষ্ঠা দ্বারা পূর্ণ, জরাশোকে আক্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও অনিত্য? সুতরাং ইহার মায়া—সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ উপদেশ প্রদানে সর্ব্বজ্ঞ বৃদ্ধাকে তাঁহার নরবলি কার্য্যে সহায়তা করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"I will tell you as well as I can
Of the discoveries I made in the
secrets of this man"

দেখিতে দেখিতে প্রায় একমাস অতীত হইতে চলিল—লীলাবতী তারাচরণ বাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু আত্মপরিচয় পাইবার মতন কোনও ব্যক্তিকে সে সেখানে দেখিতে পাইল না। সে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে, তারাচরণ বাবুর নিকট সে সমুদয় শুনিবে এবং এখনও প্রতিদিন মনে করে যে আজ তারাচরণ বাবু বাটী আসিয়া তাহার পিতামাতার গুহ্য বৃত্তান্ত, তাহার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যতেই বা সে কি করিবে এ সকল বিষয় তাহাকে সবিস্তারে শুনাইবেন। কিন্তু দিন আসে, দিন যায়, তারাচরণ কোন কথাই বলেন না। অথচ তারাচরণ বাবু সর্ব্বদা যে রূপ গম্ভীর ও রুক্ষ মেজাজে থাকিতেন তাহাতে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লীলাবতীর সাহস হইত না। বাটীতে দাস দাসী এবং এক বালিকা ব্যতীত আর কেহ ছিল

পাড়াপ্রতিবাসিও কেহ তারাচরণের বাটিতে আসে না। তার কারণ তারাচরণ বাবু কাহারও সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না এবং সময়াভাবও বটে। লীলাবতী একমাস কাল তারাচরণ ভবনে থাকিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিল তাহাতে তাহার মনে হয় যে, তারাচরণ বাবু সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। যাহাদের লইয়া সংসার সেই স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার অতিশয় ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ধারণা ছিল যে, স্ত্রীলোক মাত্রেই হেয় ও অবিশ্বাসিনী। সাধারণতঃ লোকে স্বীয় ধারণানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। কোনও আদালতের জজ সাহেব অল্পতনু * ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধারণা ছিল অল্পতনু ব্যক্তি মাত্রেই বদমায়েস হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার আদালতে কোনও অল্পতনু ব্যক্তি ধৃত হইয়া বিচারার্থে আসিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার ছয় মাস কারাদণ্ডের হুকুম দিতেন। সে ব্যক্তি নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইলে তিনি বলিতেন "তোম্ হাম্‌সে বেটিয়া হ্যায়; কুছ্ বাত্ নেহি শুন্‌নে মাংতা।" লীলাবতীর কোন অপরাধ না থাকিলেও, তাহাকে যে মাঝে মাঝে তারাচরণের বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত—তাহার কারণও ঐ জজ সাহেবের ধারণার ন্যায়।

কিন্তু কি রহস্য জালে লীলাবতীর এই ক্ষুদ্র মানব জীবন জড়িত আছে, তাহা ভেদ করিতে না পারিলে সে কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। কোথায় তাহার জন্মভূমি, তাহার পিতা কি আজন্ম সন্ন্যাসী ছিলেন, এই সকল

* খর্ব্বাকৃতি বেঁটে।

ভাবনাস্রোতে সে দিবারাত্র ভাসিতেছে, কূল পাইবে কিনা জানে না। সে অনেকবার তাহার পিতার উপদেশ বাক্য স্মরণ করিল "সময়ে সকল জানিতে পারিবে" কিন্তু মন বুঝেনা। লীলাবতীর মনের অবস্থা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ।

একদিবস অপরাহ্নে লীলাবতী মেনদার সহিত তাহাদের উদ্যানস্থ পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতে যাইয়া দেখিল এক বৃদ্ধা জল লইতে আসিয়াছে। বৃদ্ধা পাড়ার "ভালমা"—বয়স অনুমান ষাটের কোলে পা দিয়াছেন। পাড়ার সকল বাটিতেই তাঁহার গতিবিধি আছে, কিন্তু স্বার্থ ব্যতীত নয়। বৃদ্ধার এক বিধবা কন্যা ও তাহার এক পুত্র ছিল। পাড়ার পাঁচ বাটি হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বৃদ্ধা কোন রকমে তাহাদের প্রতিপালন করিতেন। তারাচরণ বাবুর নিকট হইতেও বৃদ্ধা মাঝে মাঝে কিছু চাহিয়া লইয়া যাইতেন, আবার প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের ছোটলোকও বলিতেন। বৃদ্ধা লীলাবতীর মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া মেনদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে গা?"

মে। বাবুর এক বন্ধুর মেয়ে।

বৃ। ও! মতির মেয়ে বুঝি তবে?

বৃদ্ধার মুখে তাহার পিতার নাম শুনিয়া লীলাবতীর হৃদয়ে যেন কিসের আশার সঞ্চার হইতেছিল। সে মনে মনে ভাবিতেছিল বুঝি দৈব সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। বৃদ্ধা হয়ত তাহাদের সকল বৃত্তান্ত জানেন, সে তাহার নিকট শুনিবে।

বৃ। আহা কি সুন্দর মেয়েটি—যেন প্রতিমাখানি বেমে

এসেছে, হাঁ মা! মতি এখন কোথায় আছে? আহা এত বিষয়াষয় তাহারি তো সব।

বৃদ্ধার এই কথায় লীলাবতীর বৃহৎ চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বৃদ্ধার প্রশ্নের কোনও উত্তর করিতে পারিল না, কেবল হস্ত উত্তোলন করিয়া ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিল যে তিনি এক্ষণে স্বর্গধামে গিয়াছেন।

বৃ। অ্যাঁ মতি মারা গিয়াছে, আহা মতি বড় ভাল ছেলে ছিল, কেবল—বৃদ্ধা কি বলিতে যাইতে ছিলেন কিন্তু মেনদার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র সে কথা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন "কেবল পাঁচ হতভাগার সঙ্গে পড়িয়া খানেখারাপ হইয়া গেল। লীলাবতী বৃদ্ধাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধর যুগল ঈষৎ কম্পমান করিয়াছে মাত্র, কিন্তু ঠিক সেই সময় রামা বেহারা একটি দ্বাদশ বৎসরের বালকের হাত ধরিয়া সেই ঘাটে উপস্থিত হইল। বন্দিবালক তখন গগনভেদি চীৎকার করিয়া বলিল "দেখনা দিদি, আমি কিছু করিনি, সুধু সুধু আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্চে।" মেনদা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে রাম?"

রামা। হবে আর কি, ভালমার লক্ষ্মী নাতিটি গোলাপের কুঁড়ি গুলি একেবারে নির্ম্মূল করিয়া ছিড়িয়া পকেটে পুরিয়াছে, আর কলমের চারা আমগাছটি হইতে কাঁচা আমগুলি পাড়িয়া নষ্ট করিতেছিল।

বৃ। ওকি রাম ওকি কথা ব'লচ গোপাল আমার ভাল ছেলে গো।

গোপাল। না দিদি সব মিছে কথা।

বৃদ্ধা তখন উৎসাহিতা হইয়া লীলাবতীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "জ্বানলেগা মেয়ে, গোপালের এই গুনটি বড় দেখি, কখন বাপু মিছে কথা ব'ল্‌তে জানে না"।

রা। তোমার গোপাল মিছে কথা কয় কিনা একবার পকেটে হাত দিয়া দেখনা। এই বলিয়া রামা গোপালের পকেট হইতে একরাস গোলাপের কুঁড়ি ও কাঁচা আম বাহির করিয়া বৃদ্ধার সম্মুখে রাখিল।

বৃদ্ধা কিন্তু অপ্রতিভ হইবার পাত্রী নহেন। তিনি বলিলেন "ওরে ও বয়সে তোর মনিবও কত আম কাঁটাল চুরি করিয়া বেড়িয়েচে, সে আমরা দেখেছি, তোরা কি সে সকল জানিস্।

ভালমার এই কথা শুনিয়া মেনদা বলিল, "ভালমা এ বাপু তোমার কোন দেশী কথা, অন্যে চুরী করিয়াছে বলিয়া কি তোমার নাতীকে ও চুরী করিতে হইবে। উহাতে যে পরে ছেলের স্বভাব খারাপ হইয়া যাইবে।"

বৃ। আ মর মাগী ছোট মুখে বড় কথা। বার বছরের ছেলের আবার স্বভাব খারাপ হবে কি? ও কি বেবুস্যা বাড়ি গিয়াছে না মদ খেয়ে ঢলাঢলি করেছে। টাকাকড়ি নয়, গহনাগাঁটি নয়, দুটা কলকে ফুল আর দুটা কাঁচা আম, পাকা হ'লেও বা কথা ছিল, সেই জন্য এত মুখনাড়া। তাহার পর ভাল্‌মা আপনার নাতীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "এইজন্য জ্যাকরার ব্যেটাকে এত বলি যে ও ছোটলোকদের বাটী যাস্‌নি, তা কথা শুনবেনা তো, চল জ্যাকরা বাড়ী চল," এই বলিয়া বৃদ্ধা তাঁহার নাতীকে লইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন এবং বাটিতে পৌছাইয়া তাঁহার কন্যা পাঁচীমনিকে ডাকিয়া

বলিলেন "কি ব'লব হাতে নাতে ধরিয়াছে, তানা হ'লে আরও দুকথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে আসতুম।

এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা কাহাকেও দুকথা শুনাইতে পারিলেই যেহত্ত সুখানুভব করিয়া থাকেন।

ভালমার অন্তঃর্ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে লীলাবতীর ও আশারূপ বাসা ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল বৃদ্ধার নিকট সকল পরিচয় পাইবে, কিন্তু এক্ষণে বুঝিল পিতার উপদেশ বাক্যই সত্য। তাহাকে যথাসময়ের জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। সেই অবধি লীলাবতী ঐ সকল কষ্টকর ভাবনা সাগর হইতে অব্যাহতি পাইবার মানসে গৃহস্থের কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল। এক্ষণে রন্ধন কার্য্য প্রায় সবই সে নিজে করিয়া থাকে, ঠাকুর কেবল যোগাড় দেয় মাত্র। হরিদাসীও এক্ষণে লীলাবতীর চেষ্টায় পান সাজে, ঠাঁই করিয়া দেয়, আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহস্থালী কার্য্য সকল করিয়া থাকে।

এক দিবস তারাচরণ বাবু আহারে বসিয়া মোচার ঘণ্ট আস্বাদন করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর হঠাৎ এমন উত্তম রন্থই করিতে শিখিলে কোথায়"? হরিদাসী কোথায় ছিল, ফোঁস করিয়া বাহির হইল, বলিল "ঠাকুরকে আর অমন রাঁধ্‌তে হয় না"।

তারা। ঠাকুর রাঁধেনি তবে কি তুমি রাঁধিয়াছ নাকি?

হরি। একরকম বলিতে গেলে আমিই রাঁধিয়াছি।

তারা। এক রকমটা কি শুনি?

হরি। আমার মাষ্টার মশাই রাঁধিয়াছে, আমিও শিখিতেছি।

তারা। তোমার মাষ্টার মশাই?

হরিদাসী লীলাবতীকে মাষ্টার মশাই বলিয়া ডাকিত। এই সময় লীলাবতী তারাচরণের নিকটে আসিয়া বলিল "আমি আপনাকে একটা কথা বলিব মনে করিতেছি, কিন্তু আপনার শুনিবার অবকাশ আছে কি না।"

তারা। একটা কথা শুনিবার অবকাশ আছে। তোমার কি কথা বলিতে পার।

লী। হরিদাসীর কিছু কিছু পড়া শুনা করা আবশ্যক মনে হয়, একক্ষণে আমার বিশেষ কিছুই কার্য্য করিবার নাই, আপনার মত হইলে আমি উহাকে প্রত্যহ পড়াইতে ইচ্ছা করি। তাহা হইলে আমিও জানিব যে আমি আপনার কিছু প্রত্যুপকার করিতে চেষ্টা করিতেছি।

তারা। কি পড়াবে, বিদ্যাসুন্দর?

এই কথায় লীলাবতীর মুখপদ্মে রক্তিম আভা ভাসিয়া উঠিতে দেখা গেল। সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল। মনে মনে তারাচরণের প্রতি ঘৃণা বোধ করিতে লাগিল।

তারাচরণ বাবুর কথাগুলি ঐরূপ। মাঝে মাঝে তিনি যে লীলাবতীকে ঐরকমের একটা আধটা কথা বলিয়া তাহাকে মর্ম্মাহত করিতেন সে কেবল তাঁহার স্ত্রীলোকের প্রতি ঘৃণার ফল। নতুবা তাঁহার ভবনে লীলাবতীর যে কোনরূপ অযত্ন হইতেছিল তাহা নহে। বরঞ্চ সে বিষয়ে তারাচরণ অতিশয় সাবধান ছিলেন ও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

তারাচরণ বুঝিতে পারিলেন তাঁহার কথায় লীলাবতী

মর্ম্মাহত হইয়াছে, সুতরাং তিনি পুনরায় বলিলেন "তোমার ইচ্ছা উত্তম বটে কিন্তু প্রত্যুপকারের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আরও ঐরূপ কর্ম্মে আপনাকে নিযুক্তা করিয়া প্রত্যুপকার করিবার অভিলাষ ও তোমার অধিক দিন থাকিবে না, কারণ আজ পর্য্যন্ত হরিদাসীর মাষ্টাররূপে নিযুক্ত হইয়া কোনও ব্যক্তি এক সপ্তাহের অধিক কার্য্য করিতে পারে নাই। যাহা হউক তোমার যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে তুমি উহাকে পড়াইবে ইহাতে আর আমার কি আপত্তি হইতে পারে।" তারাচরণের এই কথাগুলি লীলাবতীর কানে পৌঁছাইতে ছিল কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। তারাচরণ তথা হইতে প্রস্থান করিলে লীলাবতী কাগজ কলম লইয়া আপন কক্ষে বসিয়া সরোজিনীকে পত্র লিখিতে বসিল। মনের চাঞ্চল্য হেতু দুই তিন খানি কাগজ নষ্ট করিয়া পরিশেষে এইরূপ লিখিল—

ভগ্নি সরোজিনি!

আজ কত দিবস হইল তোমাদের সঙ্গবিচ্যুত হইয়া আমি এখানে তারাচরণবাবুর বাটিতে আসিয়াছি। পিতা যদিচ আমার বসবাসের স্থান হুগলী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। তারাচরণ বাবু নির্দ্দয় প্রকৃতির লোক নহেন বা এখানে আমার যত্নের কোন ত্রুটী হইতেছে না। কিন্তু তারাচরণ বাবু আমাকে এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করেন। তাঁহার ব্যবহারে মনে হয় যে তিনি আমার ভরণপোষণের ভার লইতে স্বীকৃত হইয়া এক্ষণে অনুতাপ করিতেছেন। তিনি তাঁহার কয়লার খনি সংক্রান্ত কাজ কর্ম্ম এবং চব্যচুষ্যলেহ্যপেয় সুব্যবস্থা

ব্যতীত আর কিছুই বুঝেন না বা বুঝিবার প্রয়োজন আছে এরূপ মনেও করেন না। তাঁহার এই বেয়াড়া প্রকৃতি পল্লির সকলেই জানেন তাই তাঁহার বাটিতে কেহ কখনও আসেন না। তুমি জান অলসভাবে বসিয়া থাকা আমার পক্ষে কি কষ্টকর। সেইজন্য সময় ক্ষেপনের অন্য উপায় না দেখিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহস্থের কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছি। প্রথমে এই মাগ মরা রুক্ষ মেজাজি ব্যক্তির অব্যবস্থার সংসারে আমার হস্তক্ষেপ করিতে সাহসে কুলায় নাই। কিন্তু দাসদাসীদিগের নিকট জানিলাম যে উপরোক্ত কয়েকটি বিষয় ব্যতীত তিনি কোন বিষয় খবর রাখেন না। এমন কি যদি রান্নাঘরের হাঁড়ি কুড়ি গুলি আনিয়া বৈটকখানায় সাজাইয়া রাখা হয় এবং বৈটকখানার ঝাড় লণ্ঠন, অয়েল পেণ্টিং ছবি প্রভৃতি আনিয়া রন্ধনশালায় সাজাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলেও তাঁহার নজরে পড়িবে না। এককথায় এখানকার ব্যাপার সকল সৃষ্টি ছাড়া বলিয়া মনে হয়। আজ পর্য্যন্ত তারাচরণের সহিত আমার সম্বন্ধে কোনও কথা হয় নাই।

যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে মনে হয় তারাচরণ বাবুর হৃদয় মধ্যে এমন কিছু একটা ভয়ানক দুঃখ আছে, যাহা তাঁহার ইহজগতের সমুদয় সুখ শান্তি অপহরণ করিয়া লইয়াছে। তিনি আহত সিংহের ন্যায় সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতে ইচ্ছা করেন, কেহ নিকটে আসিলে সতর্কতা অবলম্বন করেন পাছে তাঁহার আহত স্থান কেহ স্পর্শ করে। আমার এই দুঃখময় জীবনের মধ্যেও একটু সুখের ব্যাপার আছে তাহাও তোমায় শুনাইতে কৃপণতা করিব না। কিন্তু দেবতার হিংসাকে বড় ভয় করি

পাছে সেটুকুও কাড়িয়া লন। তারাচরণ বাবুর দাস দাসী ও তাঁহার কন্যা হরিদাসী আমার একান্ত বাধ্য, ইহারা সকলেই আমাকে ভালবাসে এবং ইহারাই তারাচরণ বাবুর ক্রটি প্রাণপণে সর্ব্বদা পূরণ করিয়া থাকে। বাকি সকল মঙ্গল। আশা-করি তোমরা সকলে ভাল আছ ও মাঝে মাঝে অভাগিনীর খবর লইতে ভুলিবে না। ইতি—

শ্রীমতী লীলাবতী দাসী।

পুনশ্চঃ—পত্রখানি লিখিতে লিখিতে অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। তোমার ইহা পড়িতে ধৈর্য্য না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার অবস্থা তোমাকে জানাইয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"When from the forest at night.
Through the starry silence the wolves howled"

Longfellow.

বর্ষাকাল—সকাল হইতে মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। অনেক গৃহস্থের বাটিতে খিচুড়ীর ব্যবস্থা হইতেছিল। উহার মধ্যে যাঁহারা উদ্যোগী পুরুষ তাঁহারা ছাতি লইয়া ইলিস মৎস্যের চেষ্টায় রাস্তায় বাহির হইয়াছেন এবং অপর ব্যক্তি এই বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাজার হইতে মৎস্য আনিতে হইলে আহারের সময় এ আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন কিনা তৎপক্ষে সন্দিহান হইয়া আলু ভাতে ও বড়ি ভাজার সাহায্যে খিচুড়ী ভক্ষণ করিবেন এইরূপ ভাবিতেছেন। আর কোনও উদার প্রকৃতির বড় গৃহস্থের গরিব প্রতিবেশী ভাবিতেছেন যে তাঁহাকে বৃষ্টিতে ভিজিতেও হইবে না অথচ সুধু আলুভাত খাইতেও হইবে না, তিনি ঘরে বসিয়াই ভর্জ্জিত ইলিস মৎস্য খাইতে পাইবেন। যাঁহাদের ঘরে ইলিস মৎস্যও জাওয়ান থাকে অর্থাৎ বড়লোক, তাঁহাদের কথা এখানে বলা হইতেছে না।

ইলিস মৎস্য! তুমি গোয়াভা (পেয়ারা) জাতীয় অর্থাৎ তোমায় কাঁচা খাই, পাকা খাই, ডাঁসার তো কথাই নাই।

নেলো মাতালের অভিধানে তুমিই ইচ্ছাময়ী তারা, যে হেতু ভক্ত যেমন তারা মায়ের রাঙ্গা চরণ পাইলে আর কিছুই বাসনা করেন না, সেইরূপ নেলো মাতালও ভর্জ্জিত ইলিস মৎস্য খাইতে পাইলে আর কিছুই বাসনা করে না। অতএব হে ইলিস মৎস্য! আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি।

আমাদের লীলাবতীও খিচুড়ী চড়াইয়া দিয়াছিল, কিন্তু হরিদাসীর সহিত বাগবিতণ্ডা করিতে করিতে খিচুড়ী ধরাইয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে বিরস বদনে একটি জানালায় বসিয়া ভাবিতেছে তারাচরণ বাবু কি বলিবেন। সে তারাচরণের বাক্যবানকে বড় ভয় করে। তারাচরণবাবু এই সময় বাহিরের একটি ঘরে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন এবং এক এক বার বিরক্তির সহিত আকাশের দিকে তাকাইয়া বৃষ্টি থামিল কি না দেখিতে ছিলেন। এমন সময় পিয়ন আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিল! তারাচরণবাবু খুলিয়া দেখিলেন উহাতে এইরূপ লেখা আছে।

"Ranigunge"

"Work standstill coolies on strike come at once"

"Manager"

তারাচরণ বাবু তৎক্ষণাৎ বাটির ভিতর আসিয়া সকলকে বলিলেন যে রাণীগঞ্জ হইতে তারের খবর আসিয়াছে, সেখানে কুলী মজুরেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে তাঁহাকে এখনি সেখানে যাইতে হইবে এবং হয়ত তাঁহার আসিতে দুই একদিন বিলম্ব

হইতেও পারে। তাহার পর তিনি বলিলেন "আমার ভাত খাড় আমি এখনি আসিতেছি।"

হরিদাসী বলিল "আজ ভাত হয় নাই, মাষ্টার মশাই খিচুড়ী রাঁধিয়াছে।"

তারা। খিচুড়ী পাকাইতে তোমরা খুব মজবুত আছ।

সেই দিবস তারাচরণবাবু আহারে বসিয়াই ক্ষুধা নাই বলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "এই খিচুড়ী খানিকটা তুলিয়া রাখিও আমি ফিরিয়া আসিয়া একখানি সোণার রিকাবী করিয়া এবারকার একজিবীসনে (Exhibition) পাঠাইয়া দিব। একজিবীসনে পি, এম, বাক্‌চির সুগন্ধি কেশতৈল হইতে ডে মার্টিনের জুতাবুরুসের কালি পর্য্যন্ত অনেক রকমের শিল্প প্রদর্শন করা হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ বঙ্গমহিলার হাতের খিচুড়ী প্রদর্শন করেন নাই।"

তারাচরণ বাবু চলিয়া গেলে লীলাবতী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাহার খিচুড়ী সমস্যা যে এত অল্পে মিটিবে সে তাহা ভাবে নাই।

বৃষ্টির বিরাম নাই। আজ সমস্ত দিন বৃষ্টি পড়িতেছে। আহারাদি সমাপন হইলে লীলাবতী হরিদাসীর সহিত বাহিরের ঘরে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে মেনদাও আসিয়া তাহাদের কাছে বসিল এবং একটুপরে বলিল "বাবা এমন বৃষ্টি সে তাহার বয়সে দেখে নাই"। প্রতিবৎসর বর্ষাকালে মেনদা এরূপ বলিয়া থাকে। হরিদাসী গল্প শুনিতে শুনিতে হঠাৎ বলিল "মাষ্টার মশাই তুমি গান বলিতে পার? বাবার অনেক বাজনা আছে।" লীলাবতী বলিল 'আমি পিতার নিকট সেখানে

প্রত্যহ গান শিখিতাম বটে কিন্তু বাজনা বাজাইতে জানিনা। তবে তম্বুরা ছাড়িয়া গাহিতে পারি"। হরিদাসী তৎক্ষণাৎ দেয়ালের গা হইতে একটি তম্বুরা নামাইয়া আনিল। মেনদা সেখানে না থাকিলে তম্বুরার পরমায়ু সেই দিনেই নিঃশেষ হইয়াছিল। লীলাবতীর হাতে তম্বুরা দিয়া সে তবলাটায় দুটা চাঁটি মারিয়া আসিল এবং নিমিষের মধ্যে একটি সেতারের কয়েকগাছি তার ছিঁড়িয়া আসিয়া ভালমানুষের মতন লীলাবতীর নিকট বসিল। মেনদা তখন বলিল "দিদিমণি একটি গান বলনা।" লীলাবতী তম্বুরাটি বাঁধিয়া লইয়া গাহিল—

সিন্ধু—কাওয়ালি।

(আমার) ধূলা খেলা সাঙ্গ হ'লে,
কোলে নিতে আসিস্ শ্যামা।
এখন যদি না বাসিলে,
(আমায়) অন্তে ভাল বাসিস্ মা।
যদি কোন অপরাধে, অপরাধি রাঙ্গাপদে।
তবু যে সন্তান মাগো
(আমার) ক্ষমার দাবি আছে জমা॥

লীলাবতীর গান শুনিয়া বাহিরে বৃষ্টি ধারার ন্যায় মেনদার চক্ষে বারিধারা বহিল। আর হরিদাসী এতক্ষণ হাঁ করিয়া লীলাবতীর মুখের দিকে তাকাইয়াছিল, এক্ষণে বলিল "থামিলে কেন, আর বলনা।" লীলাবতী বলিল "আর নাই।"

হরিদাসী হঠাৎ উঠিয়া লীলাবতীর কোলে যাইয়া বসিল আর উঠিতে চায়না, ইহার অর্থ কেহ বুঝিল না।

রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর হইবে, এখনও টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, বাহিরে প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছে। ঘন অন্ধকারে জগৎ নিদ্রিত, কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না, কেবল মাঝে মাঝে সৌদামিনী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। এই সময় পাঁচ ছয়টি যমদর্শন মূর্ত্তি তারাচরণের বাগানে একটি গাছতলায় দাঁড়াইয়া, যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় আর একটি মূর্ত্তি আসিয়া তাহাদের বলিল "এইবার ঠিক সময় হইয়াছে, আমি চারিদিকে দেখিয়া আসিয়াছি এবং খিড়কীর দরজা খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে সব গুলা একঘরে শুইয়া আছে"। তখন তাহারা সকলে বাগান পার হইয়া খিড়কীদ্বার দিয়া তারাচরণের বাটির ভিতরে প্রবেশ করিল। দস্যুদল বাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া মসাল জ্বালিয়া হৈ হৈ শব্দে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং ঘরের দরজা জানালা সকল দুমদাম শব্দে ভাঙ্গিয়া বাটিস্থ সকলের প্রাণে আতঙ্ক জন্মাইতে লাগিল। এই গোলযোগে বাটিস্থ সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রামা বেহারা বাহিরে আসিয়া দেখিল ব্যাপার সঙ্গীন। বাটিতে ডাকাত পড়িয়াছে, তাহার মনিব বাটিতে নাই, লাঠিয়ালরাও সকলে উপস্থিত নাই। "বামুন গেল ঘর তবে লাঙ্গল তুলে ধর" এই চিরপ্রথার অন্যাচরণ করিয়া তাহারা মহাপাতকী হইতে পারে না। তাই তারাচরণ বাবুর অনুপস্থিত উপলক্ষে তাহারা তাহাদের ভালবাসার লোকেদের

সঙ্গে একটু দেখা সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে এখনও ফেরে-নাই। তারাচরণবাবু এই এক এক ব্যাটা লাঠিয়ালের কুঁড়ে-মির খোরাক, দুইবেলা দুইকাঠা চালের ভাত মাপিয়া আসিতে-ছেন, উদ্দেশ্য সময়ে কার্য্য পাইবেন। যাহা হউক তিন জন লাঠিয়াল বাটিতে উপস্থিত ছিল, তাহারা তখন, "কৈ হায়রে আও শালা লড় যাও" ইত্যাদি আস্ফালন করিয়া গোঁফে চাড়া দিয়া বাহির হইল। রামাও একখানি বাঁক হস্তে তাহাদের সহিত যোগদান করিল। তখন উভয়দলে খুব লড়াই চলিতে লাগিল। উভয়দলেই দুজন খেলোয়াড় ছিল, তাহাদের ভীষণ গদকাখেলা চলিতে লাগিল। বাকি সকলে এলোধাপাড়ি পেটা পিটি করিতে লাগিল। দস্যুদল এরূপ ক্ষিপ্রহস্তে লাঠি চালাইতেছিল যে লাঠিয়ালেরা আত্মরক্ষা ব্যতীত প্রতিঘাত করিবার অবসর পাইতেছিল না। একজন দস্যু আহত হইয়া একধারে গিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, রামা অবসর বুঝিয়া তাহার মস্তকে এরূপ সজোরে এক বাঁক বসাইয়া দিল যে দস্যু নিঃশব্দে সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে অপর একজন দস্যুর লাঠির আঘাতে রামা ধরাশায়ী হইল। দেখিতে দেখিতে একজন লাঠিয়ালও যখম হইয়া পড়িল। এক্ষণে তিনজন দস্যু দুইজন লাঠিয়ালকে ভীমবেগে আক্রমণ করিল এবং লাঠিয়াল দুইজন শীঘ্রই দস্যুহস্তে আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। নীচে যখন এই ব্যাপার চলিতেছিল তখন উপরে অপর দুইজন দস্যু লীলাবতীকে লইয়া পলাইতেছিল। মেনদা প্রথমে দস্যুদিগকে অনেক গালাগালি করিল, পরে লীলাবতীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনেক কাতরোক্তিও করিল, কিন্তু যখন

দেখিল যে তাহারা তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না তখন সে নিতান্ত অবলার ন্যায় "ওগো আমাদের কি হ'লো গো" বলিয়া বালিসে মাথা না কুটিয়া দ্রুতপদে রান্নাঘরে আসিল এবং একখানি বৃহৎ বঁটি লইয়া সেই পলায়নপর একজন দস্যুর পায় "জয় মা কালী" বলিয়া এরূপ আঘাত করিল যে দস্যু তৎক্ষণাৎ "বাপ রে" শব্দে ধরাশায়ী হইল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না, অপর দস্যু একাই লীলাবতীকে লইয়া পলায়ন করিল। অপর চারিজন দস্যু আহত এবং মৃত সঙ্গী-দিগকে বহন করিয়া লইয়া পলায়ন করিল।

পরদিন প্রাতে চাটুয্যে মশাই, চক্রবর্ত্তী মশাই প্রভৃতি অনেকে, কেহ বা নাতীর হাত ধরিয়া, কেহ বা ছেলে কোলে করিয়া গত রাত্রে তারাচরণের বাটিতে কিসের গোলযোগ হইতেছিল জানিতে আসিলেন, কিন্তু মেনদা "সে আমাদের ঝড়ী নয়" বলিয়া তাঁহাদের বিদায় করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তারাচরণবাবু যথাসময় রাণীগঞ্জে তাঁহার কয়লার খনিতে উপস্থিত হইলে তাঁহার ম্যানেজার যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সস-ম্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পূর্ব্বে খবর না পাঠাইয়া হঠাৎ আসিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ম্যানেজারের কথা শুনিয়া তারাচরণ বাবু সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত তাঁহার মুখের দিকে কিয়ৎকাল তাকাইয়া রহিলেন। পরে জামার পকেট হইতে একখানি টেলিগ্রাম বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। যোগেন্দ্র-নাথ টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া সমধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

বলিলেন "আমি তো ইহার কিছুই জানিনা।" তখন অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগকে তলব হইল এবং সকলকেই টেলিগ্রামের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু কেহই কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। তারাচরণ বাবু তখন অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন, এইরূপ টেলিগ্রাম পাইবার তাৎপর্য্য কি সে বিষয় কিছুই ধারনায় আনিতে পারিতেছেন না। ষ্টেশনে যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে তখন তিনি সেখানে আর কাল বিলম্ব না করিয়া ম্যানেজারের সহিত ষ্টেশনে আসিলেন, কিন্তু সেখানেও তদন্তে বিশেষ কিছুই জানিতে পারিলেন না। একজন সিগ্‌নেলার বলিল যে "একজন বৃহৎ দাড়িবিশিষ্ট বাবু এই তার করিয়া গিয়াছিলেন।

বৃহৎ দাড়িবিশিষ্ট ব্যক্তিকে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ তারাচরণবাবুর মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতন কি একটি সন্দেহ চমকাইয়া উঠিল! তিনি সেই তারিখেই পাঞ্জাব মেলে বাটি ফিরিতে মনস্থ করিয়া ম্যানেজারকে বিদায় দিলেন। তারাচরণবাবু গাড়িতে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে নিশ্চয় কোন বিপদ ঘটিয়াছে—এ দাড়িবিশিষ্ট ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না। সে আমার চিরশত্রু। আমাকে স্থানান্তরিত করিয়া কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য এই টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিল। নক্ষত্রবেগে পাঞ্জাব মেল ছুটিয়াছে, তবু তারাচরণের মনে হইতেছে গাড়ি অতিশয় আস্তে চলিতেছে, তাঁহার উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল।

তারাচরণ বাবু, বাটি পোঁছাইলে মেনদা কাঁদিতে কাঁদিতে

তাঁহাকে সকল ঘটনা বলিল। হরিদাসীও কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। তারাচরণ মেনদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দস্যুরা বোধ হয় জিনিস পত্র কিছুই লইয়া যায় নাই"। মেনদা বলিল "না কিছুমাত্র নয়, কেবল লীলাবতীকে লইয়া গিয়াছে।" তারাচরণ সমস্তই বুঝিলেন, তিনি আর দ্বিতীয় কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আপন কক্ষে আসিয়া বসিলেন, নানা চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"One by one thy griefs shall meet thee
Do not fear an armed band"

Adelaide Anne Procter.

এক বৃহৎ ভগ্নাট্টালিকার একটি গুপ্ত গৃহে এক নবীনার ধূলি ধূসরিত দেহলতা ধরাতলে পড়িয়া লুটাইতেছিল। কে তাহার এ দশা করিল, তাহার উদ্দেশ্যই বা কি, সে তাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে, এই সকল চিন্তা-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে নবীনার হৃদয়তন্ত্রী সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছিল। এ নবীনা কে তাহা কি বলিতে হইবে? পাপিষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ আমাদের লীলাবতীকে এই ভগ্নাট্টালিকা মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। লীলাবতীর আহার নাই, নিদ্রা নাই, আছে কেবল চিন্তা। কিন্তু সে চিন্তা আর করিতে পারে না। তাহার পিতার মৃত্যুতে সে দুঃখসাগরে ভাসিয়াছিল জানিত, এক্ষণে আবার মহাসাগরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ধূলিশয্যা ত্যাগ করিয়া লীলাবতী সেই গুপ্ত গৃহের এক গবাক্ষে আসিয়া

বসিল—আবার সেই চিন্তা। একটি নারিকেল বৃক্ষে একটা চিল বসিয়া রহিয়াছে, দেখিয়া তাহার মনে হইল চিলেরা কেমন সুখী তাহাদের কোন চিন্তা নাই।

চিন্তা নাই কাহার, সকলেরই চিন্তা আছে, তবে প্রভেদ এই, যিনি যোগী তিনি জগন্নাথ চিন্তা করিয়া থাকেন এবং যিনি পেটুক তিনি পেটের চিন্তা করিয়া থাকেন। চিলেরও চিন্তা আছে। তবে তাহার চিন্তা অন্যরূপ। চিল বোধ হয় চিন্তা করিতেছিল যে, সে কতক্ষণে খাবারের ঠোঙ্গা হস্তে একটি অসাবধানি বালককে দেখিতে পাইবে। দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন, চিল আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু লীলাবতী সেই চিলের কথাই ভাবিতেছে। আহা সে যদি চিল হইত তাহা হইলে কেহ তাহাকে ধরিতে পারিত না। কেহ ধরিতে পারিত না তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। মানুষের সকল জিনিসেই প্রয়োজন আছে—আমরা অনেক নৎপরা চিল দেখিয়াছি। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল তথাপি লীলাবতীর চিন্তার বিরাম নাই। এই সময় হঠাৎ সেই ঘরের দ্বার উন্মোচন করিয়া প্রদীপ হস্তে এক বৃদ্ধা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং লীলাবতীর নিকটে আসিয়া বলিল "ওমা তুমি এখনও খাওনি যে।"

বৃদ্ধার কথায় লীলাবতী কোনও উত্তর করিল না। তখন বৃদ্ধা আবার বলিল "অনেক রাত্রি হইয়াছে খেয়ে নাওনা মা! সেই সকালে খাবার দিয়ে গিছি তুমি এখনও খাওনি।"

লী। আমার খেতে ইচ্ছা নাই, আমি কিছু খাব না।

"আচ্ছা ইহারা আমাকে ধরিয়া আনিলেন কেন, আমি ইহাদের কি করিয়াছি?"

বৃ। তোমার পোড়া কপাল মা, নইলে এই দস্যুদের হাতে পড়বে কেন। আহা তোমার মাকে আমি কত ক'রে মানুষ করেছিলাম।

বৃদ্ধার মুখে তাহার মার কথা শুনিয়া সবিশেষ জানিবার জন্য লীলাবতীর অত্যন্ত কৌতূহল জন্মাইল এবং তৎসমুদয় তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য বৃদ্ধাকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। বৃদ্ধা বলিল, "সে অনেক কথা মা, আচ্ছা তুমি আগে খেয়ে নাও, আমি যাহা জানি তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি।" লীলাবতী আহার করিয়া লইলে বৃদ্ধা বলিল "তবে শোন—"৺হীরালাল বসু তোমার পিতামহ জানত? লীলাবতী বলিল "আমি পিতা ব্যতীত আর কাহাকেও জানিনা।" বৃদ্ধা বলিল "ওমা তুমি যে কিছুই জাননা, তবে চুপি চুপি বলি শোন, আরও কাছে স'রে এস।" লীলাবতী কাছে সরিয়া আসিলে বৃদ্ধা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল—"তোমার পিতামহ জমিদার ৺হীরালাল বসুর মতিলাল এবং পান্নালাল নামে দুটি পুত্র ছিল। তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র মতিলালের কন্যা এবং কনিষ্ঠ পান্নালাল এখানকার বর্ত্তমান জমিদার। এই বাটী—তুমি এখন যেখানে আবদ্ধ রহিয়াছ ইহা তোমার পূর্ব্বপুরুষদের বাগান বাটী ছিল এবং এই শশাঙ্কশেখর সর্ব্বজ্ঞ যে তোমায় ধরিয়া আনিয়াছে, সে তোমার পিতামহের অনুমতি লইয়া বহু-কালাবধি এই বাটীতে বাস করিতেছে। লোকে জানে আমি সর্ব্বজ্ঞের পিসি, কিন্তু সে সকল মিছা কথা। আমি—৺কাশীধামে

ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা বালবিধবা। একদিবস মণিকর্ণিকার ঘাটে আমি এই ব্যক্তির নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, এই সর্ব্বনেশে লোক প্রথমে আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিল এবং তাহার পর আমাকে বলিল যে তুমি এখানে ভিক্ষা করিয়া বেড়াও কেন। আমার সঙ্গে চল। লক্ষ্মী সরস্বতী নামে আমার দুইটি ভাগিনেয়ী আছে, তাহাদের মা বাপ কেহ নাই তুমি, তাহাদের মানুষ করিবে এবং আমার কালীপুজার উদ্যোগ আয়োজনাদি করিয়া দিবে, তাহাতে তোমার পুণ্য সঞ্চয়ও হইবে এবং আর এই উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে না। জগতে মানুষ চেনা বড় কঠিন, আমি ইহার মিষ্ট কথায় ভুলিলাম, ভাবিলাম যুক্তি মন্দ নহে, সুতরাং কোন আপত্তি না করিয়া উহার সহিত এখানে আসিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া ক্রমে জানিতে পারিলাম যে এই সর্ব্বজ্ঞ একজন বদমায়েসদের সরদার। জাল, জুয়াচুরি ও ডাকাতি উহার পেশা। এই সকল দেখিয়া আমি এখানে থাকিতে চাহিলাম না। কিন্তু উহারা আমাকে একরকম নজর বন্দিতে রাখিয়াছে। কিছুদিন পরে আরও জানিলাম যে, লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিতও উহার কোন সম্বন্ধ নাই। আমিও উহার যেরূপ পিসি, তাহারাও সেইরূপ ভাগিনেয়ী। সর্ব্বজ্ঞ ঐ মেয়ে দুটিকে বাল্যাবস্থায় চুরি করিয়া আনিয়াছিল। উহার মধ্যে যেটি বয়োজ্যেষ্ঠ সেটিকে কলিকাতা হইতে এবং অপরটিকে মুরশিদাবাদ হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল। বালিকা দুইটি দেখিতে পরমা সুন্দরী ছিল। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদাই তান্ত্রিক কার্য্যকলাপ এবং ভূতনামান ব্যাপার লইয়া

থাকিত এবং ঐ মেয়ে দুইটি তাহার ঐ সকল কার্য্যে সহায়তা করিত। পূর্ব্বে অনেক লোক ঐ সকল কৌতুক দেখিতে এবং শিক্ষা করিতে উহার নিকট আসিত। তুমি এক্ষণে যাহারআশ্রয়ে ছিলে ঐ তারাচরণ এবং তোমার পিতা উভয়ে অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। তাহারাও সর্ব্বজ্ঞের নিকট ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করিতে নিত্য আসিত। কিন্তু এইরূপ আসা-যাওয়া করিতে করিতে ঐ মেয়ে দুইটি বন্ধুদ্বয়ের নয়ন পথের পথিক হইল। ক্রমে লক্ষ্মীর সহিত তোমার পিতার ও সরস্বতীর সহিত তারাচরণের ভালবাসা জন্মাইল। এই সকল ব্যাপার সর্ব্বজ্ঞ জানিতে পারিলে,সে ঐ বন্ধুদ্বয়কে তাহার নিকট আসিতে নিষেধ করিয়া দিল। কিন্তু নিষেধ করিলে কি হইবে ভালবাসা তখন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। লক্ষ্মী সরস্বতী একদিবস সুযোগ বুঝিয়া সর্ব্বজ্ঞের কবল হইতে পলায়ন করিয়া তারাচরণের বাটীতে উপস্থিত হইল। এই বন্ধুদ্বয় যৌবনের প্রবল দোষে আক্রান্ত হইয়া ঐকন্যা দুইটিতে এরূপ আসক্ত হইয়াছিল যে, তাহারা কোনরূপ বাধা বিঘ্ন মানিল না, জাতি বিচার করিল না। পরন্তু পুরোহিত আনাইয়া যথা রীতি ঐ যুবতীদ্বয়ের পানিগ্রহণ করিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কন্যা দুইটি সদ্বংশীয় কায়-স্থের কন্যা, ইহা আমি সর্ব্বজ্ঞের নিকট অনেক বার শুনিয়াছি। তারাচরণের পিতার অনেকদিন মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার মাথার উপর কেহ ছিলনা। আপনি আপনার কর্ত্তা, সুতরাং কোন গোলযোগ হইল না। কিন্তু তোমার পিতামহ পুত্রের এই আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন এইরূপ পুত্রের মুখ দর্শন করিবেন না, সুতরাং তোমার পিতা তোমার মাতাকে

লইয়া তারাচরণের ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে বাৎসল্যের প্রভাবে পরাজয় মানিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া বাটী লইয়া যাইতেন। এইরূপে কিছুকাল কাটিলে পর, একদিবস আর এক দুর্ঘটনা ঘটিল। তোমার পিতামহীর গহনা, জহরতাদি হঠাৎ একদিবস চুরি গেল। অনেক অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, পুলিসে খবর দেওয়া হইল কিন্তু কোনও সন্ধান পাওয়া গেলনা। অবশেষে তোমার পিতামহ একদিন সর্ব্বজ্ঞের নিকট গণাইতে গেলেন। সর্ব্বজ্ঞ অনেক তুক্‌তাক্ ও গণনা করিয়া বলিল যে তোমার মা ঐ সকল জহরতাদি চুরি করিয়া তারাচরণের বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছে। তখন তারাচরণের বাটী অনুসন্ধান করায় সেই সকল গহনা তোমার মার ঘর হইতে বাহির হইল। তোমার মা বলিল সে ইহার কিছুই জানেনা, কিন্তু লোকে সে কথা বিশ্বাস করিল না। তোমার খুড়া বলিল যে, তোমার পিতার অনেক দেনা ছিল সুতরাং তাঁহার টাকার প্রয়োজন তিনিই তোমার মাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মতি বলিল যে, তোমার মা কখন চুরি করে নাই অথবা তিনি শিখাইয়া দেন নাই, ঐ সমস্ত সর্ব্বজ্ঞের ভীষণ প্রতিশোধ। তারাচরণের ও সেই বিশ্বাস কিন্তু প্রমাণাভাব। এই চুরী অপবাদের অপমানে এবং দুঃখে ও ক্ষোভে তোমার মাতা শীঘ্রই শয্যাশায়ী হইল এবং ক্রমে পীড়া কঠিন হইতে লাগিল। পরে ডাক্তারের পরামর্শানুসারে তোমার পিতা তোমার মাতাকে লইয়া দেশান্তরে গমন করিল। মতিলালের সকল খরচ তারাচরণ বরাবর যোগাইত।" মতিলাল

দেশত্যাগী হইলে তোমার পিতামহের পুত্রবিচ্ছেদে মনঃপীড়ার সঞ্চার হইতে লাগিল ও কিছুদিন পরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইল এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে তোমার পিতামহীও পতির অনুসরণ করিলেন। মুঙ্গেরে তোমার পিতা অনেক দিন ছিলেন, তুমি সেইখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। কিন্তু তোমার মাতার যক্ষ্মা রোগ হইয়াছিল। কিছুতেই উহা আরোগ্য হইল না, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। সর্ব্বজ্ঞের সর্ব্বত্রেই গতিবিধি আছে, তোমার যখন দুই বৎসর বয়স তখন তোমার মাতার মৃত্যু হয়। একদিন তোমার পিতা তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া যখন গঙ্গাতীরে বেড়াইতে ছিলেন, সেই সময় সর্ব্বজ্ঞের সহিত হঠাৎ তাহার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু সেই অবধি তোমাকে লইয়া মতিলাল যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়াছিল সে খবর কেহই জানিত না এবং তোমার অস্তিত্ব এই সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত আর কেহ জানিত না। আজ ১২।১৩ বৎসর হইতে চলিল, মতিলালের কোনও সংবাদ না পাওয়ায় সকলেই জানিয়াছিল, যে তোমার পিতা মারা গিয়াছে। তাহার পর এক সময় তোমার খুড়ার মরণাপন্ন পীড়া হইলে তোমার এক পিস্‌তুতো ভাই সর্ব্বজ্ঞের নিকট আসিয়া বলিল যে ছোট মামার যেরূপ পীড়া তাহাতে তাঁহার বাঁচিবার কোনও আশা নাই। ছোট মামা মরিলে মামাদের বংশে কেহ বাতি দিতে থাকিবে না। সুতরাং বিষয়াশয় সকলই আমার কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ তাহাকে বলিল যে ঘটনা ঠিক তাহা নয়, মতিলালের এক কন্যা আছে সেই বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। এই কথা শুনিয়া তোমার ভাই কিছু দমিয়া গেল এবং সে

যাহাতে বিষয় পায় সেই সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞের সহিত প্রত্যহ পরামর্শ করিতে এখানে আসিতে লাগিল। এক্ষণে এক দিবস ঐ ব্যক্তি তোমাকে তারাচরণের বাটিতে দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞকে সংবাদ দিল এবং সর্ব্বজ্ঞ লোক দিয়া তোমায় ধরিয়া আনিয়া এইখানে রাখিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞের স্বার্থ তোমার পিস্তুতো ভাই বিষয় পাইলে সে উহাকে দশহাজার টাকা দিবে বলিয়াছে।

আর এক ঘটনা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, তোমার পিতা দেশত্যাগী হইবার প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পরে তারাচরণের এক কন্যা হয়। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন তারাচরণের স্ত্রী সরস্বতী কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, সেই অবধি তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে তোমাকে কোথাও চালান করিয়া দিতে পারিলে অথবা মারিয়া ফেলিতে পারিলে তোমার পিস্তুতো ভাই নিষ্কণ্টকে বিষয় ভোগ করিতে পারে।" বৃদ্ধা জানিত ইহারা লীলাবতীকে দুই এক দিনের ভিতর মারিয়া ফেলিবে সেইজন্য এই সকল গুপ্ত কথা লীলাবতীর নিকট বলিতে সাহসী হইয়াছিল।

লীলাবতী কোন কথার প্রতিবাদ না করিয়া এতক্ষণ নিস্তব্ধে সমুদয় শুনিতেছিল, ভয় পাছে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে অন্য কথা আসিয়া পড়ে। সে যাহা জানিবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছিল, আজ তাহা জানিতে পারিল। কিন্তু সে এক্ষণে দস্যুকবলে, তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন। তবে এক্ষণে মরিতে তাহার সাহস আছে, তাহার জীবন বৃত্তান্ত না জানিতে পারিলে হয়তো

সে মরিতে পারিত না। লীলাবতী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভগবন! তুমি খাঁড়ার ঘায় আমার প্রাণের কাঁটা তুলিতে বাসনা করিয়াছিলে। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক— আমি অবলা দস্যুকবল হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থা।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"A wounded hare takes no nap"

লীলাবতী হরণের গ্রন্থকার কে এবং উদ্দেশ্যই বা কি, ইহা বুঝিতে তারাচরণের বিলম্ব হইল না। কিন্তু এক্ষণে কি উপায়ে লীলাবতীকে রাক্ষসের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবেন তাহাই তাঁহার ভাবনার বিষয়। অধিক বিলম্ব হইলে জীবন নাশের সম্ভাবনা আছে। তিনি সর্ব্বজ্ঞকে বিশেষরূপে জানিতেন, সে যেরূপ ভীষণ প্রকৃতির লোক তাহাতে তাহার অকরণীয় কার্য্য কিছুই নাই। তারাচরণ স্থির বুঝিয়াছিলেন যে এরূপ স্থলে কালক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু কি উপায়ে তিনি লীলাবতীকে দস্যু কবল হইতে উদ্ধার করিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতে ছিলেন না। তিনি পুলিসে যথারীতি জানাইয়া আসিয়াছেন, কলিকাতা হইতে দক্ষ গোয়েন্দা আসিয়া এই ডাকাতি ব্যাপারের অনুসন্ধান করিবে এইরূপ ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু তিনি পুলিশের ভরসায় স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহার মনে হইতেছিল যে তিনি একবার লুকাইয়া রাত্রে সর্ব্বজ্ঞের আড্ডায় সন্ধান করিয়া আসেন, কিন্তু

এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিৎ কি না তাহাই সমস্ত দিন ভাবিতে ছিলেন।

"সময় কিন্তু কাহারও দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহার সুবিধার জন্য অপেক্ষা করে না। টং টং শব্দে তারাচরণের ঘড়ি জানাইল রাত্রি দশটা। তারাচরণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, আপন আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "যা করেন শ্রীহরি।"

"আমি আজ এই অসীম সাহসের কার্য্য করিব, যদি পাপাত্মাদের হস্তে আমার জীবনলীলার অবসান হয় জানিব যে আমার কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করি নাই। যে আমার আশ্রিত—সে আমার রক্ষণীয়"। পরে তারাচরণ তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া কটিদেশে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাঁধিয়া লইলেন এবং দুইটি পিস্তল (Revolver) ঠাসিয়া লইয়া অঙ্গরাখার মধ্যে রাখিলেন। তাহার পর কাহাকেও কিছু না, বলিয়া জগৎপিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে নিঃশব্দে বাটী হইতে বাহির হইলেন।

অমাবস্যার রজনী, তাতে আবার বর্ষাকাল, সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, রাস্তা সকল কর্দ্দমময় এবং পিচ্ছিল হইয়াছে। তারাচরণ দুই তিনবার পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেলেন। চারিদিকে কেবল অন্ধকারের রাজ্য, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল আকাশমার্গে এক একবার সৌদামিনী দেবী ক্রীড়ার ছলে জানাইয়া দিতে ছিলেন "যে পান্থ! অন্ধকার দেখিয়া চিন্তা কর কেন, আমি তোমায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি।"

তারাচরণ ভাবিতেছিলেন তিনি যে কার্য্যে চলিয়াছেন হয়ত নরাধমদের হস্তে তাঁহার মানবলীলা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। তিনি ভাবিতেছিলেন যে এই সর্ব্বজ্ঞ নিরেট মূর্খ নয়, তাহার শিক্ষা উৎকৃষ্ট, সে সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত। উহার নিকট এক সময় যে সকল নীতি বাক্য শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় লোকটা জ্ঞানী। কিন্তু জ্ঞানীলোকের এরূপ পৈশাচিক প্রবৃত্তি কেন? ঈশ্বরের মহিমা বুঝা কঠিন। এই রূপ কত কি চিন্তা করিতে করিতে তারাচরণ সর্ব্বজ্ঞের আড্ডা সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি সেই অট্টালিকার চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া সেখানকার অবস্থাটা দেখিয়া লইলেন। যে দিকে ভাগাড় ছিল তথায় তিনি উপস্থিত হইবা মাত্র শৃগাল কুকুরগুলা ভীতিব্যঞ্জক চীৎকার করিতে করিতে পার্শ্বস্থিত বনমধ্যে পলায়ন করিল।

সেই ভগ্নাট্টালিকার ভিতর প্রবেশ লাভ করিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তারাচরণ অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিক অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। অনেক দূর হইতে তারাচরণ দেখিলেন যে এক স্থানে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সাহসে ভর করিয়া আরও নিকটে গিয়া দেখিলেন যে সেখানে এক কালীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং সেই দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া এক বৃদ্ধা দেবীপূজার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিতেছে। তারাচরণ আরও দেখিলেন অদূরে সেই দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে একটা হাড়কাট পোঁতা রহিয়াছে। সে স্থানে অধিক বিলম্ব না করিয়া তিনি লীলাবতীর সন্ধানে সেই অন্ধকারে

চারিদিকে অতি সাবধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ এক স্থানে একটি ঘরের মধ্যে মানুষের অস্ফুটধ্বনি শুনিয়া তিনি সেইখানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া শুনিলেন, একজন অপর ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল "হ্যাঁ হে, হ'রে ব্যাটা গেল কোথায়?" অপর ব্যক্তি বলিল "সে সেই ছাগল ছানাটাকে খাবার দিতে গিয়াছে"! তখন প্রথম ব্যক্তি বলিল "আহা আমাদের সর্ব্বজ্ঞের কি দয়ার শরীর দেখিয়াছ, এখনি সেটাকে নিকেশ করিবেন—তবে আবার খাবার দেওয়া কেন।

দ্বিতীয়। দেখ ভাই আমরা যেন এখানে এক একটি ব্যাঙ হইয়া আছি।

প্রথম। ব্যাঙ কিরে বেটা, এমন হাত পা ওয়ালা মানুষ।

দ্বিতীয়। আরে ব্যাঙ নয়ত আর কি, পুকুরে পদ্ম ফোটে, ভোমরা ব্যাটারা কোন দূরদেশ থেকে এসে মধু লুটে নিয়ে যায়, আর ব্যাঙ ব্যাটারা দিন রাত সেই পুকুরে আছে, কিন্তু মধু ছোঁবার উপায় নাই। কেবল কেঁ কোঁ ডেকে মরছে। অমন দুই দুইটা পদ্ম ফুটে উঠলো, অমনি কোথা থেকে তারাচরণ ভোমরা, মতিলাল মৌমাছি আসিয়া লইয়া গেল। আরে দুঃখের কথা ব'লব কি সে দিন সর্ব্বজ্ঞ ব্যাটা আমাকে মেয়েটার রূপটা পর্য্যন্ত বর্ণনা করতে দিলে না, আহা বেটা কিনা অমন চাঁদপানা মেয়েটাকে মার কাছে বলি দেবে। তারাচরণ শিহরিয়া উঠিলেন, তিনি এক্ষণে হাড়কাট পোতার উদ্দেশ্য বুঝিলেন।

প্রথম। রূপ বর্ণনা করিয়া তোমার কি লাভ হইত বলদেব?

দ্বিতীয়। কি লাভ হইত এটা আর বুঝিতে পারিলে না, মানুষের খুব শোক তাপ হইলে খানিকটা কাঁদিয়া ফেলিতে পারিলে যেমন অনেকটা শোকের লাঘব হয়, তেমনি তুমি যাহার রূপানলে দগ্ধ হইতেছ তাহার রূপ বর্ণনা করিতে পারিলেও তোমার কতকটা রূপতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হইতে পারে। সম্ভোগ অনেক প্রকারে হইয়া থাকে। কাহার বাগানে একটি গোলাপ ফুল ফুটিলে পথিক উহার সৌন্দর্য্য দর্শনে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন, সেই বাগানের মালী বেটা উহার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, আর বাগানের মালিক যিনি তিনি উহা স্পর্শ করিয়া অর্থাৎ ফুলটিকে বৃক্ষচ্যুত করিয়া কখন বটনহোলে (Buttonhole) কখন বা শয্যা শীয়রে রাখিয়া আপনার তৃপ্তিসাধন করেন এবং পরদিন মধুহীন বাসি ফুল বলিয়া ফেলিয়া দেন।

প্রথম। ও বেটার কি মেধা দেখেছ।

দ্বিতীয়। তোমরা যদি আমার সহায়তা কর তাহা হইলে আমি কন্যাটিকে লইয়া আজি রাত্রে দেশে পলাইয়া যাই। মেয়েটাক কেটে ফেলবে ইহা আমার অসহ্য বোধ হইতেছে।

প্রথম। তুই মেয়েটাকে নিয়ে কি করবি ?

দ্বিতীয়। কেন দেশে গিয়া উহাকে লইয়া ঘরসংসার পাতাইব, গতর খাটাইয়া সৎপথে থাকিয়া রোজকার করিব, খুদকুড়া যাহা যুটিবে খাইব। আমার এ সকল পাপ বৃত্তি আর ভাল লাগে না।

প্রথম। দেখেচ হে পটল চেরা চোখের আর ~~পান~~-পানা মুখের মহিমা কেমন। ইহাদের জন্য মানুষ চুরি, ডাকাতি, খুন-

খারাপি সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে, আবার সম্প্রতি আমাদের বলদেবকে সাধু করিয়া তুলিয়াছে। তখন অপর এক ব্যক্তি বলিল "ওহে বাবু! একি তোমার মঙ্গলা গাই যে খুদকুড়ায় সারিয়ে ও সকল হ'লো ঘোড়দৌড়ের অশ্বিনী, জাপেল খাওয়াতে হবে, মতিচুর খাওয়াতে হবে, আর তুমি যা মনে করেছ গতর খাটাইয়া খাইবে সে সকল হবে না, রাঙ্গা পায়ের নাতি খেতে খেতে তোমার গতর চূর্ণ হয়ে যাবে, তখন গতর আর বহিবে না। আমি বলি ও পাপ কেটে ফেল্লেই নিশ্চিন্দি"।

তারাচরণ বাজে কথা চলিতেছে দেখিয়া সেখানে আর বিলম্ব না করিয়া লীলাবতীর সন্ধানে উপরে চলিলেন। অতি সাবধানে সিঁড়ি বাহিয়া তিনি উপরে উঠিলেন। তারাচরণ ছাদের উপর আসিয়া দুই এক পা মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় যে ব্যক্তি লীলাবতীকে খাবার দিতে আসিয়াছিল, সে ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজায় তালা বন্ধ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু দূরে এক মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে ওখানে।" তারাচরণ বিপদ বুলিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পুনরায় সেই সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া গেলেন। এ দিকে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোনও উত্তর না পাইয়া লোকটাকে দেখিবার জন্ম তাড়াতাড়ি সিঁড়ির নিকট আসিল এবং এক ব্যক্তিকে পলাইতে দেখিয়া তাহাদের সঙ্কেত বাক্যে চীৎকার করিয়া বলিল "জালে মাছ, পড়িয়াছে—হুঁসিয়ার।" সেই ব্যক্তির চীৎকারে তখন সেই ঘরের লোকসকল ও সর্ব্বজ্ঞ সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তারাচরণ প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, যে মস্ত বাড়ি, তিনি কোনখানে লুকাইয়া

পড়িবেন; কিন্তু উপরের সেই ব্যক্তি বরাবর তাঁহার পশ্চাতে আসাতে তিনি লুকাইবার অবসর পাইলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার অনুসরনকারী দস্যুর দিকে ফিরিয়া তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাতে যদিও দস্যু কিছু থতমত খাইয়া গেল এবং তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না, কিন্তু এই অবসরে অপর দস্যুসকল এবং সর্ব্বজ্ঞ তথায় আসিয়া পড়িল। তারাচরণ আপনার বিপদ অনুভব করিয়া একটি দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই হস্তে দুইটি পিস্তল ধরিয়া দস্যুদিগের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "সাবধান! যে একপদ অগ্রসর হইবে তাহারি মাথার খুলি উড়াইয়া দিব।" তখন জলদগম্ভীরস্বরে সর্ব্বজ্ঞ চীৎকার করিয়া বলিল "কি! বাঘের গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তুই কি ভাবিয়াছিস্ পুনরায় প্রাণ লইয়া পলাইবি, তাহা কখনই হবে না।" এই বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ তাহার হস্তস্থিত লাঠি তারাচরণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উত্তোলন করিল এবং সেই অবসরে চারিদিক হইতে চারি পাঁচ জন দস্যু তারাচরণের উপর লাফাইয়া পড়িল। তারাচরণের হাতের পিস্তল হাতে রহিল, তাহারা তাঁহাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সর্ব্বজ্ঞ তখন গর্জ্জন করিয়া বলিল "তারাচরণ তোমায় নিতান্ত যমে টানিয়াছে, তাই তুমি লীলাবতীকে উদ্ধার করিতে ব্যাঘ্র বিবরে প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছিলে। তুমি আর মতিলাল আমার পরম শত্রু, কিছু প্রতিশোধ লইয়াছি—কিন্তু তাহাতে আমি তৃপ্ত নই। ঐ যে হাড়কাট দেখিতেছ, আর একঘণ্টা পরে তোমায় উহাতে ফেলিয়া স্বহস্তে তোমার মস্তক ছেদন করিব। তাহার পর

তারাচরণকে উপরের ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়া সর্ব্বজ্ঞ কালীপূজা করিতে বসিল।
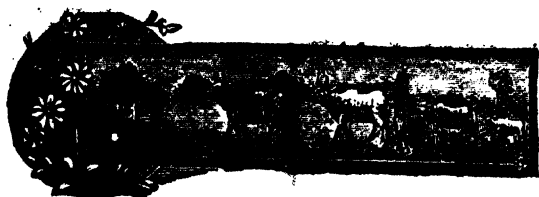
নবম পরিচ্ছেদ।

"In the dead of the night a woman I saw
whose footsteps impressed me with awe"

দস্যুগণ তারাচরণকে উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া, উপরে যথায় লীলাবতী আবদ্ধ ছিল—তথায় লইয়া চলিল। কিন্তু তাহারা উপরে পৌছাইলে আর এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। দস্যুগণ উপরে আসিয়া সাশ্চর্য্যে দেখিল—লীলাবতী সে ঘরে নাই। যে ব্যক্তি উপর হইতে তারাচরণের অনুসরণ করিয়াছিল সে, তাড়াতাড়িতে ঘরের তালাবদ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, লীলাবতীও তাহার এইভুলটি বৃথা নষ্ট হইতে না দিয়া মুক্তদরজা দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। দস্যুগণ চারিদিকে লীলাবতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু লীলাবতীকে কোথাও পাওয়া গেল না। তখন তাহারা সর্ব্বজ্ঞকে সমস্ত ব্যাপার জানাইল। লীলাবতী পলাইয়াছে শুনিয়া;. সর্ব্বজ্ঞ বিকট চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল, পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল "দেখ লীলাবতী পলাইয়াছে মানে, আমার দশটি হাজার টাকা মারা যাইতেছে

এবং তোমাদেরই অসাবধানতা বশতঃ যখন ইহা ঘটিয়াছে, তখন যেখান হইতে পার লীলাবতীকে ধরিয়া আনিতেই হইবে। সে স্ত্রীলোক তায় বালিকা, এখানকার পথঘাট কিছুই জানে না, যে পথেই যাকনা কেন, এই অন্ধকারময় অচেনা পথে এখনও অধিকদূর যাইতে পারে নাই। তোমরা সকলে এখনি চারিদিকে তাহার অনুসন্ধানে বাহির হও, নিশ্চয় সে শীঘ্রই ধরা পড়িবে। মায়ের কার্য্যে ব্যাঘাত নরাধম তারাচরণ এইসকল বিঘ্নের কারণ, তাহার রক্তে আজি সকল বাধা বিঘ্ন ধৌত করিব। এই বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ পুনরায় আচমন করিয়া পূজায় বসিল। দস্যুগণও তৎক্ষণাৎ লীলাবতীর সন্ধানে বাহির হইল। দস্যু হরিচরণ হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল "উপরে তারাচরণ রহিল, কিন্তু ঘরে চাবি দেওয়া হয় নাই।" সর্ব্বজ্ঞ বলিল "চাবি বন্ধ করিয়া যাও।" হরিচরণ চাবি বন্ধ করিতে গিয়া দেখিল, সেখানে চাবিও নাই তালাও নাই। সে এদিক ওদিক অনেক খুজিল কিন্তু কোথাও উহা মিলিল না। চাবি পাওয়া যাইতেছে না, একথা সর্ব্বজ্ঞকে বলিতেও সাহস করিল না। সে দেখিল তারাচরণকে উত্তমরূপে পিছমোড়া করিয়া বাঁধা হইয়াছে, উহা খুলিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তখন সে দরজাটি বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দস্যুগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চারিদিকে অনুসন্ধান করিল—কিন্তু লীলাবতীকে কোথাও পাওয়া গেল না, তখন তাহারা হতাশ হইয়া একে একে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বজ্ঞকে জানাইল যে লীলাবতীকে কোথাও পাওয়া যায় নাই। সর্ব্বজ্ঞ মাথায় হাত দিয়া

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিল পরে বলিল "মায়ের কার্য্যে যখন বাধা পড়িয়াছে, তখন আজ আর কোন হাঙ্গামে কাজ নাই— পরে বিবেচনা করিয়া যাহা যুক্তি হয় তাহাই করা যাইবে।" এই বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ অতিশয় বিষন্ন মনে নিদ্রার আরাধনায় তথা হইতে উঠিয়া গেল। রাত্রিও অধিক হইয়াছিল, দস্যুগণও স্ব স্ব স্থানে গিয়া শয়ন করিল। দস্যু হরিচরণ কেবল একবার উপরে যাইয়া দেখিয়া আসিল যে তারাচরণ ঠিক সেই ভাবে আছে কি না।

রাত্রি প্রায় তিন প্রহর। সর্ব্বজ্ঞের আড্ডার সকলেই নিদ্রা দেবির আরাম ক্রোড়ে বিস্মৃতির গর্ভে নিশ্চিন্ত আছে, কেবল নিদ্রা নাই তারাচরণের। তিনি ভাবিতেছিলেন একদিন তো মরিতে হইবেই, তবে কেন আমি দস্যুহস্তে মরিতে ভয় করিব। যাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া ছিলাম সে যখন দস্যু হস্ত হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে—তখন আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, তবে আমার মরিতে ভয় কি। আমার জীবন বিনিময়ে লীলাবতীর উদ্ধার হইবে, ইহাই জগৎ পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। এইরূপে যখন তিনি দস্যুহস্তে মরিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় খুট করিয়া একটু আওয়াজ হইল, তারাচরণ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন রুদ্ধ-দ্বার উন্মুক্ত হইল, তাহার পর দেখিলেন কে যেন অতি সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দস্যুরা বুঝি তাঁহাকে বলি দিবার জন্য লইতে আসিয়াছে। এই কথা স্মরণ মাত্রেই তাঁহার চক্ষু-পল্লব দুইটি আপনা হইতে পড়িয়া গেল। পুনরায় যখন তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন তখন দেখিলেন যে—একটী স্ত্রীমূর্ত্তী তাঁহার অতি নিকটে বসিয়া আছে। তাঁহার রোমাঞ্চ হইল—একি

প্রেতযোনি—কিন্তু তখনি চিনিলেন লীলাবতী। যে ব্যক্তি লীলাবতীকে খাবার দিতে আসিয়াছিল, সে যখন তারাচরণকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল লীলাবতী সেই সময় উন্মুক্ত দ্বার দেখিয়া কি ব্যাপার দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়া সমস্ত ঘটনা ছাদ হইতে দেখিল এবং সর্ব্বজ্ঞের কথায় ইহাও বুঝিল যে তারাচরণ বাবু দস্যুদের হস্তে বন্দি হইয়াছেন। হঠাৎ লীলাবতীর মনে এক অভিসন্ধি উদয় হইল, তখন সে আর কাল বিলম্ব না করিয়া সেই বৃহৎ অট্টালিকার এক নিভৃত স্থানে গিয়া লুকাইয়া রহিল। লীলাবতী বালিকা হইলেও শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ছিল। দস্যু যে চাবি তালা খুজিয়া পায় নাই—তাহার কারণ লীলাবতী পলাইবার কালে, উহা কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। লীলাবতীকে দেখিয়া তারাচরণ বলিলেন "তুমি এখনও এখানে রহিয়াছ, পলাইয়া যাও নাই।"

লীলা। আপনি বন্দী হইয়াছেন দেখিয়া আমি এই বাটীর একস্থানে লুকাইয়া ছিলাম। কিন্তু এখানে আর বিলম্ব করিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে, আসুন আমি আপনার বাঁধন সকল খুলিয়া দিই।

তারা। পাপিষ্ঠেরা যেরূপে আমায় বাঁধিয়াছে উহা খুলিতে হইলে রাত পোহাইয়া যাইবে। আমার কটিদেশে একখানি ছোরা আছে, উহাদ্বারা বাঁধন সকল শীঘ্র কাটিয়া ফেল। তখন লীলাবতী সেই অস্ত্রের সাহায্যে তারাচরণের বাঁধন সকল কাটিয়া দিল। তারাচরণ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া লীলাবতীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক অতি সন্তর্পণে নীচে নামিলেন এবং

খিড়কী দ্বার খুলিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে পলায়ন করিলেন।

এখনও একটুএকটু অন্ধকার আছে, ভালরূপ ফরসা হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞের পিসি একগাছি ঝাঁটা হস্তে উঠান ঝাঁটাইতে আসিয়া দেখিল যে, পূজার জিনিসপত্র সমুদয় সে যে অবস্থায় সাজাইয়া দিয়াছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই রহিয়াছে। ফুল, বিল্বপত্র, চন্দনাদি পূজার উপকরণ সকল তাম্রপাত্রেই সাজান রহিয়াছে, কালী পূজা হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞের পিসি গতরাত্রে পূজার আয়োজনাদি করিয়া দিয়া আপন কক্ষে গিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তাহার এই নরবলি দেখিতে ইচ্ছা ছিল না এবং বৃদ্ধবয়সে রাত্রিজাগরণও সহ্য হইত না। সেকালের কুম্ভকর্ণের নিদ্রার কথা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞের এই পিসির নিদ্রার কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না, সুতরাং সে বিষয় আমাদের একটু বলিতে হইবে। প্রথমত তিনি শুইয়া, বসিয়া, অথবা দাঁড়াইয়া সকল অবস্থাতেই ঘুমাইতে পারিতেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি একবার ঘুমাইলে তাঁহার কাণের কাছে জগঝম্প বাজাইলেও নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হইত না। অনেকে হয়ত বলিবেন দাঁড়াইয়া ঘুম এ আবার কি কথা; কিন্তু আমরা অনেককে দাঁড়াইয়া ঘুমাইতে দেখিয়াছি। পাঠ্যাবস্থায় এক বালক ক্লাসে ঘুমাইত বলিয়া শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে আসিয়াই তাহাকে বেন্‌চের উপর দাঁড় করাইয়া দিতেন কিন্তু একটু পরেই দেখা যাইত যে সে বালক বেশ ঘুমাইতেছে। চাকুরিতে আসিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সম্মুখে লেজার খুলিয়া রাখিয়া কলম হস্তে বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেন,

কিন্তু একবারও ঢুলিতেন না; সাহেব নিকটে আসিলে চক্ষু বুজান থাকিলেও জানিতে পারিতেন এবং তখন একখানি ব্লটিংপেপার লইয়া কত কালের পুরান লেখার উপর উহা ফেলিয়া ছাপিতে থাকিতেন। গত রাত্রের দাঙ্গাহাঙ্গামা, সর্ব্বজ্ঞের বিকট চীৎকার, সর্ব্বজ্ঞের পিসির নিদ্রায় কোনও ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারে নাই। তাই তিনি সকালে কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে ঝাঁটা গাছটি উঠানে ফেলিয়া উপরে চলিলেন। কিন্তু উপরে লীলাবতীকে দেখিতে না পাইয়া নীচে আসিলেন এবং সর্ব্বজ্ঞকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাল কি পূজা হয় নাই।" সর্ব্বজ্ঞ কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে ঘরের ভিতর হইতে বলিল "না না, কাল কিছুই হয় নাই"।

বৃদ্ধা। তবে সে মেয়েটি কোথায় গেল?

সর্ব্ব। মেয়েটি মন্ত্রের প্রভাবে মিস্‌সে হয়ে গেছে।

বৃদ্ধা। সে আবার কি?

সর্ব্ব। বিশ্বাস না হয় উপরে গিয়া দেখিয়া আইস।

বৃদ্ধা। আমি উপরে গিয়াছিলাম সেখানে কেহ নাই, ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে।

বৃদ্ধার এই কথায় সর্ব্বজ্ঞ একেবারে উন্মত্তের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল এবং গগনভেদী চীৎকার করিতে করিতে দুই তিন লম্ফে উপরে আসিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিল। সর্ব্বজ্ঞের চীৎকার ধ্বনিতে দস্যুগণ সকলেই জাগরিত হইল এবং দ্রুতপদে উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সর্ব্বজ্ঞ দস্যুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'বিশ্বাস ঘাতকতা, আমার সঙ্গে

দাগাবাজী, আচ্ছা থাক সব, ইহার প্রতিফল অচীরে পাইবে।” এই বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ নীচে নামিয়া আসিল এবং বৃদ্ধাকে বলিল “আর দেখচ কি এখনি এখান হইতে সরিয়া পড়, নতুবা পুলিশের লোক আসিয়া গ্রেপ্তার করিবে।” ইহার পর সে নিমেষের মধ্যে বাটীর পিছনের জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। দস্যুগণ ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চাহি করিতে লাগিল এবং একটু পরে তাহারাও সর্ব্বজ্ঞের পথ অনুসরণ করিল। বৃদ্ধাও পুনরায় কাশীধামে ভিক্ষা করিতে চলিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তারাচরণ বাবু থানায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত জানাইলেন। তাঁহার এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইলে, দারগা সাহেব তাহার উত্তরে একটি দীর্ঘ হাই তুলিয়া এবং সেই সঙ্গে আট নয়টি তুড়ি দিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ কি হয়েচে আপনার” ? তারাচরণ বাবু আবার তখন আদ্যোপান্ত পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন “এই সকল দস্যুদিগকে ধরিতে পারিলে তিনি পুলিশ কর্ম্মচারিদিগকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবেন”। তিনি জানিতেন পুলিশের সহিত বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে কোন কার্য্যই হইবে না, সেই জন্য পুরস্কারের কথা শুনাইয়া রাখিলেন। দারোগা সাহেবের কাণে এবার সকল কথা পৌঁছাইল এবং তখন তাঁহার আদেশক্রমে দোবে, চোবে, পাঁড়েজী, মহাপ্রভুগণ কোমর বাঁধিয়া গোঁফ চুমরাইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। তারাচরণ বাবু প্রাতঃকালে খবর দিয়াছিলেন, কিন্তু পুলিশ যখন ডাকাইত ধরিতে বাহির হইল তখন অপরাহ্ণ। সুতরাং তাহারা যখন সর্ব্বজ্ঞের

আড্ডায় আসিয়া "বাড়িমে কোন হ্যায়" ইত্যাদি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল, তখন তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে ভিতর হইতে কেহ আসিল না। দস্যুগণ বোধ হয় ততক্ষণ হুগলী জেলা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। সেই ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে চতুর্থ প্রহর ব্যাপি অনুসন্ধান চলিল, কিন্তু একটিও ডাকাইত মিলিল না। অবশেষে দুই তিনটি বোসপুরাণ মড়াড় মাথার খুলি ও কতকগুলা ছেঁড়া মাদুর এবং সেই দেবী-প্রতিমাকে লইয়া—পুলিশ তথা হইতে বিদায় হইলেন। পথে যাইবার সময় একটি গাছ তলায় এক-জন কাঠুরিয়াকে দেখিতে পাইয়া দোবে মহাশয় গিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল "তোম্ শালা ডাকু হ্যায় চল্ শালা থানামে।" কাঠুরিয়া বলিল "আমি ডাকাইত নই—আমি গরিব লোক কাট কাটিয়া খাই।" তাহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। পাড়েজী বলিল "শালা থানামে চল্, পিছাড়ি বুঝেঙ্গে তোম্ ডাকু হ্যায় কি নেহি।" এই বলিয়া পুলিশ মহাশয় তখন, সেই নির্দ্দোষী কাঠুরিয়াকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

যথা সময়ে সেই বোসপুরাণ মড়াড় মাথার খুলি দুইটি পোষ্টমর্টমে (Post mortem) পাঠান হইল, সেখানকার পণ্ডিত বর্গ কি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নই। পুলিশ এক্ষণে ডাকু ধরিয়াছেন, বলিয়া পুরস্কারের জন্য তারাচরণের কাছে আনাগোনা করিতেছেন। তারাচরণ বাবু ডাকাইত দেখিয়া বলিলেন যে, "এব্যক্তি ডাকাত নহে তিনি ইহাকে ডাকাতের দলে দেখেন নাই"। পুলিশ বলিল "এই ব্যক্তিই ডাকাইত—আপনি এক্ষণে পুরস্কার দিবার ভয়ে ইহাকে চিনিতে পারিতেছেন না।"

ডাকাতি মামলার দিন উপস্থিত হইলে পুলিশ সেই নিরীহ কাঠুরিয়াকে ডাকাইত বলিয়া খাড়া করিয়া দিল। দারগা সাহেব ভাবিতেছিলেন যে, এবারে তিনি নিশ্চয় ইনস্পেক্টর হইয়া যাইবেন, কিন্তু তারাচরণ বাবুর এজাহারে ডাকাইত সেবারকার মতন ফাঁসিকাষ্ঠের কবল হইতে রক্ষা পাইল এবং দারগা সাহেবের ইন্‌স্পেক্টর হওয়াও মুলতুবি রহিল।
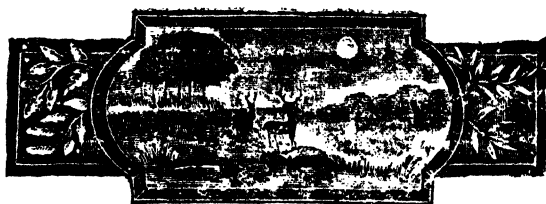
দশম পরিচ্ছেদ।

"Then raising her voice to a strain
The sweetest that ear ever heard"

Cowper.

আবার খিচুড়ী। লীলাবতী দস্যুহস্ত হইতে যে দিন মুক্ত-লাভ করিয়া পুনরায় তারাচরণ বাবুর বাটীতে পদার্পণ করিল, সেই দিবস অপরাহ্ণে—সে রন্ধনশালায় যাইয়া খিচুড়ী প্রস্তুত করিল। তবে এবারকার খিচুড়ী কিছু ভিন্ন প্রকারের। সে উৎকৃষ্ট পচ্চাভোগ চাউলের ভুনি খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়াছিল। ইন্দ্রালয়ে শচীর বিবাহের সময় একবার মাত্র এই খিচুড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল। আর আজ লীলাবতী এই নরলোকে রাঁধিয়াছে। আঘ্রাণ মাত্রে তোমার রসনা বঞ্চকের ন্যায় তোমার অজ্ঞাত-সারে ঝরিতে থাকিবে। তারাচরণ প্রথমে খিচুড়ী দেখিয়া রাগিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু আহারে বসিয়া তাঁহার রাগ ক্রমে অধিক ক্ষুধায় পরিণত হইল। সেদিন তিনি আর বসিয়াই ক্ষুধা নাই বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরন্তু সমুদয় নিঃশেষ

করিয়া বলিলেন "খিচুড়ী আর নাই।" লীলাবতী তখন ধীরে ধীরে বলিলল "একটু খানি আছে, যদি একৃজিবিসনে পাঠাইতে হয় তাই রাখিয়া দিয়াছি।" তারাচরণ একটু হাসিয়া বলিলেন "একৃজিবিসনে আর পাঠাইতে হইবে না, সেটুকু আমাকেই আনিয়া দাও।

আহারান্তে তারাচরণ খিচুড়ী সম্বন্ধে অনেক সাধুবাদ করিয়া তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে যষ্টি হস্তে একটু বায়ু সেবনার্থে রাস্তায় বাহির হইলেন। এই প্রকার খিচুড়ী রাঁধিয়া ও বাহবা পাইয়া লীলাবতী সে দিবস অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, ফলে হরিদাসী সে দিন একটী নূতন পুতুল পাইল এবং সেদিন আর লীলাবতীকে একটী গান বলিবার জন্য তাহাকে তাহার পায়ে মাথা খুড়িতে হইলনা। আহারান্তে তাহারা বাহিরে আসিলে লীলাবতী তম্বুরা ছাড়িয়া আপনি গাহিল।—

কীর্ত্তন।

"(হরি) তোমার লাগিয়ে কলঙ্ক কিনিনু
জগতে হ'লো না ঠাঁই।
তোমার প্রেমেতে সন্ন্যাসিনী আমি
তোমা বিনা কিছু না চাই।
অবলার প্রাণে ছিলনা'ক গোল,
রূপে যে তুমি করে'ছ পাগল,
প্রাণে দিবানিশি বাজিতেছে বাঁশী,
ভোলা যে যায় না ছাই।

তোমারি ধ্যানেতে সদা মগ্ন প্রাণ,
ঘরে দোরে কি ছাই লাগে আর মন,
হেরিতে কালশশী বড় ভালবাসি,
বাসনা নুপুর হইয়া রই।
যে রূপে তুমি হরে'ছ আমার মন,
সেইরূপে সবে প্রভু দাও দরশন,
সাপিনী ননদে আর যত অবোধে,
বুঝাও কেন কলঙ্কিনী রাই।"

গান শেষ হইলে লীলাবতী দেখিল দরজায় হাত দিয়া তারাচরণ বাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তখন সে কিছু লজ্জিতা হইয়া তম্বুরা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারাচরণ বলিলেন "থামিলে কেন, গাও না, তুমি এমন গাহিতে পার তাহা জানিতাম না।"

লীলা। আমি বাবার কাছে প্রত্যহ অভ্যাস করিতাম।

তারা। আর একটি গাও দেখি।

লীলাবতী তম্বুরা লইয়া বলিল "কি গাহিব বলুন।"

তারা। আমি ফরমায়েস করিলে তুমি কি গাহিতে পারিবে, সকল রাগ রাগিণী কি তোমার জানা আছে?

লীলা। মোটামুটী কতকগুলি জানি, সব জানিনা।

তারা। একখানা মালকোস গাও; কিন্তু আগে বল দেখি ইহাতে কোন্ পর্দ্দা লাগেনা? "মালকোসে পঞ্চম লাগে না" এই বলিয়া লীলাবতী একখানি মালকোস গাইল। তারাচরণ মন্ত্রমুগ্ধ

সর্পের ন্যায় শুনিতে লাগিলেন। তারাচরণ বাবু বরাবরই গীতবাদ্যের অনুরাগী ছিলেন এবং নিজেও উত্তম গাহিতে পারি-তেন। তিনি দেখিলেন যে লীলাবতীর শিক্ষা চমৎকার। উহা তালে লয়ে কোথাও এক চুল তফাৎ নাই, তাহার উপর আবার তাহার কণ্ঠস্বর এরূপ মধুর, যে তিনি সেরূপ আর কখনও শুনেন নাই।

হরিদাসী গান শুনিতে শুনিতে অনেক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিল, এক্ষণে লীলাবতী তাহাকে তুলিয়া বসাইলে সে ঘুমের ঘোরে জড়িত স্বরে বলিল "টোপাকুল"। লীলাবতী তাহাকে একটু মৃদুধাক্কা দিয়া বলিল "কি বলচ হরিদাসী, টোপাকুল কি?" হরিদাসী সেইরূপ জড়িতস্বরে বলিল "নুন দিয়ে খাই।" তারা-চরণবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "মেনদাকে ডাকিয়া দাও— উহাকে কোলে করিয়া উপরে লইয়া যাক।" এই বলিয়া তারা চরণবাবু আপন কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলেন। তারাচরণ শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। সেই মধুর স্বর কর্ণকুহরে বাজিতে লাগিল, তিনি মনে মনে বলিলেন "ঈশ্বর যাহাকে এরূপ সুকণ্ঠ দিয়াছেন, যে এরূপ সুকণ্ঠে তাঁহার নাম গান করিতে পারে—স্বর্গের দ্বার নিশ্চয় তাহার জন্য মুক্ত থাকিবে। তিনি পাষাণ হউন অথবা পাষাণী হউন এরূপ সুকণ্ঠে ভক্তি-ভাবে একবার ডাকিতে পারিলে পাষাণেরও শ্রবণ শক্তি হইবে, তাঁহার কর্ণে নিশ্চয় পৌছাইবে। লীলাবতীর সঙ্গীত প্রভাবে স্বর্গের দ্বার মুক্ত হইয়া ছিল কিনা আমরা অবগত নই, কিন্তু তারাচরণের হৃদয়দ্বার কিছু শ্লথ হইতেছিল। তিনি মনে মনে বলিলেন যাহাকে ঈশ্বর এরূপ সুকণ্ঠ দিয়াছেন, যাহাকে এরূপ

সুন্দর করিয়া গড়িয়াছেন, তাহাকে পবিত্র আত্মাও দিয়াছেন। আবার তখনি বলিলেন "তাহাই বা কি করিয়া বলি" সেই একজন সুহাসিনী, সুভাসিনী ছিল, হায় দেখিলে যে দেবী প্রতিমা বলিয়া ভ্রম হইত, কিন্তু তাহার প্রবৃত্তির কথা মনে করিতেও যে ঘৃণা বোধ হয়। সিন্ধুসম ভালবাসা, ধনদৌলৎ, দাসদাসী, সকলি দিয়াছিলাম—কোন অভাবই রাখি নাই, কিন্তু প্রতিদানে কি পেলাম। প্রতিদানে সে আমার ভালবাসা, স্নেহ, মমতার মস্তকে পদাঘাত ক'রে, আমার হৃদয়ে চীরকালেরে মতন যন্ত্রণার ছুরি বসিয়ে দিল। অবিশ্বাসের কারণ কিছুই নাই, আপন চক্ষে দেখিয়াছি, নরাধমকে স্বহস্তে ধরিয়া পদাঘাত করিয়াছি। স্বপ্ন নহে, শোনা কথা নহে, সন্দেহ নয়, ইহাকে অবিশ্বাস করিতে হইলে, অগ্রে আপনার অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করিতে হয়"। তারাচরণ শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন যাক ও সকল পাপ চিন্তায় প্রয়োজন নাই। স্ত্রীলোক আমার চিরঘৃণ্য"। ভাবিবার প্রয়োজন নাই বলিলেই যদি ভাবনার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যাইত, তায় আবার প্রমদা প্রসঙ্গ, তাহা হইলে কোন গোলই ছিলনা।

কবি বলিয়াছেন——

"যদি ছাড়বো বল্লে ছাড়া যেতো প্রেম সহজে।
তবে কে এমন কুকাজে মজে,
শোন লো ওলো অলি অজা,
এ নয়কো তোর শিব পূজা,
যে কল্লি কল্লি না কল্লি ছিকেয়ে তুল্লি॥"

তারাচরণ মনে মনে যত প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিলেন, যে তিনি ঘৃণিত স্ত্রীজাতীর কথা মনমধ্যে স্থান দিবেন না, ততই লীলাবতীর সঙ্গীত লহরী তুলিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে ঝঙ্কার করিতে লাগিল। প্রথমে তিনি তাহার সুকণ্ঠের বিচার করিতেছিলেন, এক্ষণে আবার বলিলেন "আহা গানের কি ভাবার্থ, ক্রমে তিনি লীলাবতীর রূপ, যৌবন, গুণ, জ্ঞান, সমস্তই বিচার করিতে লাগিলেন। তখন আবার তাঁহার মনে হইল—আহা তিনি অকারণে মাঝে মাঝে লীলাবতীকে তিরস্কার করিয়া অতিশয় গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকেন। আজ তিনি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা ঘটিবার সম্ভাবনা—তিনি লীলাবতীর সাক্ষাৎ মাত্রেই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে লীলাবতী হরিদাসীর সমবয়স্কা, কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে—লীলাবতী নবীনা, তখনি তিনি পদস্খলনের আশঙ্কায় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছলেন। কিন্তু মানুষ তুমি এমনি দুর্ব্বল যে সাবধান হইবার পূর্ব্বে তোমার পদস্খলন হইয়া আছে। তবে যিনি না পড়েন—সেইটুকু তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের বেশী অনুগ্রহ বুঝিতে হইবে। তারাচরণ ভবিষ্যতে পদস্খলনের আশঙ্কায় সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ছিলেন—ইহাই তাঁহার ধারনা ছিল, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস লীলাবতীর সাক্ষাৎ মাত্রে তাঁহার পদস্খলন হইয়াছিল, তাই সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে—এরূপ তাঁহার মনে হইতেছিল। লীলাবতী নবীনা, তায় মনোমোহিণী। তাহার উপর তাহার চুম্বকশক্তি (Personal magnetism) এরূপ ছিল, যাহা উপেক্ষা করিতে তারাচরণের সাধ্য ছিলনা।

তারাচরণ সাবধান হইয়াছিলেন। যাহাতে লীলাবতীর সহিত তাঁহার বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ না হয়, সে বিষয়ে তিনি চেষ্টা করিতেন এবং দেখা সাক্ষাৎ হইলে ও ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সহিত একটু রুক্ষ ব্যবহার করিতেন—উদ্দেশ্য তাহার প্রতি যেন কোনরূপে তাঁহার করুণা উদয় না হয়। এই বিষয়ে তারাচরণ আর একটী ভুল করিয়াছিলেন, বস্তুত তিনি নির্দ্দয় প্রকৃতির লোক ছিলেন না, সুতরাং লীলাবতীর প্রতি তাঁহার এই রুক্ষ ব্যবহার সকল যে একদিন সুযোগ পাইলে তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহার হৃদয়মধ্যে করুণা রসের তরঙ্গ বহাইয়া দেবে, সে কথা তিনি বড় একটা ভাবেন নাই। তিনি ভাবিয়া ছিলেন যে, তিনি পুরুষ সিংহ, তাঁহার পা টলিলেও তিনি সামলাইয়া লইতে পারিবেন, কিন্তু ইহার উপর যদি কোন রকমে লীলাবতীর তাঁহার উপর আসক্তি জন্মে তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। সেইজন্য তিনি ভাবিয়া ছিলেন যে লীলাবতীর সহিত একটু কর্কশ ব্যবহার করিলে, তাঁহার প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মাইয়া আসক্তির পথ রোধ করিতে পারে। তারাচরণ অনেক প্রকার ভাবিয়া ছিলেন, কিন্তু আসল কথাটি এখনও বুঝিতে পারেন নাই, দস্যুহস্তে লীলাবতী বন্দী হইলে তারাচরণ ভাবিয়াছিলেন, লীলাবতী তাঁহার আশ্রিতা, তাঁহাকে রক্ষা করা বা দস্যুকবল হইতে উদ্ধার করা তাঁহার কর্ত্তব্য। সুতরাং তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে যখন আপন জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া ব্যাঘ্র বিবরে প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, সেই অনুরোধের সহিত একটা এমন কোন জিনিষের তাড়নাও ছিল

যাহা তিনি অনুভব করিতে পারিলেও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই। সেই জিনিষের প্রভাবে এক্ষণে তাঁহার বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় বিরক্তি জনক হইলেও তাহার ভিতর কি একটু অস্পষ্ট সুখানুভাব করিতেছিলেন—সুতরাং উহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। এই জিনিষের নামই প্রেমের বীজ। উহা অঙ্কুরিত অবস্থায় মনুষ্য হৃদয়ে থাকিয়া এরূপ অস্পষ্টরূপে কার্য্য করে। তারাচরণের হৃদয় মধ্যে যে এই বীজ অঙ্কুরিত হইতে ছিল—তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি এক্ষণে আবার বলিলেন "তাইত আজ কেন নিদ্রা আসিতেছে না।"

তারাচরণ! তোমার ও কেনর উত্তর কেহ দিবে না। আমাদের বোধ হয়—গত রাত্রে অধিক পরিমাণে সেই দেব-ভোগ্য খিচুড়ী খাইয়া তোমার পেটগরম হইয়াছে, তাই নিদ্রা আসিতেছে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"They that creep they that fly
shall end where they began"

Thomas Grey.

লীলাবতীর উদ্যমে এবং কার্য্যদক্ষতায় তারাচরণের বাটী-খানির অবস্থা এক্ষণে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। অতি অল্পদিনের মধ্যে সে বাটিখানিকে সাজাইয়া ইন্দ্রভুবন করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাগানে নানাজাতীয় ফুল ফুটিতেছে, পুষ্করিণীতে মাছ বেড়াইতেছে। সমস্ত বাটিখানিতে দুইবেলা ঝাঁট পড়িতেছে। আসবাব সকল, সাজান গুছান, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তারাচরণের বাটিখানি বৃহৎ। সুতরাং যে কয়েকখানি ঘর ব্যবহার করা হইত—উহা ব্যতীত অপর সকল ঘরগুলি, আজ সাত আট বৎসর বন্ধ থাকায়—সে গুলিতে উইপোকা, তেলাপোকা, নেংটি প্রভৃতি রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। ইহাদের রাজ্যচ্যুত করিতে তাহাকে কয়েকটি ছোট বড় রকমের সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। অনেকে সুরাসুরের যুদ্ধের কথা অবগত আছেন, কুরুক্ষেত্র

যুদ্ধে অভিমন্যুর বীরত্বের বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু এই উই যুদ্ধে (Battle of ant warm) লীলাবতীর রণকৌশল বিষয় অবগত নহেন। তারাচরণের বাটির পঙ্কোদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়া একদিবস সম্মার্জ্জনী গদাহস্তে লীলাবতী উইযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং তাঁহাদের কৃত ব্যূহসকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সেই বীরশ্রেষ্ঠ পোকাসকলকে অচীরে যমালয় পাঠাইয়া দিল। তার পর তেলাপোকা যুদ্ধে লীলাবতীর পরাজয় হইত, কিন্তু লেফটেনেণ্ট (Lieutenant) হরিদাসী সে সময় তথায় আসিয়া পড়ায় সে যাত্রায় তাহার জয়লাভ হইল। লীলাবতী তেলাপোকা উড্ডীয়মান হইলে বড় ভয় পাইত, সে যেমন একটি অব্যবহৃত ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল, অমনি দুইলক্ষ তেলাপোকা কিলকিল করিয়া উড্ডীয়মান হইল। লীলাবতী ভয় পাইয়া অমনি "বাবা গো" বলিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে (Lieutenant) হরিদাসী আসিয়া তাহার হস্ত হইতে সম্মার্জ্জনীগদা কাড়িয়া লইয়া, আনন্দ চিত্তে সেই সৈন্য সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিল এবং নিমেষের মধ্যে সেই অগণিত সৈন্য সমূহ সম্মার্জ্জনী প্রহারে দূরে খেদাইয়া দিল। যেন,—

"একামাত্র পার্থবীর কুরুক্ষেত্র রণে।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণআদি মহারথীগণে॥"

তারপর নেংটি সংগ্রাম অনেক দিবস হইতে চলিতেছে। ইন্দুরের উপর তাহার রাগ কিছু অধিক দেখা যায়। তাহার কারণ সে একদিবস অনেক পরিশ্রম করিয়া তারাচরণের জন্য

কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তারাচরণ আহারে বসিলে সে খাবার দিতে যাইয়া দেখিল, কিছুই নাই। তারাচরণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া যাইলেন। এই ব্যাপারে সে অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া যখন মনে মনে ইন্দুরবংশের ধ্বংসের কামনা করিতেছিল সেই সময়ে একটা নির্লজ্জ ইন্দুরকে একটি জালার পাস হইতে উঁকি মারিতে দেখিয়া সে আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। তখন সে বীরদর্পে সেই ইন্দুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

"ধনঞ্জয়, পাবে পরিচয় রণস্থলে,
কালরূপে ভেটিব এখনি
জনমাত্র না ফিরিবে যুধিষ্ঠিরে দিতে এ বারতা।"

ধনঞ্জয় প্রাণভয়ে গর্ত্তের ভিতর লুকাইল।

সেই অবধি লীলাবতী বাটির চারিদিকে কয়েকটি ইন্দুরকল নামে মিনিটগান (Minute gun) পাতিয়া রাখিয়াছিল। ধনঞ্জয়ের বংশ প্রায় নির্ব্বংশ হইয়া আসিতেছিল।

এইরূপে কয়েকটি ছোট বড় সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া লীলাবতী তখন একখানি বৃহৎ বংশদণ্ড হস্তে যথায় শ্রীযুত চড়াইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শালিক শেখর সাদর্থা মহোদয়গণ তারাচরণের বাটিতে লোকাভাব দেখিয়া স্থানে স্থানে আপন ইচ্ছামত খড়ের কুটির নির্ম্মাণ করিয়া সচ্ছন্দমনে বসবাস করিতেছিল, তথায় দেখা দিল। লীলাবতীর এই অত্যাচারে চড়াইচন্দ্র তখন কিচীর মিচীর শব্দে বলিলেন "দেখ তারাচরণের কেহ নাই বলিয়া, সে আমাদের এই জায়গাটুকু মৌরস দিয়াছে তুমি

কে হে বাপু! যে আমাদের বসবাস উঠাইয়া দিতে আসিয়াছ"? শালিক শেখর, ও তাঁহার ভাষায় বলিলেন যে, "আমি আজ আট বৎসরকাল এইখানে বসবাস করিতেছি। সুতরাং আমার এই জমীর উপর স্বত্ব (Right) জন্মিয়াছে, আমি তোমার কথায় উঠিব না।" লীলাবতী তখন মুখে কিছু না বলিয়া বংশাগ্রে তাহাদের সকল কথার জবাব দিতে লাগিল। তখন খোঁচা খোঁচা উত্তর পাইয়া তাহারা পলায়ন করিল। একটি শালিকের ছানা পলায়নে অসমর্থ হইয়া লীলাবতীর ক্রোড়ে আসিয়া পড়িল। লীলাবতী তাহাকে খাঁচার মধ্যে পুরিয়া একবেলা ছাতুগুলিয়া দিত, কিন্তু দুবেলা তাহাকে রাধাকৃষ্ণ পড়াইত উহা এইরূপ—

"পাখী রাধাকৃষ্ট বলিতে ভুলনারে।
তাহলে তোমায় বেরালে ধরে নিয়ে যাবেরে॥"

লীলাবতীর আগমনে সুধু যে তারাচরণের বাটিখানির অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এমত নহে। সেই সঙ্গে তারাচরণেরও বাহ্যিক এবং মানসিক উভয় অবস্থারই পরিবর্ত্তন হইতেছিল, পূর্ব্বে আহারান্তে তাঁহার দুইটি পানের ব্যবস্থা ছিল তাও কোন দিন চূণ কম, ঝাল লাগিয়া মাথার ঝিটকি নড়িয়া যাইত, কোন দিন চূণ এমন বেশি যে গালপুড়িয়া যাইত। এক্ষণে তিনি ডিবেভরা পান পাইতেছেন। মশারি ফেলা থাকে। তাঁহার যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, সব হাতের কাছেই প্রস্তুত পাইয়া থাকেন। মেনদাও মশারি ফেলিয়া রাখিত, কিন্তু তাহার ভিতর এরূপ মশাপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিত, যে মশারি তুলিয়া

ফেলিয়া পুনরায় ফেলিতে হইত। এইসকল পরিবর্ত্তনে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি সকল জাগিয়া উঠিতে ছিল।

ইহার পর একদিবস যখন হরিদাসী লীলাবতীর নিকট পড়িতেছিল এবং তারাচরণ সেইখানে বসিয়া তাম্রকূট প্রসাদে দিবসের শ্রান্তি দূর করিতেছিলেন, তখন হরিদাসী বলিল "বাবা আমার দ্বিতীয়ভাগ শেষ হয়েগেছে।"

তারা। বেশ তোমার শীগ্‌গীর বিয়ে হবে।

হরিদাসী আবার বলিল "বাবা মাষ্টারমশাই খুব ভাল গান বলিতে পারে, তুমি শুনিয়াছ।"

তারাচরণবাবু পুনরায় সেইরূপ অবজ্ঞাস্বরে বলিলেন "বেশ তোমার মাষ্টার মশায়েরও শীগগীর বিয়ে হবে।

লীলাবতী ছাত্রির পাঠে অমোনযোগ দেখিয়া হরিদাসীকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এমন সময় গগণভেদী "বল হরি হরি বোল" শব্দে গৃহস্থিত সকলেই চমকাইয়া উঠিল। তারা- চরণ জানালার নিকট গিয়া দাড়াইলেন; হরিদাসী লীলাবতীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলের ভিতর মুখ লুকাইল। তারা- চরণ জানালার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "এমন মধুর হরিনামও মানুষের মহাপ্রস্থান কালে শুনিতে কি ভয়ঙ্কর হয়।" লীলাবতী তারাচরণকে জিজ্ঞাসা করিল "ইহারা কাহাকে লইয়া যাইতেছে?" তারাচরণ বলিলেন "তুমিত এখানকার কাহাকেও জান না।" একটু পরে তিনি আবার বলিলেন, "তবে এইটুকু জানিয়া রাখ যে আজ এই ব্যক্তির মৃত্যুতে তুমি অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হইলে।" লীলাবতী বলিল "পান্নাকাকা মারা গিয়াছেন বুঝি? লীলাবতীর এইকথায়

তারাচরণ সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি তোমার পান্নাকাকাকে চিনিতে ?"

"আমার আত্মীয়স্বজনদিগকে চিনিবার জন্যই আমি আগ্রহসহকারে এখানে আসিয়া ছিলাম, কিন্তু সে বিষয় আপনার কৃপণতা দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও বিস্মিত হইয়াছি" এই বলিয়া লীলাবতী তখন তাহার দস্যুভবনে অবস্থানকালে বৃদ্ধার নিকট তাহার সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিয়াছিল সমুদয় বলিল।

তারাচরণ বলিলেন "সময় না উপস্থিত হইলে এই সকল তোমায় জানাইতে তোমার পিতার নিষেধ ছিল, নতুবা অন্য কোন কারণ নাই। তুমি যাহা শুনিয়াছ ঘটনা তাহাই বটে, তবে তুমি যে মতিলাল বসুর কন্যা ইহা আমাদিগকে আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে। শক্রপক্ষ সে পক্ষে অনেক বাধা বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা পাইবে। তোমার পিসিতুত ভ্রাতাই তাহার প্রধান নায়ক জানিবে। নিষ্কণ্টকে এই বিষয় ভোগ করিবার মানসে সেই সর্ব্বজ্ঞকে পয়সা দিয়া বাধ্য করিয়া, তাহার সাহায্যেই তোমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সময়ে না উপস্থিত হইতে পারিলে উহারা হয়ত তোমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিত।"

লীলাবতী তাহার খুড়াকে কখনও দেখে নাই এবং তাহাকে চিনে না, তবু তাহার খুড়ার মৃত্যু সংবাদে তাহার চক্ষু বাহিয়া জলপড়িতে লাগিল, তখন সে তাহার পিতা মাতার কথা ভাবিয়া শোকে অধীরা হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে তারাচরণকে জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা মানুষ মরিয়া কোথায় যায়। সত্য সত্য কি মানুষ পাপ কার্য্য করিলে তাহাকে নরকে

যাইতে হয় এবং সেখানে চিত্রগুপ্তের খাতায় সমস্ত লেখা থাকে তাই দেখিয়া নরক ভোগের বিচার হয়।"

লীলাবতীর এই প্রশ্নে তারাচরণ একটু হাসিয়া বলিলেন "দেখ তুমি এখানে কোনও পাপকার্য্য করিলে, আর চিত্রগুপ্ত যমালয়ে বসিয়া লিখিয়া রাখিল তারপর বিচারের সময় তুমি বলিলে আমি উহা করি নাই এবং চিত্রগুপ্ত বলিল হাঁ তুমি করিয়াছ, এই আমার খাতায় লেখা রহিয়াছে। আবার এইরূপ স্থলে সুবিচার করিতে হইলে সাক্ষির প্রয়োজন হইবে এবং সাক্ষিদিগকে জেরা করিবার জন্য তখন আবার উকীল মুক্তারের প্রয়োজন হইবে। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, যাঁহার কার্য্য কলাপ আমরা কিছুই বুঝিতে সক্ষম নই, তিনি যে মনুষ্যের পাপ পুণ্য বিচারের জন্য এরূপ কাঁচা ব্যবস্থা করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। তাঁহার ব্যবস্থা আরও কায়মি জানিবে। আমরা যাহাকে চিত্রগুপ্ত বলিয়া জানি তাহার প্রকৃত নাম "গুপ্তচিত্র।" এই সর্ব্বজ্ঞ দস্যুবৃত্তি করিলেও নানা বিদ্যায় পারদর্শী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। আমি উহার নিকট শুনিয়াছি যে, সকল মানুষের দেহের চারিদিকে এক প্রকার সূক্ষ্মছটা (Aura) বিদ্যমান আছে উহাকে জ্যোতিঃপরিবেশ কহে। আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে একপ্রকার সূক্ষ্ম ঐন্দ্রয়িক যন্ত্র আছে, উহা স্ফুরিত হইলে মানুষ দিব্যদৃষ্টি এবং দিব্যশক্তি লাভ করিয়া থাকে। যাঁহাদের এই দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়াছে, তাঁহারা দেখিতে পান মানুষ যে কোন কর্ম্ম করে, অথবা যে কোন চিন্তা করে তাহার ছাপ (Impression) তাহার জ্যোতিঃপরিবেশের উপর পড়িয়া যায় এবং এই জ্যোতিঃ

পরিবেশেরই নাম "গুপ্তচিত্র।" সুতরাং আমাদের কর্ম্মসকল পাপ হউক অথবা পুণ্যই হউক, উহা আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। আমরা নিজেই আপন আপন কার্য্য সকলের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকি। নতুবা চিত্রগুপ্ত নামে কোনও মাহিনা করা সরকার ঈশ্বরের নাই। তারপর নরক ভোগের কথা। যাঁহারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পান মানুষের স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই তিন প্রকার শরীর আছে। আমরা স্থূল শরীরের সাহায্যে ভূলোকে (Physical plane) সূক্ষ্মশরীরের সাহায্যে প্রেতলোকে (Astral plane) এবং কারণশরীরের সাহায্যে সত্যলোকে (Nirvanic plane) কার্য্য করিয়া থাকি। মানুষের মৃত্যু হইলে অর্থাৎ স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিলে, সূক্ষ্ম-শরীর প্রাপ্ত হইয়া প্রেতলোকে বিচরণ করে। এখানে মানুষের কামনা সকল পরিতৃপ্ত হইবার কোনও উপায় নাই। সুতরাং যিনি আত্মসংযম অভ্যাস করেন নাই তাঁহার কামনা সকল বাধা পাইয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে, কিন্তু উহা পরিতৃপ্তি করিবার কোন উপায় নাই, ইহাই তাহার যন্ত্রণাদায়ক নরক ভোগ। যিনি আজীবন রূপ কামনা করিয়াছেন, তিনি এখানে একটিও রূপসী দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার রূপতৃষ্ণা আরও বৃদ্ধি পাইল শেষ ছাতি ফাটিয়া যায়। যিনি স্থূল শরীরে কেবল অর্থের কামনা করিয়াছেন, তিনি এখানে অর্থ উপায়ের কোনও সন্ধান পাইলেন না। তখন অর্থ অর্থ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন। এইরূপ যাঁহার যেরূপ ও যত প্রবল কামনা তিনি সেখানে সেইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। আবার এইরূপ ভোগের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের মৃত্যু হইলে মানুষ তখন

কারণ শরীর প্রাপ্ত হইয়া সত্যলোকে উপস্থিত হয়। ইহার পর তারাচরণ বলিলেন "আজ এই পর্য্যন্ত থাক, রাত্রি অধিক হইয়াছে। কারণ শরীর কাহাকে বলে এবং তাহার কার্য্য কি আর এক দিন বলিব।"
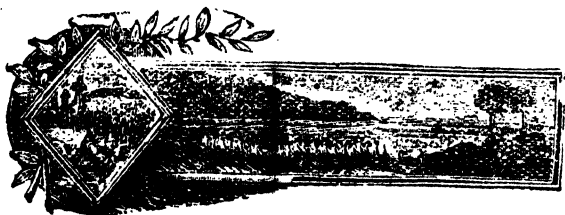
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"He hides from brutes what men know
From men what spirits know"

Pope.

ঈশ্বর সকল জীবগণ হইতে ভবিষ্যত লিপি লুক্কাইত রাখিয়াছেন। বুঝি এই নিয়মের ব্যতিক্রমে জীবগণের জীবনধারণ সম্ভবপর হইত না। নবমী পূজার ছাগশিশু তাহার সাক্ষাৎ যম স্বরূপ কামার নন্দনের হস্ত লেহন করিয়া থাকে। মনের আনন্দে তাহার হস্ত হইতে পূজাবশিষ্ট ফলমূলাদি ভোজন করিয়া থাকে; কিন্তু সে যদি জানিত যে আর পাঁচ মিনিটকাল পরে সেই হস্ত তাহার মস্তক ছেদন করিবে, তবে কি সে আর ভোজন করিতে পারিত। কাল রাত্রে যিনি তাঁহার ভবিষ্যতের সুখ ঐশ্বর্য্যের নিশ্চয়তা অনুভব করিয়া ঈশ্বরকে মনে মনে কত ধন্যবাদ দিয়াছেন, তিনি প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রথমেই জানিলেন—তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন, এখনি তাঁহার ভবসংসারের সকল কার্য্য ফুরাইয়া যাইবে।

তারাচরণ বাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া চা পান করিতে-ছেন। হরিদাসী তাহার পুস্তকে জলছবি উঠাইতেছিল, এমন সময় পোষ্ট অফিসের পিয়ন আসিয়া দুইখানি পত্র দিয়া গেল। তারাচরণ বাবু লীলাবতীকে ডাকিয়া তাহার হাতে একখানি পত্র দিলেন ও অপর খানির খাম খুলিয়া আপনি পড়িতে লাগিলেন। পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিঠিখানি হাতে করিয়া গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে লীলাবতীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "তোমার পত্র কোথা হইতে আসিল, কে তোমায় পত্র দিয়াছে?"

লী। কেন আমায় একখানি পত্র দিবার কি কেহ নাই।

তা। আমি জানিতাম কেহই নাই।

লীলাবতী বলিল "আমার মা দিয়াছে, সে লিখিয়াছে যে সে ছুটি পাইলে আমাকে দেখিতে আসিবে।"

তারাচরণ লীলাবতকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া পুন-রায় আপনার চিঠিখানি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং অন্য-মনে চিঠিখানিকে হস্ত দ্বারা পেষণ করিতে করিতে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হরিদাসীকে বলিলেন "আমার বেড়াইতে যাইবার ছড়িগাছটি লইয়া আইস।" কিন্তু হরিদাসী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল "আমি পারিব না।"

তারা। কেন পারিবে না, তুমি এখন কি করিতেছ?

হরি। আমি যে পড়িতেছি।

লীলাবতীর চেষ্টায় ও যত্নে হরিদাসী এক্ষণে দুইবেলা বহি লইয়া ব'সে। এই কয়েক দিনে তাহার এই পর্য্যন্ত উন্নতি

হইয়াছিল, সুতরাং সে পড়িবার সময় পিতার কোন আজ্ঞা পালন করা প্রয়োজন মনে করিল না। ইহাতে লীলাবতী কিন্তু হরিদাসীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং রোষকষায়িত লোচনে তাহার প্রতি একটি কটাক্ষপাত করিয়া, সে আপনি তারাচরণের ছড়িগাছটি আনিয়া দিল। তারাচরণ ছড়িগাছটি হাতে লইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অত্যন্ত রুক্ষভাবে লীলাবতীকে বলিলেন "তোমাকে কে ছড়ি আনিতে বলিল, আমি কি তোমাকে ছড়ি আনিতে বলিয়াছিলাম।"

লীলাবতী জানিত রাগই পুরুষের লক্ষণ, সুতরাং সে তারাচরণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বরঞ্চ এইরূপ ভাব দেখাইল যেন সে ছড়িগাছটি আনিয়া দিয়াছে বলিয়া তারাচরণ তাহাকে কত ধন্যবাদ দিতেছেন। তারাচরণ তথা হইতে চলিয়া গেলে হরিদাসী বলিল "মাষ্টার মশাই তুমি মুখখানা ওরকম করিয়া আছ কেন, তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

লী। নিশ্চয় রাগ করিয়াছি, তুমি এরূপ অবাধ্য তাহা আমি জানিতাম না।

হরি। আমি যে পড়িতে ছিলাম।

লী। পড়িলে কি ছড়ি আনিতে নাই।

হরি। তুমিই তো রোজ বল পড়িবার সময় আর কিছু করিবে না।

এই কথায় লীলাবতীর হাসি আসিতেছিল, কিন্তু সে হাসিতে যাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তারাচরণের ব্যবহারে সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিল।

ঐ দিবস তারাচরণ আহারে বসিলে লীলাবতী তাঁহার

নিকটে আসিয়া বলিল "আমি এখানে আর থাকিব না, স্থির করিয়াছি।"

তা। অপরাধ ?

লী। অপরাধ কিছুই নয়, তবে আমি কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না।

তারাচরণ বুঝিলেন এটি অভিমান ব্যতীত আর কিছুই নয়। তিনি আজ প্রাতে অকারণে তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। হরিদাসীর আচরণে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক তাহাকে তিরস্কার করিয়াছেন। ক্ষণকাল পরে তিনি লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবে স্থির করিয়াছ কি ? এক্ষণে যদি তুমি তোমাদের বাটীতে আত্মপরিচয় দিয়া যাইতে প্রয়াস পাও, তাহাতে লাঞ্চনার সম্ভাবনা আছে এবং এরূপ কার্য্য তোমার পিতার ইচ্ছা বিরুদ্ধ ছিল।"

লী। আমি শ্যামার মাকে আসিতে লিখিয়াছি, তাহার সহিত কলিকাতায় গিয়া থাকিব।

তা। উত্তম, তাহাই হইবে, আমি তোমায় একশত করিয়া টাকা মাসহারা পাঠাইয়া দিব।

লী। এখান হইতে আমার যাওয়া ঘটিলে, আমি স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি।

তা। তুমি স্ত্রীলোক কিরূপে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিবে বুঝিলাম না। আশা করি, তোমার পিতা সে উদ্দেশ্যে তোমাকে গীত বিদ্যা শিখান নাই। তারাচরণের এই কথায় লীলাবতীর বদন মণ্ডল অব্জপদ্মের * ন্যায় রক্তিম আভাযুক্ত

* রক্তপদ্ম।

হইয়া উঠিল। সে দৃঢ়স্বরে বলিল "আমি দাসীবৃত্তি করিয়া জীবন যাপন করিব।"

তা। তবু তোমার পিতার বন্ধুর শাসনাধীন হইয়া থাকিবে না।

কিছু পরে তারাচরণ পুনরায় বলিলেন "দেখ তোমার পিতা আইনানুসারে আমাকে তোমার অভিভাবক করিয়া যান নাই, কারণ তিনি জানিতেন তাঁহার লিখিত ইচ্ছা আইন অপেক্ষা অনধিক কার্য্যকারি হইবে না। তোমার পিতার কি ইচ্ছা তাহা কি তুমি অবগত আছ?" এই বলিয়া তারাচরণ তাঁহার পকেট হইতে একখানি নোট বুক বাহির করিলেন এবং তাহার ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহার প্রথম অংশটুকু পাঠ করিলেন।

"আমার হৃদ্‌রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং আমার জীবনের স্থিরতা কিছুই নাই। লীলাবতী দিন দিন শশী-কলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে—অনুমান করি ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি ইহার মাতার মতন হইতেছে। প্রতারণাময় মানব সমাজের করুণা স্রোতে ইহাকে নিক্ষেপ করিয়া যাইব মনে হইলেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। অথচ বন্ধুদিগের করুণাভিক্ষা করিতেও আমি অপারক। সুতরাং যদি লীলা-বতীর বিবাহের পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি লীলাবতীর অভিভাবক হইয়া তাহাকে প্রতিপালন করিবে—ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। আশাকরি অতীতের স্মৃতিসকলের অনুরোধে লীলাবতীকে তোমার তত্ত্বাবধানে রাখিবে।" পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে লীলাবতী তাহার বিশাল চক্ষু দুইটি একবার তারাচরণের

দিকে ফিরাইয়া বলিল, "আমার দুরাদৃষ্ট বশতঃ পিতা আপনাকে আমার অভিভাবক স্থির করিয়া গিয়াছেন।" লীলাবতীর এই বাক্যবান গুলি তারাচরণের অস্থিভেদ করিল, তিনি বলিলেন, "লীলাবতি! আমি তোমার বাঞ্ছনীয় অভিভাবক না হইতে পারি, কিন্তু তা বলিয়া আমি এরূপ মন্দ অভিভাবক নই যে, তোমার ন্যায় বালিকাকে এই অপরিচিত জগতের করুণায় সমর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্ট রহিব। তোমার বিষয় উদ্ধার হইলে তুমি অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিবার তোমার প্রয়োজন হইবে না। আর তুমি আমাদের গলগ্রহ কিসে মনে করিতেছ। আমি দেখিতেছি আমাদের অবস্থা অন্যরূপ। এই জগতে তোমার পিতার এক-জন বন্ধু ছিল—যাহার তত্ত্বাবধানে তাঁহার কন্যাকে অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি এক্ষণে মৃত, সুত-রাং এক্ষণে আমার এজগতে এমন কেহ নাই—যাহার নিকট আমি হরিদাসীকে অর্পণ করিতে পারি। যদি আমার কাল মৃত্যু হয়, তবে হরিদাসীর পরিণাম অনুভব কর। এরূপ স্থলে যদি তুমি হরিদাসীর অভিভাবক হইয়া এখানে থাক তাহা হইলে আমাদের প্রতি বরঞ্চ তোমার অনুগ্রহ করা হইবে—গলগ্রহ নয়। হরিদাসী বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে তবু জানিব যে তাহাকে দেখিবার কেহ রহিল।"

এবম্প্রকার সন্ধিসূত্রসকল শ্রবণ করিয়া লীলাবতী তখন রণে ক্ষান্ত দিল। তারাচরণ বাবুও কলিকাতায় আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় গোঁফের আড়ালে একটু হাসি লুকাইয়া লীলাবতীকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে এখানে

থাকাই সাব্যস্ত হইল?" লীলাবতীও মুখে কিছু না বলিয়া কেবল একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া মনোভাব জ্ঞাপন করিল।

আমরা বলি তারাচরণ বাবু! উহা তত কাইমি হইল না তুমি তিন সত্য করিয়া লও নতুবা চাবি লাগাইয়া যাও। আর লীলাবতী তোমার পাণ্ডিত্যেও আমরা বিরক্ত হইয়াছি। তুমি গলগ্রহ একথা তোমায় কে বলিল—তুমি নবযৌবনা, তাহে মনমোহিনী—তুমি গলগ্রহ হইবে কেন। গলগ্রহ,—বিধবা ভগিনী অনূঢ়া ভাগিনী, ইহারাই চিরকাল হইয়া থাকে। তুমি ভাবিতেছ—যে তুমি তারাচরণের গলগ্রহ, আর তারাচরণ ভাবিতেছে যে তুমিই তার সব।—

তুমিই তার—"সোনাদানা, খাট বিছানা।
হৃদ্ ফাট্‌কা টাট্‌কা ছানা॥"

অপরাহ্ণে হরিদাসী একখানি ছেঁড়া কাগজ আনিয়া লীলাবতীর হাতে দিয়া বলিল "মাষ্টারমশাই কেমন একটা ছবি দেখ।" লীলাবতী কাগজখানি হাতে লইয়া দেখিল উহাতে একটি মড়ার মাথা চিত্রিত রহিয়াছে এবং সেই চিত্রের উপর এইরূপ লিখিত ছিল।—"তারাচরণ তুমি কালসর্পকে পদস্পর্শে জাগরিত করিয়াছ। তোমার আর নিস্তার নাই। জলে, স্থলে, মরুদ-ব্যোমে যেখানে যাওনা কেন, কালসর্পের বিষানল তোমায় অচীরে দগ্ধ করিবে।"

পত্রপাঠে লীলাবতী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে ইতিপূর্ব্বে আর কখন নরহত্যাকারীদিগের এরূপ বিভীষিকাময় পত্র দেখে নাই। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া সে হরিদাসীকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এই কাগজ কোথায় পাইলে?" হরিদাসী

বলিল "যে সে ঐ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির মধ্যে উহা পাইয়াছে।" লীলাবতী তৎক্ষণাৎ বুঝিল যে এই কাগজখানি আজ সকালে তারাচরণ দেখিতে ছিলেন এবং তিনিই উহা ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

লীলাবতী দেখিল যে তারাচরণ প্রত্যহ যেরূপ কলিকাতায় গিয়া থাকেন, আজও সেইরূপ গিয়াছেন। ইহার জন্য কোনরূপ সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই। তবে কি তিনি এই পত্র হইতে কোনরূপ আশঙ্কার কারণ আছে, এরূপ মনে করেন নাই। লীলাবতী যখন এই সকল চিন্তা করিতেছিল, তখন চকিতের ন্যায় তাহার মনে সকালের কথা গুলি উদয় হইল। তারাচরণ কথা প্রসঙ্গে হরিদাসীর অভিভাবকের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার যদি কাল মৃত্যু হয় একথাও বলিয়া ছিলেন, এ সকল কি নিরর্থক। তিনি কখনও এত কথা আমার সহিত বা কাহারও সহিত কহেন না। অবশ্য তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, দস্যুহস্তে তাঁহার জীবননাশের সম্ভাবনা আছে। তিনি হরিণহৃদয় * নহেন, দস্যুদিগের এই ঘৃণিত পত্রে কোনরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে তাঁহার ঘৃণা বোধ হইয়াছিল, তাই তিনি এই পত্রের কোন খবর লইলেন না। যাহা হউক তিনি এই কার্য্য ভাল করেন নাই, আমাকে যথাসাধ্য ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। এই বলিয়া লীলাবতী ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রামা বেহারার সন্ধানে চলিল।

রামা তারাচরণ বাবুর খাস বেহারা, সুতরাং তাহার নাগাল

* কাপুরুষ, ভীরু।

পাওয়া কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু লীলাবতীর পক্ষে ব্যবস্থা অন্যরূপ। তাহার কারণ রামার বাবা, তস্য বাবা যে নিয়মাধীন ছিল রামাকেও সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইয়াছে। অর্থাৎ লীলাবতীর ন্যায় সুন্দরীর আজ্ঞা উপেক্ষা করিতে কলিযুগের রামা, শ্যামা তো দূরে কথা, সত্য ত্রেতার রাম শ্যাম ও অক্ষম ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ভবানীপাঠক ডাকাইতের দল বশে রাখিবার জন্য দেবীচৌধুরাণীর প্রয়োজন দেখিয়া ছিলেন। ইংরাজের আইনও লোকে লঙ্ঘন করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতির কঠিন আইন লঙ্ঘন করিতে কাহার শক্তি নাই। ইংরাজের আইনে বলিতেছে রাস্তায় প্রস্রাব করিও না কিন্তু অনেককেই ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জরিমানা দিয়া আসিতে দেখা যায়। প্রকৃতির আইনে বলিতেছে চেতন হউক, অচেতন হউক অথবা উদ্ভিদ হউক সুন্দরের সেবা করিবে। এই আদেশ লঙ্ঘন করিতে যোগী, ভোগী সকলেরই সাধ্যাতীত। সুতরাং লীলাবতী রামার নিকট আসিলে সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইল এবং লীলাবতীর আদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহা পালন করিতে স্বীকৃত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"Doctor did I hypnotise him
Or it is the virtue of medicine"

ভাদ্রমাস। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রজনী, মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়িতেছে। রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে তখনও লীলাবতী মেনদাকে আর একটী গল্প বলিবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। হরিদাসী অনেক গোলমাল করিয়া এক্ষণে মেনদার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া পদ্মলাভ করিয়াছে। লীলাবতীর এই অন্যায় জিদাজিদিতে মেনদা বিরক্ত হইয়া বলিল, "বাছা গল্প কি আমি বিয়াব না আমার গল্পের টেঁকশাল আছে।" মেনদার গল্পশুনাই যে লীলাবতীর একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা নয়। তবে তারাচরণ বাবু এখনও বাটি আসেন নাই, ঘুমাইয়া পড়াটা কেমন কেমন দেখায়। এই সময় গাড়ীর শব্দ শুনিয়া লীলাবতী জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে গাড়ি দরজায় আসিয়া লাগিলে লীলাবতী দেখিল তিন চারিজন লোকে তারাচরণকে ধরাধরি করিয়া গাড়ি হইতে নামাইতেছে। রক্তে তাঁহার সর্ব্বশরীর ভাসিতেছে। তারাচরণ বলিলেন "আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি আপনি যাইতেছি।" লীলাবতী ইত্যবসরে দ্বারদেশে

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সে ইঙ্গিতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে নিষেধ করিয়া দিল। তাহারা সাবধানে ধরাধরি করিয়া তারাচরণকে বাহিরের ঘরে এক খানি আরাম কেদারায় (Easy chair) বসাইয়া দিল। তারাচরণের সর্ব্বশরীর রুধিরে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার মুখে অত্যন্ত যন্ত্রণা ব্যঞ্জক চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতেছিল। তত্রাচ তিনি চেয়ারে বসিয়াই লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "তুমি লাঠিয়ালদের পাঠাইয়া ছিলে কেন, কিসে তোমার এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল?" লীলাবতী তখন যেরূপে দস্যুদিগের পত্র দেখিয়াছিল সংক্ষেপে বলিয়া তারাচরণকে কথা কহিতে নিষেধ করিল।

তা। উঃ বড় যন্ত্রণা হ'চ্ছে।

লী। রামা ডাক্তার আনিতে গিয়াছে এখনি আসিবে।

"উঃ আমি আর বসিতে পারি না" এই বলিয়া তারাচরণ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। লীলাবতী ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত তাঁহাকে উঠিতে অনেক নিষেধ করিল, কিন্তু তারাচরণ সে কথা না শুনিয়া লীলাবতীর স্কন্ধে ভর দিয়া শয্যার নিকট চলিলেন। এই সময় তারাচরণ খুক করিয়া একটু কাসিলেন এবং সেইসঙ্গে খানিকটা চাপ কাল রক্ত বমন হইল। তারাচরণ চারিদিক আঁধার দেখিতে দেখিতে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। এই ব্যাপারে লীলাবতী আপনাকে অত্যন্ত অসহায়া মনে করিতে লাগিল। সে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় রামা বেহারার সহিত ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, লীলাবতীর হতবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। সে একটু সরিয়া

দাঁড়াইল। ডাক্তারবাবু প্রবীন ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আসিবার সময় পথে রামার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। সুতরাং কোনরূপ পশার বাড়াইবার ঘটা না করিয়া তারাচরণকে উত্তমরূপে পরীক্ষাপূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধদেশ হইতে গুলি বাহির করিয়া আহত স্থান উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন। চাকরবাকরেরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া উপরের একটি ঘরে শুয়াইয়া দিল। এই সময় লীলাবতী ডাক্তার বাবুর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কিরূপ দেখিলেন, বিশেষ ভয়ের কারণ আছে কি?" লীলাবতী প্রথমে অপরিচিত ডাক্তারের নিকট আসিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু সে দেখিল না আসিলেও নয়। ডাক্তারবাবুর আদেশানুসারে কার্য্য করিতে হইবে, সে সকল ঝি চাকরের দ্বারা সম্ভব নয়, তদ্ব্যতীত তারাচরণের অবস্থা কিরূপ ইহা জানিবার জন্যও সে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। ডাক্তারবাবু জানিতেন যে তারাচরণের বাটিতে কতকগুলা চাকর নফর ব্যতীত শিক্ষিত ব্যক্তি কেহ নাই সুতরাং লীলাবতীর আবির্ভাবে কিছু আশ্চর্য্যবোধ করিতেছিলেন—কিন্তু এক্ষণে লীলাবতীর পরিচয় পাইয়া সাশ্চর্য্যে বলিলেন "তুমি মতির মেয়ে?" ডাক্তারবাবু লীলাবতীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে সকল প্রসঙ্গের সময় নয় বুঝিয়া বলিলেন "তা ভালই হইয়াছে তুমি এসময় এখানে আছ,আমি ভাবিতেছিলাম একজন লোক নিযুক্ত করিতে হইবে।" তাহার পর ডাক্তারবাবু দুইটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লীলাবতীর হস্তে দিলেন এবং যেরূপে উহা সেবন করাইতে হইবে সে সকল বলিয়া দিলেন। ডাক্তারবাবুর প্রস্থান-

কালে লীলাবতী আবার জিজ্ঞাসা করিল "কোন ভয়ের কারণ আছে কি না।" ডাক্তারবাবু বলিলেন "রোগী যদ্যপি স্থিরভাবে শুইয়া থাকে, তাহাহইলে বিশেষ ভয়ের কারণ দেখি না; কিন্তু তারাচরণের মুখে অত্যন্ত উত্তেজনার চিহ্নসকল প্রকাশ পাই-তেছে—ইহাই আমি ভয় করিতেছি।" এই সময় রামা বলিল "বাবু আপনার দোষেই এত অধিক আঘাত পাইয়াছেন। উনি সেই সর্ব্বজ্ঞ বেটাকে চিনিতে পারিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে আপনার দেহখানিকে দস্যুদের চাঁদমারি করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা সময়ে না উপস্থিত হইতে পারিলে দস্যুরা বাবুকে একেবারে প্রাণে মারিয়া ফেলিত।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন "বুঝিয়াছি সেই লোকটাকে ধরিবার জন্য তারাচরণের মন উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে। যাহাহউক আমি ঘুমাইবার ঔষধ দিয়াছি, কল্য প্রাতে আমি আবার আসিব। যদি রাত্রে রোগীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় তবে আমায় সংবাদ দিবে।" এই বলিয়া ডাক্তারবাবু প্রস্থান করিলেন। মেনদা ও লীলাবতী সে রাত্রে তারাচরণের ঘরের মেঝে শুইয়া রহিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ডাক্তার বাবু আসিয়া শুনিলেন রোগী সমস্তরাত্রি অত্যন্ত ছটফট করিয়াছেন ও প্রবল জ্বর হইয়াছে। রোগীর অবস্থা দেখিয়া তিনি আদৌ সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না। এই দিবস সন্ধ্যার পর তারাচরণের বিকার উপস্থিত হইল। ডাক্তারবাবু যখন দ্বিতীয়বার রোগীকে দেখিতে আসিলেন, তখন তিনি রোগীর অবস্থা দেখিয়া এত অধিক চিন্তিত হইলেন যে—তিনি সে রাত্রে রোগীর নিকটে থাকাই উচিত বিবেচনা করিলেন। রাত্রি চারিটার সময় ডাক্তারবাবু

আর স্থির থাকিতে না পারিয়া লীলাবতীকে ডাকিতে পাঠাই-লেন। রোগী সমস্তরাত্রি অত্যন্ত ছটফট করিয়াছেন ও ভুল বকিয়াছেন। ডাক্তারবাবু দেখিলেন যে রোগীকে কোন রকমে একটু ঘুম পাড়াইতে না পারিলে এখনি, রক্ত বমন (Hemorrhage) হইবার সম্ভাবনা আছে। তিনি রোগীকে সুস্থ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি রোগীকে বিকারের ঝোঁকে অনেকবার লীলাবতীর নাম করিতে শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি অনন্যো-পায় হইয়া তারাচরণকে সুস্থির করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া লীলাবতীকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

লীলাবতী আসিলে তিনি বলিলেন "দেখ তারাচরণের জীবন রক্ষা ক্রমেই সুকঠিন হইয়া আসিতেছে, উহাকে কোন-রকমে সুস্থির করা প্রয়োজন হইয়াছে। আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, আমি উহাকে একফোঁটা ঔষধ পর্য্যন্ত খাওয়া-ইতে পারি নাই। এক্ষণে আমি তোমার ভরসা করিতেছি। তোমার কি উহার উপর কোনরূপ পরিচালনক্ষম শক্তি আছে?" লীলাবতী বলিল "কিছুমাত্র নয়, বরঞ্চ আমায় দেখিলে উনি বিরক্ত হন।" লীলাবতীর এই কথা ডাক্তারবাবুর মনে লাগিল না, তিনি বলিলেন "আচ্ছা আমি যাহা বলি তুমি কেন একবার চেষ্টা করিয়া দেখনা, যদি লোকটার জীবন রক্ষা হয়।" অগত্যা লীলাবতী বলিল "যদি তারাচরণবাবুর জীবন রক্ষা হয়, তবে আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।" ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তুমি তারাচরণকে ভয় দেখাইয়া হউক অথবা মিষ্ট কথায় হউক সুস্থির করিবার চেষ্টা করিয়া দেখ

পার কি না, পরে যাহা করিতে হইবে আমি বলিতেছি।” লীলাবতীকে দেখিবামাত্র তারাচরণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন-- “তুমি এখানে, মতি কোথায়, সরস্বতী কোথায়? লীলাবতী বুঝিল যে তারাচরণ তাহাকে দেখিয়া তাহার মা মনে করিতেছেন। তখন সে তাঁহার কানের কাছে আপনার মুখ আনিয়া বলিল “তাহারা আমাকে তোমায় চুপ করিয়া থাকিতে বলিয়া পাঠাইল, কথা কহিলে বা অস্থির হইলে তোমার বিপদ আছে।” তারাচরণ নির্ব্বাক হইয়া লীলাবতীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারাচরণ অনেক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কথা কহিবার চেষ্টা করিলে লীলাবতী একটু ধমকাইয়া বলিল “চুপ করিয়া থাক, কথা কহিলে আমি চলিয়া যাইব। চুপটি করিয়া শুইয়া থাক।” তারাচরণ শিক্ষিত জন্তুর ন্যায় তাহাই করিলেন। এই সময় ডাক্তারবাবু নিকটে আসিয়া লীলাবতীর হাতে একটি ঔষধ দিয়া বলিলেন “এইটি খাওয়াইয়া দাও। আমি উহার জ্বর হ্রাস করিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি।” লীলাবতী তখন নির্ব্বিঘ্নে ডাক্তার প্রদত্ত ঔষধটি তারাচরণকে খাওয়াইয়া দিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল এবং ডাক্তারবাবুর উপদেশানুসারে আপনার পদ্মহস্তখানি তারাচরণের গাত্রে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। তারাচরণ মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া অনিমিষ লোচনে লীলাবতীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। লীলাবতীও তাহার বিশাল নয়ন দুইটি সেই সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া পূর্ব্ববৎ তারাচরণের গাত্রে আপন হস্ত চালনা করিতে লাগিল। এইরূপ কিছুকাল করিতে থাকিলে তারাচরণের মুখমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় মলিন হইয়া

আসিল। লীলাবতী ও কি এক প্রকার আবেশে আপনাকে আচ্ছন্ন অনুভব করিতে লাগিল। ক্রমে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া তারাচরণের চক্ষু আপনা হইতে বুজিয়া আসিল—তারাচরণ নিদ্রাভিভূত হইলেন। লীলাবতী বাহিরে আসিলে ডাক্তারবাবু বলিলেন "তুমি আজ তারাচরণের জীবন রক্ষা করিলে। আমি গত রাত্রে বিস্তর চেষ্টা করিয়াও একদাগ ঔষধ উহার গলাধঃকরণ করাইতে পারি নাই। এক্ষণে জীবনের আশা করা যাইতে পারা যায়। উনি যেরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতে ছিলেন তাহাতে রক্তবমন হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাহা হইলে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইত।" লীলাবতী কোন উত্তর করিল না, সে ভাবিতেছিল—এইরূপে দ্বিতীয়বার তারাচরণের জীবন রক্ষার প্রয়োজন হইলে সে বোধ হয় পারিবেনা। ডাক্তার বাবু তাঁহার ঔষধের গুণে তারাচরণকে ঘুম পাড়াইলেন অথবা লীলবতীর দ্বারা তিনি তারাচরণকে হিপনোটাইজ (Hypnoties) করিলেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। লীলাবতীর মনে কিন্তু কি একটা সন্দেহ হইতেছিল যাহা সে নিজে অনুভব করিতে পারিলেও অপরকে বুঝাইতে সক্ষম নহে। পরদিন অপরাহ্ণে ডাক্তারবাবু আসিয়া দেখিলেন রোগীর জ্বর মগ্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে রোগীকে এরূপ দুর্ব্বল করিয়াছে, যে রোগীর বলপ্রকাশজনিত রক্তবমন (Hemorrhage) হইবার আশঙ্কা আর নাই। ইহাতে ডাক্তারবাবু সন্তোষ লাভ করিলেন এবং আবশ্যকীয় ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়াদিলেন। এই রাত্রের পর যদিও তারাচরণ তথনও অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু আর কোন ভয়ের কারণ ছিল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"Some cutting remarks with decision
Enabled to realise her ackward position"

শুভ, অশুভ, সুখ, অসুখ, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। ইহাই জগৎ পিতার সুকৌশল। তারাচরণবাবুও ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু এক্ষণে তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু বলিয়া দিয়াছেন যাহাতে কোনরূপ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে—এরূপ কোন কার্য্য যেন না করা হয়, কারণ তাহাতে রক্তস্রাবের আশঙ্কা আছে। তিনি বলিয়া দিয়াছেন কোনও চিঠিপত্র বা উত্তেজনাকারী পুস্তকাদি যেন পড়িতে না দেওয়া হয় এবং লীলাবতী ব্যতীত যেন আর কেহ রোগীর নিকট বড় একটা না যায়। তারাচরণ বাবু একে বরাবরই একটু রুক্ষ মেজাজে থাকিতেন, তাহার উপর অসুস্থ হইয়া এমনি খিটখিটে স্বভাব হইয়াছিলেন যে, কেহই তাঁহার নিকটে যাইতে সাহসও করিত না। লীলাবতী অতিশয় যত্নের সহিত প্রাণপাত করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে, সে প্রায় দিবারাত্রই তাঁহার নিকটে থাকে।

তারাচরণ মধ্যে মধ্যে লীলাবতীর নিকট সর্ব্বজ্ঞের খবর জানিতে চাহিতেন; কিন্তু লীলাবতী সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া অন্য কথা উত্থাপন করিত। কারণ সে বুঝিয়াছিল, এই প্রসঙ্গে তারাচরণের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই জন্যই ডাক্তার বাবু লীলাবতীকে তারাচরণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি রোগ নির্ণয় করিতে যেমন অসাধারণ ছিলেন, আবার ব্যবস্থা দানেও তদ্রুপ পরিপক্ক ছিলেন। এক দিবস লীলাবতী ও মেনদা যখন বাহিরের দালানে বসিয়া দস্যুদিগের অত্যাচারের কথা সমালোচনা করিতেছিল, সেই সময় আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ভালমা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভালমা তারাচরণের নিকট টাকাটা সিকাটা প্রায়ই দুঃখ জানাইয়া চাহিয়া লইতেন, সুতরাং এক্ষণে তারাচরণের অসুখ শুনিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু মেনদা বলিল, "লীলাবতী ব্যতীত কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ডাক্তার বাবুর বারণ আছে।" মেনদার এই কথায় ভালমা তখন বিবিধ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "বটে, এতদূর ওমা তাতো জান্তাম না, তা বেশ তো, তারাচরণের তো এই বিয়ের বয়স, কিন্তু মেয়েটা যেন বাপু ফাঁকে না পড়ে, সেটা বাপু ভাল কথা নয়" এই বলিয়া ভালমা তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন এবং বাটী আসিয়া আপন কন্যাকে বলিলেন "ওলো পান্নামণি শুনেছিস, তারাচরণ সেই মেয়েটাকে বিয়ে ক'রে পাটরাণী করে রেখেছে।" পান্নামণি তখন একখানি ধোপদস্ত থান পরিধান পূর্ব্বক তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে পাড়া বেড়াইতে চলিলেন এবং পথে কাদম্বিনী, রামমণি, ঘোষেদের মেয়ে, ধোপাদের বৌ,

পদীপিসি, যাহাকে যে অবস্থায় দেখিলেন,—তাহাকেই বলিলেন, "তারাচরণ যে মেয়েটাকে বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছিল, সেটাকে বিয়ে করেছে এবং সর্ব্বস্ব তাহার নামে লিখে পড়ে দিয়েছে; আহা দুধের মেয়েটাকে রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছে।" তারপর পান্নামণি বাটী আসিয়া দর্পণে আপন চেহারাখানি বার বার দেখিতে লাগিলেন এবং একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিলেন, "আমাদের কি রূপ নাই, না যৌবন ছিল না।"

রতনেই রতন প্রসব করিয়া থাকে। ভালমা রত্নমধ্যে কহিনুর বিশেষ ছিলেন, সুতরাং তিনি যে এরূপ চূণী পান্না প্রসব করিবেন—ইহা আর বিচিত্র কি?

ভালমার প্রস্থানের পর হইতে লীলাবতীকে কিছু বিষন্ন ও চিন্তান্বিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তারাচরণের শুশ্রূষায় তাহার যেন—আর সেরূপ উৎসাহ নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন সে কি একটা অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে আলোক দেখিতে পাইয়াছে, সে পূর্ব্বে দিবারাত্র প্রাণপাত করিয়া তারাচরণের শুশ্রূষা করিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে সে কেবল প্রয়োজন মত তারাচরণের ঘরে যাইত। তারাচরণ ডাকিয়া পাঠাইলে সে যাইত বটে—কিন্তু অধিকক্ষণ সেখানে থাকিতে তাহার লজ্জা বোধ হইত। তারাচরণের ঘরে লীলাবতীর যাতায়াত যত কমিতে লাগিল—তাঁহার খিট্‌খিটে স্বভাব তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঝি চাকরের বাটীতে তিষ্ঠান দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। লীলাবতী আসে না, তারাচরণের ঔষধ খাওয়া হয় না, অপর কেহ ঔষধ খাওয়াইতে আসিলে,

খাচ্চি, খাব, ঐখানে রাখিয়া যাও। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়—কাজেই লীলাবতীকে আসিতে হইল। লীলাবতী আসে না, তারাচরণের খাদ্র-দ্রব্য ইন্দূরে খাইয়া যায়—কাজেই লীলাবতীকে আসিতে হইল। এক্ষণে লীলাবতী একবার ঘরে আসিলে তারাচরণ কতকথা জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু লীলাবতী "আমার বাবা পড়িল আর মরিল" এইরূপ সংক্ষেপে উত্তর দিয়া তথা হইতে সরিয়া পড়ে। এক দিবস লীলাবতী তাঁহার ঘরে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা লীলাবতী বল দেখি হৃদয় নাই কাহার?

লী। পুস্তকে পড়িয়াছি হৃদয় নাই পাষাণের।

তা। আমিও পূর্ব্বে তাই জানিতাম. কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে আরও এমন কিছু আছে, যাহার হৃদয় নাই।

লী। কি সে?

তা। স্ত্রীজাতী * স্ত্রীজাতীর হৃদয় নাই।

একখানি পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া ও একটু মৃদু হাসিয়া লীলাবতী তারাচরণের কথার উত্তর দিল।

অসুস্থ অবস্থা হইতে আরোগ্য লাভ করিলে মানুষের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস সকল কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাই তারাচরণ বাবু এক্ষণে কিছু কৃতজ্ঞতা জানাইবার অভিলাষে বলিলেন "লীলাবতী তুমি দুইবার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তোমার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না।"

---

* Latest discovery. The body of a woman being put under the postmortem examination no heart could be found—but a few blood vessels—vide medical journal.

লী। সেজন্য আপনি কাতর হইবেন না, আমি আপনার জীবন রক্ষা করিলেও আমারই জন্য আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, ইহা স্থির। সুতরাং আমি আপনার জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়া, ধর্ম্মতঃ যাহা করা উচিত তাহার অধিক কিছুই করি নাই।

লীলাবতীর উত্তরে তারাচরণ আদৌ সুখানুভব করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন "ধর্ম্মতঃ, স্ত্রীলোকদিগের কি ধর্ম্মজ্ঞান আছে? আর এই অল্প বয়সে তোমার ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে হইল আমার বোধগম্য হইতেছে না।"

লী। আমি সন্ন্যাসী কন্যা, বালিকা কাল হইতে পিতার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া আসিতেছি।

তা। কেবল উপদেশ শুনিলে ধর্ম্মজ্ঞান হয় না, কামনা-শূন্য ব্যক্তি বর্গেরই ধর্ম্মজ্ঞান হইয়া থাকে। তুমি কিশোরী, তাহে সুন্দরী, তাই বলিতেছিলাম তুমি কি কামনা শূন্য হইতে পারিয়াছ।

লী। কামাত্মা হওয়া প্রশংসার বিষয় নয়; কিন্তু কামনার অতীত হওয়াও এ সংসারে লক্ষিত হয় না। কেন না ধর্ম্মকর্ম্মও কামনা-বিষয়ীভূত। লোকে যাহা কিছু কর্ম্ম করে সকলই কামনা প্রেরিত। অকামী জনের কোন কর্ম্মই দেখা যায় না, আবার কর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্ম সম্ভবে না।

তারাচরণ বাবু লীলাবতীকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সুবিধা না পাইয়া ধর্ম্মের কথা পাড়িয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন ধর্ম্ম প্রসঙ্গে স্ত্রীজাতীর প্রতি তাঁহার যে ঘৃণা আছে—তাহা লীলাবতীর উপর দিয়া কিছু

তুলিয়া লইবেন, কিন্তু দেখিলেন লীলাবতী এবিষয়েও একে-বারে টিকি ধরিয়া কথা কহিতেছে। তখন কামনায় কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন—আচ্ছা লীলাবতী বল দেখি ধর্ম্মের লক্ষণ কি?

লী। আচার বিচারই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ।

লীলাবতীর এই কথায় তারাচণ হাসিয়া উঠিলেন, বলি-লেন, "তোমাদের আচার বিচার মানে তো গামছা পরিধান পূর্ব্বক ডিঙ্গিমারিয়া চলা আর বাটীময় গোবর জল ছড়ান।" বোধ হয় লীলাবতীর কুন্দ দন্তগুলি একবার দেখিবার অভিলাষে, তারাচরণ আচার বিচারের এইরূপ অর্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু লীলাবতী সেরূপ হাসিল না, কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল "তা কেন, আচার মানে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, এবং বিচার মানে যে শক্তি দ্বারা অসত্য হইতে সত্য গ্রহণ করিতে পারা যায়, অশুভ পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। বিচার দ্বারা অশুভ ও অসত্য হইতে সত্য এবং শুভ গ্রহণ করিতে না পারিলে কোন সৎকার্য্য সম্ভবে না, সেই জন্য ঋষিগণ আচার বিচারই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।"

ভবের হাটে বিবিধপ্রকারে মানুষের মৃত্যু হইয়া থাকে। কেহ বা জ্বরবিকারে মরিয়া থাকেন, কেহ বা গাড়িচাপা পড়িয়া মরেন, আবার কেহ বা সম্মুখ সমরে মরিয়া সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। সেইরূপ প্রেমের হাটে প্রেমিক সুজনেরাও নানামতে মরিয়া থাকেন। কোন প্রমদা হয়ত রূপের ডেয়ো-পীপড়েটি বলিলেই হয়, গুণেও গুনচট থানির মতন, কিন্তু কোন প্রেমিকবর সেই রূপসীর ঘোমটা টানার ভঙ্গিমার ভিতর

এমন কিছু দেখিলেন যে, তিনি তাহাতেই মরিলেন। আবার কোন রূপসীর মুখখানি হয়ত বাঙ্গালা পাঁচের মতন, বয়সখানিও পাঁচের পিঠে দুই বায়ান্ন; কিন্তু কোন রসরাজ সে মুখ দেখিলেন না, কেবল তাঁহার মস্তকে চূড়াবাঁধার কায়দা দেখিয়া, সেইখানে ঘুরপাক খাইয়া পড়িলেন—আর মরিলেন। তবে এরূপ দেখা আর মরা অনেকটা অপঘাত মৃত্যুর সামিল বুঝিতে হইবে। লীলাবতীর সঙ্গীত শ্রবণে তারাচরণ সে দিন মরিয়াছিলেন, আজ আবার তাহার সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সশরীরে স্বর্গলাভ করিতে লাগিলেন। সশরীরে স্বর্গলাভ বলিতে অনেকে বুঝেন যে, পুষ্পরথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া যাওয়া, কিন্তু তারাচরণ এক্ষণে সে স্বর্গলাভ করিতে ছিলেন না। ধর্ম্মসম্বন্ধে লীলাবতীর বক্তৃতা শুনিয়া তিনি মনে মনে যে আনন্দ অনুভব করিতে ছিলেন, তাহাই তাঁহার স্বর্গসুখ বলিয়া বোধ হইতে ছিল।

এইরূপে লীলাবতীর রূপ গুণ ধ্যান করিতে করিতে তারাচরণ যখন স্বর্গারোহণ করিতেছিলেন সেই সময় মেনদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল "দিদিঠাকুরুণ সেই ডাকাতগুলাকে পুলিসে ধরিয়া আনিয়াছে।" মেনদার কথা শেষ না হইতেই তারাচরণ শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আমার জামা জুতা আনিয়া দাও আমি নীচে যাইব। লীলাবতী নীচে যাইতে নিষেধ করিল এবং মেনদাকে বাহিরে ডাকিয়া চুপি চুপি কি বলিয়া দিল। লীলাবতী দেখিল সমস্যা মন্দ নহে। তারাচরণ বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ডাক্তার বাবু সবে মাত্র উঠিয়া বসিবার অনুমতি

দিয়াছেন। এ অবস্থায় সিঁড়ী বাহিয়া নীচে নামিলে অথবা সর্ব্বজ্ঞকে দেখিয়া কোন রূপে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইলে রক্ত-স্রাবের সম্ভাবনা আছে। কি প্রকারে সে তারাচরণের গতি রোধ করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে সে বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া শিকল টানিয়া দিল। লীলাবতী বুঝিয়াছিল—একার্য্য সে ভাল করিতেছে না, কিন্তু তারাচরণ যখন নিষেধ শুনিতেছেন না—তখন আর অন্য উপায় নাই! দরজা বন্ধ হইতে দেখিয়া তারাচরণ ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন "দরজা বন্ধ করে কে?" লীলাবতী দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া এতক্ষণ প্রস্তরবৎ সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল এক্ষণে ধীরভাবে বলিল, "আপনি ওরূপ চীৎকার করিয়া কথা কহিবেন না, উহাতে আপনার বিপদের আশঙ্কা আছে।" তারাচরণ বলিলেন কোনও "কথা শুনিতে চাহি না, দরজা বন্ধ করিল কে?"

লীলা। আমি।

তারাচরণ বলিলেন, "তুমি, তুমি দরজা বন্ধ করিবার কে? তোমার এরূপ নির্লজ্জ কর্ত্তৃত্ব সহ্য করা অপেক্ষা দস্যুহস্তে আমার মৃত্যু হইলেও—উহা আমি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতাম। এখনি দরজা খুলিয়া দাও নতুবা এ বাটি যে তোমার নয়—আমার, ইহা স্মরণ করাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইব না।" তারাচরণ ক্রোধান্ধ হইয়া ছিলেন। কাহাকে কি বলিতেছেন তাহা তিনি জানেন না।

লীলা। যতবার ইচ্ছা হয়, ততবার উহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিন—তথাপি আমি এক্ষণে দরজা খুলিয়া দিতে অক্ষম

যেহেতু আপনি রোগী। ডাক্তার বাবুর আদেশ পালন করিতে আমি বাধ্য।

"আমি পদাঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিব।" এই বলিয়া তারাচরণ সবলে দরজায় পদাঘাত করিলেন, ঝন ঝন শব্দে দরজা বাজিয়া উঠিল। লীলাবতী দেখিল সর্ব্বনাশ হিতে বিপরীত হয়; সে তখন বলিল "এক্ষণে উহা বৃথা হইবে।"

তারা। তবে কি তুমি বলিতে চাও যে তুমি তাহাদের চলিয়া যাইতে বলিয়াছ।

লীলা। অনেকক্ষণ।

"পরে ইহার জন্য তোমায় অনুতাপ করিতে হইবে, মনে রাখিও" এই বলিয়া তারাচরণ আপন শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। তিনি ইহারই মধ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তারাচরণ নিস্তব্ধ হইলে লীলাবতীও তথা হইতে আপন কক্ষে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অভিমান, অপমান, রাগ, ভয় এবং অনুতাপে তাহার হৃদয়-সাগর আলোড়িত করিয়া তুলিল, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল আজ কি ঘটনা হইল। তারাচরণ তাহাকে চাকর নফর সকলের সাক্ষাতে যাহা না বলিবার তাহাই বলিয়াছেন। তাহার নির্লজ্জ স্বাধীনতার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন, ইহার পর তাহার আর এখানে থাকা হইতে পারে না। ভিক্ষা করিয়া হউক দাসীবৃত্তি করিয়া হউক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে তথাপি এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা হইতে পারে না। কিন্তু কোথায় বা সে যায়,

-হার সঙ্গেই বা যায়। সে তো রাস্তাঘাট কিছুই জানে না। রূপ নানা চিন্তায় যখন লীলাবতী বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ধরা-শয্যায় পড়িয়াছিল, সেই সময় মেনদা আসিয়া তাহার দরজায় করাঘাত করিয়া বলিল "দিদিঠাকরুণ! দরজা খোল্, তোমায় কলিকাতা হইতে একজন দেখিতে আসিয়াছে।" লীলাবতী দরজা খুলিয়া দেখিল—মেঘ না চাইতেই জল, শ্যামার মা আসিয়াছে। তখন সে শ্যামার মাকে বসিতে বলিয়া পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শ্যামার মার কাছে আসিয়া বসিল এবং শ্যামার মা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শ্যামার মা প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিল না, অবশেষে অনেক কষ্টে লীলাবতীকে সান্ত্বনা করিয়া সকল অবগত হইল। লীলাবতী তাহাকে বলিল "সে এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিবে না, তাহার সহিত কলিকাতায় যাইবে।" শ্যামার মা অনেক বুঝাইল কলিকাতায় কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে কিন্তু লীলাবতী কোন কথাই শুনিল না বলিল "তোমার মতন গতর খাটাইয়া খাইব।" অগত্যা শ্যামার মা রাজি হইল। লীলাবতী তখন কাগজ কলম লইয়া বসিল এবং অনেক কাটাকুটির পর একখানি পত্র লিখিয়া শেষ করিল, উহা তারাচরণ বাবুকে লিখিত হইয়াছিল।

মহাশয়,—

"আমি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছি শুনিয়া আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবেন না। অদ্যকার ঘটনার পর আপনকার আতিথ্য স্বীকার করা আমার পক্ষে কিরূপ কষ্টকর হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। হরিদাসীর বিচ্ছেদে আমার অত্যন্ত কষ্ট

হইবে তাহাতে সন্দেহ করি না। কিন্তু আপনি অন্য কোনও পথ রাখেন নাই। আমার নির্লজ্জ স্বাধীনতার জন্য যাবজ্জীবন দুঃখিত রহিলাম, কিন্তু উহা আপনার মঙ্গল কামনায় করা হইয়াছিল। আপনি দয়া করিয়া যে এতদিন আমার ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।” ইতি—

লীলাবতী।

পত্রখানি শয্যার উপর রাখিয়া, লীলাবতী সেইদিন রাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া—শ্যামার মার সহিত কলিকাতায় রওনা হইল।
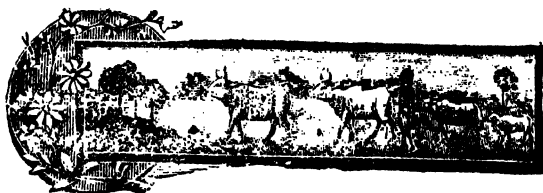
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"Her appearance recalled the
memory of their long lost child"

কালের আবর্ত্তনে কত প্রাসাদময় সুসজ্জিত নগর মহাবনে পরিণত হইতেছে। কায়স্থ সন্তানেরা পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইতেছেন। আমিও গ্রন্থকার হইতে বসিয়াছি। কালই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

কলিকাতা হাল্‌সিবাগানে বংশীধর দত্তের যেখানে ভদ্রাসন বাটি ছিল, এক্ষণে সেখানে কেবল কতকগুলি রেড়ীর কল-কারখানা দেখিতে পাওয়া যায়। দত্তজার অবস্থা ভাল, কিন্তু তিনি অসাধারণ কৃপণস্বভাব ছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে সবটাই কপাল, মাথা নাই বলিলেই হয়, বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসরের কাছাকাছি হইবে। বয়স হইলেও তিনি রসের দ্রোণাচার্য্য * ছিলেন। একদিবস দত্তজা যখন আপনার শয়নকক্ষ সম্মুখবর্ত্তী দালানে বসিয়া গুড়ুকে গম্ভীর বুদ্ধি করিতেছিলেন, সেই সময়

---

* দ্রোণ—ভাণ্ড।

তাঁহার গৃহিণী তথায় শুভাগমন পূর্ব্বক তাঁহার সুদীর্ঘ নথগাছটি একবার নাড়া দিয়া সোহাগভরে বলিলেন "এবার আমি কোন কথা শুনিতে চাহিনা, মাকে আনিতে হইবে, এবৎসর দুর্গোৎসব করিতেই হইবে।" গৃহিণী ব্যায়ের বায়না লইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া দত্তজা তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ গুড়ুকে টান দিলেন, শব্দ হইল ভড় ভড় ভড়াৎ। গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "বলি বড় কথা কহিচ না যে।"

দত্ত। টেক্স দেবার ভয়ে।

"তোমার ওসকল হেঁয়ালি এখন রাখিয়া দাও। কুমোর ডাকিয়া এখনি বায়না দাও নতুবা আমি আজ কখন ভাত খাব না।" গৃহিণীর এই কথার উত্তরে দত্তজা বলিলেন "দেখ নৎ পরিলে, তোমায় কিন্তু বেশ দেখায়।"

গৃহি। আমাকে নৎ পরিলেও বেশ দেখায়, না পরিলেও বেশ দেখায়, এখন আমার কথার উত্তর দাও।

দত্তজা ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িয়া ছিলেন, কিন্তু আশানুরূপ ফল প্রসব করিল না দেখিয়া তখন রসিকতারূপ বিষ্ণু অস্ত্র নিক্ষেপের মানসে কম্পিত হস্তে দুইটা তুড়ি দিয়া সুর করিয়া বলিলেন—

"আহা কোন্ সেক্‌রাতে গড়েছে তোমার নথের নলকদানা
আমার ইচ্ছা করে হয়ে থাকি ঐ নলকের সোণা।"

দত্তজার ইচ্ছা কোনরকমে গৃহিণীর ঐ ব্যায়ের ফন্দিটা চাপা দেন, কিন্তু ভবি যে ভুলিবার নয়।

"বটে তবে তুমি মাকে আন্‌চনা" এই বলিয়া গৃহিণী তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া একেবারে দশবাইচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দত্তজা গৃহিণীর সেই দশবাইচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই ভীত

হইলেন এবং দশবাইচণ্ডীর অনেক প্রকার স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই ফুল পড়িল না। দত্তজা তখন অনন্যোপায় হইয়া অনাথ বালকের ন্যায় বিরস বদনে গৃহিণীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কর্ত্তার তদবস্থা দেখিয়া গৃহিণী মুখ ঝামটা দিয়া বলিলেন "হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে কি দেখ্‌চ?" এবৎসর মাকে আনা চাইই।"

দত্ত। বলি, মাকে আন্‌ব কি, মায়ের যে একটি সংসার।

গৃহি। সে আবার কি? এ আবার কোন্ দেশী কথা?

দত্ত। বলি মাকে আনিতে হইলেই তাঁহার লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ সঙ্গে আসিবেন। তারপর তাহাদের বাহন সম্প্রদায়, ইন্দুর, ময়ুর, সিংহি, হাতী, ঘোড়া, আবার একটা কলা বৌ আছে। এইরূপে একটি বৃহৎ সংসার লইয়া তিনি আসিবেন। ইহাদের সকলকে কাপড় দাও, চাদর দাও আবার তিন দিন ধরে ভোগ যোগাও। আমি ছাপোষা গৃহস্থ এত পারিব কেন সুবদনি। আমি না হয় কুমোর ডাকাচ্চি তুমি ইঁতুপুজার ঘটের বায়না দাও।

গৃহিণী তখন কর্ত্তাকে আর কিছু না বলিয়া শ্যামার মাকে ডাক দিলেন। শ্যামার মা আমাদের পরিচিত, সে কলিকাতায় এই দত্তগৃহে কাজ করে, গত রাত্রে লীলাবতীকে লইয়া সে এখানে আসিয়াছে।

কর্ত্তা। শ্যামারমাকে ডাকা হচ্চে কেন, সে আসিয়া কি করিবে, তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে।

গৃহি। শ্যামার মা কবিরাজ মশাইকে ডাকিয়া আনিবে তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে। তারপর দত্তজার গৃহিণী

"ওগো আমার কি হোলো গো, তোমরা সব এসো গো" বলিয়া চীৎকার শব্দে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। দত্তজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন "একি কাঁদ কেন তোমার কি হইয়াছে?"

"ওগো তুমি যদি আমার পাগল হ'লে তবে আর বেঁচে কি সুখ গো" এই বলিয়া গৃহিণী আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কর্ত্তা দেখিলেন বড় বিপদ লোক জমিবার উপক্রম হইতেছে, তখন তিনি জোড় হস্তে বলিলেন "ওগো তোমার পায় পড়ি চুপ কর, আমার মাথা খারাপ হয় নাই। আমি তোমার মা মাসি, যাহাকে বলিবে লইয়া আসিব। তুমি ক্ষান্ত দাও।" সৌভাগ্যের বিষয় দত্তজা যেরূপ বুনো ওল ছিলেন তাঁহার গৃহিণীও সেইরূপ বাঘা তেঁতুল ছিলেন। দত্তজা দুর্গোৎসব করিতে স্বীকৃত হইলে গৃহিণী তখন হাঁসিতে হাঁসিতে ধরা শয্যা ত্যাগ করিয়া দত্তজাকে ভাল করিয়া তামাকু খাইতে অনুমতি দিলেন।

প্রাপ্তানুমতি দত্তজা যখন হুকা হাতড়াইতেছিলেন, সেই সময় শ্যামার মা লীলাবতীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

লীলাবতীকে দেখিয়া গৃহিণী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ মেয়েটি কে গা?"

শ্যা। আমার বহিন ঝি।

গৃহিণী তখন কর্ত্তার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য, মেয়েটকে দেখিতে ঠিক আমাদের সুধার মতন।" কর্ত্তা দেখিলেন ঠিক তাহাই বটে। লীলাবতীকে দেখিয়া তখন তাঁহাদের বহুকালের বিস্মৃত শোকানল জাগিয়া

উঠিল। শ্যামার মা গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল "আমাকে ডাকিয়াছেন কেন?" গৃহিণী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দত্তজা শ্যামার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বহিন ঝিকে কলিকাতায় আনিয়াছ কেন?"

শ্যা। একটা কাজকর্ম্ম করিয়া দিব বলিয়া।

দত্ত। তোমার বহিনঝির নাম কি গা?

শ্যা। লীলাবতী।

দত্ত। "লীলাবতী!" নামটি যেন লেখা পড়া জানা, ইস্কুলে পড়া মেয়েদের মতন।

শ্যা। লীলাবতী লিখিতে পড়িতে জানে।

দত্ত। বটে বটে, তবে লীলাবতী এইখানেই থাকনা— আমাকে রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া শুনাবে।

কর্ত্তার এই প্রস্তাবে গৃহিণীও আনন্দে সম্মতি প্রদান করিলেন। ইহার কারণ লীলাবতীকে দেখিয়া অবধি কর্ত্তা গিন্নী উভয়েরই কেমন তাহার উপর মায়া জন্মাইতেছিল। শ্যামার মা ও লীলাবতী তথা হইতে প্রস্থান করিলে কর্ত্তা গৃহিণীকে বলিলেন "তোমার সহিত দুই একটা কাজের কথা আছে।" গৃহিণী তখন নথগাছটি একবার ঘুরাইয়া লইলেন। চুলগুলি খুলিয়া ফেলিয়া পুনরায় তাহাতে একটি শক্ত করিয়া গের দিয়া আসর জমকাইয়া কর্ত্তার কাছঘেঁসে বসিলেন। দত্তজা তখন গলা চাপিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "দেখ ঘোষেদের মেয়েটা এ যাত্রায় আর রক্ষা পাচ্চেনা।"

গৃহি। তাহাতে তোমার কি?

দত্ত। আমার কি, না? তোমার বিষয় বুদ্ধি কিছুতেই

হলো না। দেখচ না তোমার মেয়ে মাথাকাড়া দিয়ে উঠছে। ছেলেটা ভাল, নামে মাত্র দোজবরে হবে, সাত আটশ টাকার মধ্যে দুইটা পাশ করা জামাই হবে। গৃহিণী কর্ত্তার বিষয় বুদ্ধি শুনিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন "তোমার কি এমন পয়সার অভাব হইয়াছে, আর পয়সাই কি এত বড় যে তুমি তোমার প্রতিবাসী-কন্যার মরণ টাঁকচ। ধিক তোমার বিষয় বুদ্ধিকে।"

দত্ত। আহা তুমি কথাটাই বুঝলে না, অভাব নাই কার, দেবাদিদেব মহাদেব—কুবের যাঁহার কোষাধ্যক্ষ, অন্নপূর্ণা যাঁহার ঘরে বাঁধা আছেন—তিনিও ভিক্ষা করিয়া সংসারের কিফায়েৎ করেন। আছে ব'লে কি লুটিয়ে দিতে হবে।

গৃহি। তোমার বিষয়বুদ্ধি নিয়ে তুমি পুড়িয়ে খাওগে, আমি কিছু বুঝতে চাইনা। তবে আমার ভাবনা এই যে তোমার বিষয়বুদ্ধি দিন দিন যে রকম পেকে উঠচে কোন দিন বোঁটাটি খোসে টুপ করে পড়ে না যায়।

দত্ত। সে ভাবনা তোমায় করিতে হবে না। শুভঙ্করী! আমি বুদ্ধির গোড়ায় নেক্‌ড়া বেঁধে রেখেছি, পাখিতেও খাবে না, ভুঁয়ে পড়ে থেঁতলিয়েও যাবেনা।

গৃহি। বলি আবার কি কবিরাজ ডাকতে লোক পাঠাতে হবে না কি?

দত্ত। ক্ষমা কর কবিরাজ ডাকতে হবে না, তোমার কাজে যাও।

গৃহিণী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

কর্ত্তার অভিসন্ধি শুনিয়া তাঁহার গলায় দড়ি দিয়া মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

দত্তজার বিষয়-বুদ্ধিটা বরাবরই কিছু খর ছিল; কিন্তু বিধি লিপির বিরুদ্ধে বিষয়-বুদ্ধি যে টেঁকেন না, এজ্ঞানের অভাব তাঁহাতে বর্ত্তমান দেখা যায়। তিনি একবার বিষয় বুদ্ধির প্রভাবে সস্তার কিস্তিতে অনেক টাকার মাল কিনিয়া রাতা-রাতি বড় লোক হইবেন ভাবিয়া লাফালাফি করিতে লাগি-লেন; কিন্তু মাল আসিতে আসিতে পথে নৌকাডুবি হইল। ইহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বি, এ, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে তিনি ভাবিতে লাগিলেন পুত্রের বিবাহ দিয়া সকল টাকা সুদে আসলে উসুল করিয়া লইবেন। কিন্তু পিতার সকল আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া পুত্র হঠাৎ একদিন ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। চুরির ভয়ে দত্তজা কখন তাঁহার কন্যাকে একখানি গহনা পরিতে দেন নাই, তথাপি তাঁহার চারি বৎসরের শিশু কন্যাকে নিরা-ভরণ অবস্থাতে ছেলে ধরায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

এক্ষণে যে পুত্রটী জীবিত আছেন, তিনি শিক্ষিত হইলেও কুসংসর্গে পড়িয়া এরূপ মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধ এতাবৎ আসিল না, অধিকন্তু তাঁহার পয়সার প্রয়োজন হইলে দত্তজার তালতলার চটিজুতা জোড়াটীও পড়িয়া থাকিত না। দত্তজার বিষয়-বুদ্ধি তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ফল প্রসব না করিলেও তিনি হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি যখন তাঁহার এই সত্যপীরের দোরধরা পুত্রের চরিত্র সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইতে লাগিলেন, তখনি উহা

সংশোধনের জন্য যত্নবান হইলেন। ভাবিলেন, উহাকে বাটীতে আটক রাখিতে পারিলে, উহার চরিত্র সংশোধন হইবে। সেই অভিপ্রায়ে এক দিবস মুরলীধরকে ডাকিয়া বলিলেন "বাবা মুরলী! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, চক্ষে ভাল দেখিতে পাই না. অতএব তুমি যদি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমাকে খনিকটা করিয়া রামায়ণ পড়িয়া শুনাও তাহা হইলে--

বৃদ্ধের কথা সমাপ্তি হইবার অনেক পূর্ব্বে মুরলীধর বলিয়া উঠিলেন "হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি,—You mean to kill the time (খানিকটা সময় কাটান নিয়ে কথা), তা বেশ আমি শিরোমণি মশাইকে খবর দেব—তিনি বেশ কথা কহিতে পারেন।"

পুত্রের এইরূপ অসভ্য আচরণে বৃদ্ধের অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল, তিনি তখন ধীরে ধীরে বলিলেন "বাপু আমার বয়স অনেক হইয়াছে। আমায় এ সকল উপদেশ কেন, আমি নিমতলাও চিনি, কাশীমিত্রিও চিনি। কিসে ভাল হয় বা না হয় তাহা আমি বুঝি। এক্ষণে তোমাকে যাহা বলা হইতেছে, তুমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছ কি না? বৃদ্ধ পিতার এই অনুরোধ মুরলীধরের ইচ্ছানুরূপ না হইলেও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া রামায়ণ শুনাইতে হইত—কারণ দত্তজা এই ঘটনার পর হইতে পথ আগলাইয়া বাহিরে বসিয়া থাকিতেন।

ক্রমে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ শেষ হইলে দত্তজা পুত্রকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা বাবা এই তো এত রকম চরিত্রের লোকের কথা পড়িলে, কিন্তু বল দেখি ইহার ভিতর মানুষ কে, উত্তম পুরুষ কাহাকে বলা যাইতে পারে? পুত্র

তখন ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত পূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন "ম্যান তো রাবণ।" এবম্প্রপ্রকার উত্তর শুনিয়া দত্তজা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন "ও গুয়োটা বলিস্ কি রে, আমি যে তোকে অনেক টাকা খরচ করে ক্যালেজে পড়িয়েছি। পুত্র তখন বলিলেন "আপনি অকারণ ক্রোধান্বিত হইবেন না। কেতাব সকলেই পড়িয়া থাকেন কিন্তু গ্রন্থকার কি উদ্দেশ্যে কাহার চরিত্র কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন তাহা কয়জন বুঝে। রাবণের মনের বল (Strength of mind) কিরূপ ছিল, একবার ভাবিয়া দেখুন দিকি ? সোণার লঙ্কা ছারে থারে গেল, প্রাণসম পুত্র মেঘনাদ গেল, আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিল তথাপি সেটিকে * পরিত্যাগ করিল না।" মুরলীধর চক্ষু বুজিয়া কথা কহিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার চক্ষু লজ্জা হইতেছিল না। পুত্রের বক্তৃতা শুনিয়া দত্তজা তখন হতাশ ভাবে বলিলেন 'তাহ'লে তুমিও তোমার স্বভাব পরিত্যাগ করিতেছ না ?" মুরলীধর কোন উত্তর করিলেন না। পিতা বুঝিলেন মৌনং সম্মতি লক্ষণং।

* সীতা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"She escaped from the captain's wrath
to a soldeirs caresses"

লীলাবতী মহাভারত পড়ে কর্ত্তা গিন্নী উভয়ে শুনিয়া থাকেন। বেশ সৌখিন চাকুরী জুটিয়াছে। এক দিবস দত্তজা লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাছা তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব সত্য বলিবে কি ?"

লী। কি বলুন।

দত্ত। তুমি ঝিয়ের মেয়ে কখন নও।

লী। মেয়ে নহি, বহিনঝি।

"শাক দিয়ে মাছ ঢাকচ মা" এই বলিয়া দত্তজা শ্যামার মাকে ডাক দিলেন। শ্যামার মা আসিলে তাহাকে একেবারে প্রেমা-রার তাড়া দিয়া বলিলেন "ব'ল্ গুখেগোর বেটি! তোর এই বহিনঝিকে কোথা থেকে চুরি করে এনেছিস্।" শ্যামার মা অবাক হইয়া বুড়ার দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ পুনরায় বলি-লেন "সত্য কথা বল্ বল্‌চি, নতুবা এখনি পুলিশে দেব।"

শ্যামার মা পুলিশের নামে আড়ষ্ট হইয়া, সত্য ঘটনা তখন বিস্তারে বলিল। লীলাবতী লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল এবং মনে মনে শ্যামার মায়ের পিণ্ডী চট্‌কাইতে লাগিল। দত্তজা লীলাবতীর যথার্থ পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলেন, তাঁহার গৃহিণীও অবিলম্বে সমুদয় শুনিলেন। তদবধি তাঁহারা লীলাবতীকে আপন কন্যার ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। কথা ক্রমে বাটীস্থ সকলেই শুনিলেন। দত্তজার পুত্র মুরলীধর শুনিয়া বলিলেন "তাইত বলি বাবা, ঝিয়ের ঘরে কি এমন দানা জন্মায়। সে হ'লে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া মুখ চোক হ'তো। এমন ফঙ্গবাহিনীতে কাটা পাতলা ছাঁচ, আদব কায়দা দোরস্ত কি ঝিয়ের ঘরে জন্মায়।" বলিতে কি সেই মুহূর্ত্ত হইতেই এই হাফকৃষ্ণটি লীলাবতীর প্রতি অনুরক্ত হইলেন।

হাফকৃষ্ণ বলিলাম তাহার কারণ এই শ্রেণীর দ্বিপদেরা (Biped in form but quadruped in nature) গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে না পারিলেও গোপিনীর বস্ত্র হরণে বিশেষ পরিপক্ক দেখা যায়। এই প্রকারের হাফকৃষ্ণ সংসারে বিরল নহে। মুরলীধর প্রথমে তফাৎ হইতে লীলাবতীর প্রতি স্নেহ মমতা দেখাইতে লাগিলেন, ক্রমে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করিয়া আনিয়া একদিন লীলাবতীকে বলিলেন "আমরা ভাই বোন, আমার কাছে আসিতে বা কথা কহিতে তোমার লজ্জা কি ?" লীলাবতী মুরলীধরের আত্মীয়তা এবং ভদ্রতায় মুগ্ধ হইয়া মনে করিলেন—ইনি কি ভদ্রলোক, এরূপ প্রায় দেখা যায় না।

যাহা প্রায় দেখা যায় না, তাহা হঠাৎ দেখিতে পাইলে ভয়ের কারণ আছে। সর্প, ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র জন্তু সচরাচর

দেখা যায় না, কিন্তু উহা নয়নগোচর হইবামাত্র মানুষ অনিষ্টের ভয়ে ভীত হইয়া সাবধান হয়; কিন্তু যে সকল আচার ব্যবহার সাধারণতঃ মনুষ্য মধ্যে দেখা যায় না—উহা হঠাৎ কোন মনুষ্যে লক্ষিত হইলে, আমরা উহার উদ্দেশ্য আলোচনা না করিয়া প্রতারিত হইয়া থাকি। এইরূপে কিছুদিন দত্তগৃহে অতিবাহিত হইলে, একদিন লীলাবতীর নামে একখানি রেজেষ্টারি করা পত্র আসিল। লীলাবতী থাম খুলিয়া দেখিল উহা তারাচরণবাবু লিখিয়াছেন :—

কল্যাণবরেষু,

"তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি চলিয়া গিয়াছ জানিয়া, আমি কিছু মাত্র আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি না। তুমি যে এতদিন একস্থানে ছিলে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তোমার হাতখরচ স্বরূপ পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইলাম। আশা করি তোমার বন্ধুদের নিকটে নিরাপদে আছ। ইতি।

শ্রীতারাচরণ রায়।

লীলাবতী তারাচরণের পত্রখানি দুই তিন বার পড়িল, তাহার পর আপন শয্যায় আসিয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিল। সে কি তারাচরণের নিকট হইতে এরূপ পত্র আশা করিয়াছিল? সে আশা করিয়াছিল তারাচরণ তাহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য লিখিবেন, কিন্তু সে রকমের একটিও কথা এই পত্রে নাই। তাঁহার ধারণা স্ত্রীলোক মাত্রেই অবিশ্বাসিনী, তাই তিনি লিখিয়াছেন যে "আমি এতদিন তাঁহার নিকট ছিলাম ইহাই তিনি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছেন" এবং আমি চলিয়া আসায় তাঁহার সে বিশ্বাস

আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। লীলাবতী তখন ভাবিতে লাগিল কেন সে তারাচরণের গৃহ হইতে চলিয়া আসিয়াছিল—তাঁহার তিরস্কারের ভয়—না,—তবে কেন সে আসিল।

এদিকে আমাদের হাফকৃষ্ণ উঠিয়া পড়িয়া লীলাবতীর পিছু লাগিয়াছেন। এক্ষণে তিনি লীলাবতীকে কোথাও একাকিনী পাইলে, একটু আধটু রসিকতা করিতে ভুলিতেন না। এক দিবস লীলাবতীকে দত্তজার শয়নকক্ষে একাকিনী দেখিয়া হাফকৃষ্ণ বলিলেন "কিগো কথক ঠাক্‌রুণ! আমরা একটু আধটু কথা শুনিলে কি মরিয়া যাই—না আমাদের ধাতে ওসকল সহে না।" কিন্তু এইরূপ রসিকতায় লীলাবতীর অপ্রসন্নভাব বুঝিতে পারিয়া ধূর্ত্ত মুরলীধর তখন একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "লীলাবতী তুমি যখন মহাভারত পাঠ কর—আমার মনে হয় যেন প্রকৃত সুধাবর্ষণ হইতেছে। বাস্তবিক বড় চমৎকার।"

লীলাবতীর মনাকাশে যে একটু সন্দেহ মেঘের সঞ্চার হইতেছিল, ধূর্ত্তের খোসামুদি পবনে উহা উড়াইয়া দিল।

খোসামুদি বার্ত্তা বড় কড়া নেশা—মদের অপেক্ষাও কড়া। মদ্যপান করিতে নিষেধ আছে তাহার কারণ মদে মত্ততা আনয়ন করে এবং মত্ততা আসিলে মানুষ তখন সকল রকম দুষ্কর্ম্মই করিয়া থাকে। খোসামুদি বুলিতেও সেইরূপ মত্ততা আসে। তবে ঠিক তাগ মাফিক ছাড়া চাই, যেখানে যাহার দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইবে, সেই খানে আঘাত করিতে হইবে। নতুবা যিনি জন্মান্ধ তাঁহাকে পদ্মপলাশলোচন বলিলে কার্য্য হইবে না।

এক দিবস লীলাবতী যখন দত্ত বাটীর ছাদে বসিয়া সন্ধ্যা

গগনের শোভা দর্শন করিতেছিল, সেই সময় বংশীধরের পুত্র শ্রীমান মুরলীধর তথায় আসিয়া দেখা দিলেন; কিন্তু তাঁহার আগমনে লীলাবতীকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া বলিলেন "আমি এখানে আসিলাম বলিয়া, কি তুমি চলিয়া যাইতেছ!"

লী। না, আমার যাইবার সময় হইয়াছে—তাই যাইতেছি।

মুর। যদি এমনি করে ফেলে যাবে, তবে তোমার ঐ ভুবনমোহিনী রূপমাধুরী লইয়া আমার নয়ন পথে আসিয়াছিলে কেন? যদি আসিয়াছ, তবে যেতে চাও কেন?

লী। "আপনি কি বলিতেছেন" এই বলিয়া লীলাবতী নীচে নামিবার প্রয়াস পাইলে, মুরলীধর সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লীলাবতী তখন দুষ্টের অভিসন্ধি বুঝিল, আপনার বিপদ বুঝিল।

মুরলীধর বলিলেন "লীলাবতি! ঐ নীলাকাশে তারকারাজী সুন্দর শোভা পাইতেছে, সন্ধ্যা-সমীরণ সুন্দর বহিয়া যাইতেছে, জগৎ সুন্দর, তুমি সুন্দর, কেবল তোমার নির্দ্দয়তা অসুন্দর। লীলাবতি! তুমি রূপের সম্রাজ্ঞী, আর আমি রূপের কাঙ্গাল। কাঙ্গালে যৎকিঞ্চিৎ বিতরণে—"

লী। আপনি পথ ছাড়িয়া দিন, নতুবা আমি গৃহস্থকে জানাইতে বাধ্য হইব।

মুর। গৃহস্থকে জানাইবার অভিনয় ইহা নহে, তুমি একান্ত যদি যাইতে চাও—এই বলিয়া মুরলীধর পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু লীলাবতী যেমন নামিতে যাইবে, অমনি দুষ্ট তাহাকে দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

লীলাবতী বলিল, "নরাধম! এখনি ছাড়িয়া দাও—নতুবা ইহার প্রতিফল পাইবে।"

"নির্দ্দয় কামিনীকুল, বিধাতা যদি তোমাদের কাননের ফুল করিয়া সৃজন করিতেন,—তবে কি সহি এ জ্বালা।" এই বলিয়া মুরলীধর লীলাবতীর অধরে চুম্বন করিল, কিন্তু ধস্তাধস্তিতে স্থানভ্রষ্ট হইয়া লীলাবতীর কবরীপদ্মে মুরলীধরের মুখস্পর্শ করিল এবং কবরী-পদ্মকণ্টকাবিদ্ধ হওতঃ মুরলীধর যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, তথা হইতে পলায়ন করিল। আর লীলাবতী আপন কক্ষে আসিয়া বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অপমানে, ক্ষোভে, দুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল! লীলাবতী ভাবিতে লাগিল তারাচরণের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া সে অন্যায় করিয়াছিল, তাই তাহার শিক্ষা স্বরূপ এই শাস্তি হইল। আজিকার ঘটনায় তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া উঠিল। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল সে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কি করিয়াছে।

সে তারাচরণের তিরস্কার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মুরলীধরের যত্ন পাইতে আসিয়াছে। হায় হায় এইরূপে প্রনিংসীতা * হওয়া অপেক্ষা তারাচরণের হস্তে কর্ণমর্দ্দিতা হওয়া যে সহস্রগুণে শ্রেয় ছিল। লীলাবতী এক্ষণে আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অসহায়া এবং আশ্রয়হীনা মনে করিতে লাগিল। সে রাত্রে আর লীলাবতীর নিদ্রা আসিল না, অপমানে ঘৃণায় তাহার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

অনেকক্ষণ প্রভাত হইয়া গিয়াছে তবুও লীলাবতী শয্যা

---

* চুম্বিতা।

ত্যাগ করিল না। সে এক্ষণে কি করিবে, তাহাই তাহার প্রধান ভাবনা। এখানে আর থাকা হইতে পারে না, কিন্তু তারাচরণের নিকটও আর যাওয়া হইতে পারে না, তবে সে কি করিবে'—সে মরিবে। এইরূপে লীলাবতী যখন আপনার মৃত্যুকামনা করিতেছিল, সেই সময় দত্তজার কন্যা আসিয়া লীলাবতীকে বলিল "তোমার সঙ্গে কে একজন দেখা করিতে আসিয়াছেন।" লীলাবতী আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বেই শ্যামার মা হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল "তারাচরণ বাবু আসিয়াছেন। হরিদাসীর বড় অসুখ সে তোমায় দেখিবার জন্য বড় কাঁদিতেছে।" হরিদাসীর অসুখ শুনিয়া লীলাবতী অত্যন্ত কাতর হইল এবং ক্ষণমাত্রকাল বিলম্ব না করিয়া দত্তজার গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া, সেই দিনই তারাচরণের সহিত হুগলী আসিল। আসিবার সময় শ্যামারমাকে দুই চারিদিনের মধ্যে দত্তবাটীর চাকুরি ছাড়িয়া হুগলীতে আসিতে বলিল।

লীলাবতী গাড়িতে উঠিলে দত্তজা তাহার সহিত অনেক জিনিষ পত্র দিয়া বলিলেন "মা শান্তিপর্ব্বটা শেষ করিয়া যাইলে হইত।" কিন্তু গাড়োয়ান হেট হেট করিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।
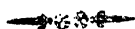
"Her invitation was a death blow to him"

বিরহ ব্যতিরেকে প্রেম কোথাও সম্পূর্ণ নহে। মিলনে প্রেমের এক পিঠ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তারাচরণের হৃদয় মধ্যে সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া এতদিন তাঁহার অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিতেছিল, উহা লীলাবতীর এই কয়েকদিবস বিচ্ছেদে পরিস্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—অঙ্কুরের পরিণাম মহামহীরুহ। এই কয়েক দিবসের বিচ্ছেদে সেই বীজ হস্তপদ প্রাপ্ত হইয়া দস্তুরমত হামাগুড়ি দিতেছিল। গত দশ বৎসরের মধ্যে কত সৌন্দর্য্যময় প্রভাতাকাশ আসিয়াছে—গিয়াছে, কত মৃদু মধুর সন্ধ্যাসমীরণ বহিয়া গিয়াছে, কুঞ্জে কুঞ্জে কত ফুল ফুটিয়াছে, বসন্তের সহচর কত সুতান তুলিয়াছে, কিন্তু তারাচরণের তাহাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। আর এখন কুহুরব হইবামাত্র—মন করে আহ্বান। মনে হয় জীবনে কি যেন অভাব রহিয়া গেল, কি বুঝি হলো না। এখন মালঞ্চে ফুল ফুটিয়াছে, দেখিলে, মনে হয়—বৃথাই ফুটিয়াছ ফুল যদি না সে তোমায় করিল আদর।

লীলাবতী তারাচরণ ভবনে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে তারাচরণের আঁধার ঘর আলো হইয়াছে। দাস দাসী সকলেই লীলাবতীর পুনরাগমনে আহ্লাদিত। হরিদাসীও লীলাবতীকে পাইয়া এবং তাহার শুশ্রূষা গুণে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতেছিল। তারাচরণ এক্ষণে লীলাবতীর পিতৃ বিষয় বৈভব উদ্ধারের মামলা লইয়া কিছু ব্যস্ত আছেন। একজন সুদক্ষ উকীলের হস্তে, তিনি এই মামলার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন এবং আপনি প্রয়োজনীয় সাক্ষী সকল সংগ্রহ করিতেছিলেন। দিবাভাগে তারাচরণ কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতেন বটে, কিন্তু রাত্রে কল্পনা রথে আরূঢ় হইয়া তাঁহাকে স্বর্গের আনাচে কানাচে বেড়াইতে হইত—রথ শরীর খারাপ, মাথা ধরিয়াছে, কোন আপত্তি শুনিত না, তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যবরদস্তি করিয়া লইয়া যাইত।

তারাচরণের তো হাড়ির হাল হইয়াছে---দেখা যাইতেছে। লীলাবতীর কি কিছু হয় নাই। হইয়াছে বৈ কি, তবে স্ত্রীলোকের বুক ফাটে—তো মুখ ফুটে না, তায় লীলাবতীর তেমন কেহ সখী ছিল না—কার কাছেই বা মনের কথা বলে। সখী ছিলনা বটে—কিন্তু দুতী ছিল। শ্যামার মা বা মেনদা ইহাদের সখী বলা যায় না তবে দূতী বলা যাইতে পারে। সখীর নিকট মনের হাহুতাশ জানাইতে হয়, কিন্তু দূতীরা আঁচিয়া লইতে পারে। সুতরাং লীলাবতীর মনের কথা কহারও অগোচর ছিল না। হরিদাসীকে পুঁচকে সখী বলা যাইতে পারে। এই পুঁচকে সখী কিন্তু লীলাবতীর একদিন বড় একটী ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছিল। একদিন লীলাবতী যখন তাহার নিকট

লীলাবতী অলেখ্য দেখিয়া মনে মনে বলিল "তারাচরণবাবুর স্ত্রী সুন্দরী ছিলেন বটে ;" কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "উহুঁ, না, দেখি দেখি, এ যে আমার চেহারা।"

[১৪১ পৃষ্ঠা।

Lakshmibilas Press

বসিয়াছিল সেই সময় তারাচরণ, হরিদাসী কেমন আছে খবর লইতে আসিলে, লীলাবতী তারাচরণকে দেখিয়া ভ্রমক্রমে মাথার কাপড় টানিতেছিল দেখিয়া পুঁচকে সখী বলিল "তুমি যে বাবাকে দেখিয়া বড় ঘোম্‌টা দিচ্চ।"

হরিদাসীর কথায় লীলাবতী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়াছিল। তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। তারাচরণ বাবু চলিয়া গেলে সে তাড়াতাড়ি সে কথা চাপা দিবার জন্য হরিদাসীকে জিজ্ঞাসা করিল "ও ঘরে যে তোয়ালে ঢাকা একখানি ছবি দেখিলাম, উহা পূর্ব্বে তো ওখানে ছিল না। হরিদাসী বলিল "উহাতে আমার মার ছবি আছে, উহাতে হাত দিও না।" এটা হরিদাসীর জ্যেটামি। কারণ সে জানিত না, উহাতে কি আছে। লীলাবতী কিন্তু তারাচরণের স্ত্রীর আলেখ্য দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। সে তখন তারাচরণের শয়নকক্ষে আসিয়া সাবধানে আচ্ছাদন সরাইয়া ফেলিল এবং আলেখ্য দেখিয়া মনে মনে বলিল" তারাচরণ বাবুর স্ত্রী সুন্দরী ছিলেন বটে। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "উঁহু, না, দেখি দেখি, এযে আমার চেহারা।" কিয়ৎকালের জন্য লীলাবতী অনিমিষ নয়নে সেই আলেখ্য পানে তাকাইয়া থাকিয়া আপনাপনি হাসিল। এ হাসির মানে "তাইত আমি এত সুন্দর।" বাস্তবিক ছবি খানি এরূপ সুন্দর চিত্রিত হইয়াছিল, যে হঠাৎ দেখিলেই সজীব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আবার তখনি সে গম্ভীর বদনে চিন্তা করিতে লাগিল—একি রহস্য, আমার ছবি তারাচরণ কোথায় পাইলেন, আমার তো ছবি ছিল না। লীলাবতীর অধরপ্রান্তে আবার হাসির রেখা ফুটিয়া

উঠিল। সে আপনাপনি বলিল "তারাচরণ বুঝিয়াছি, স্ত্রীজাতির প্রতি তোমার ঘৃণা চর্ম্মভেদী মাত্র, অস্থিভেদী নয়।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিবস একজন ভদ্রলোক আসিয়া রামা বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন "তারাচরণ বাবুর কি এই বাটী?" "আজ্ঞা হাঁ" বলিয়া রামা তাঁহাকে তারাচরণ বাবুর নিকট লইয়া চলিল। তারাচরণ তখন একখানি আরাম কেদারায় বসিয়া কল্পনা রথের সাহায্যে লীলাবতীর সহিত ইন্দ্রের নন্দন কাননে হাওয়া খাইতেছিলেন। ইন্দ্র তখন তাঁহার প্রিয় ঐরাবতকে আপন হস্তে উইলসন হোটেলের পাঁউরুটি খাওয়াইতে ছিলেন। অনাহুত এবং রবাহুত ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধবাটিতে আসিয়া, যেরূপে আলগোচা রসগোল্লা সকল বদনে দেন—সেইরূপ প্রণালীতে ইন্দ্রের বৃহৎকায় মহাশয়কে সেই বৃহদাকার রুটি গুলি নির্ব্বিঘ্নে বদনে ফেলিতে দেখিয়া—লীলাবতী হাস্যসম্বরণ করিতে পারিল না। সে হাস্যধ্বনি এতই মধুর যে শ্রবণ মাত্রে ইন্দ্রের ঐরাবত তালে তালে নাচিয়া উঠিল। ইন্দ্র তারাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার সঙ্গে ঐ মনোমোহিনীটি কে?" তারাচরণ দেখিলেন বড় সুবিধা নয়, ইন্দ্রের বুঝি তাঁহার লীলাবতীর উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি জানিতেন যে দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র বড় লম্পট স্বভাব। আর লীলাবতী তাঁহার কে—সে কথার উত্তর তিনি নিজেই জানেন না—তা ইন্দ্রকে কি বলিবেন—সুতরাং ইন্দ্রকে গুডবাই করিয়া যেমন তথা হইতে প্রস্থান করিবেন, অমনি রামার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে শচীপতি ইন্দ্রের ন্যায় একজন যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

আগন্তুক। আপনার নাম কি তারাচরণ রায়?

তারা। আজ্ঞে হাঁ, আপনার কি প্রয়োজন?

আগ। আজ্ঞে ঐটি মাফ করিবেন, ঐটি ছাড়া যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহাই বলিব।

তারাচরণ বলিলেন "এ মন্দ নয়, আপনি কোন প্রয়োজনে আমার নিকট আসিয়াছেন, তাহা বলিবেন না। ভাল আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

আগ। খুব পারেন, আমার নাম শ্রীপরেশনাথ দত্ত, পিতার নাম গণেশচন্দ্র দত্ত, প্রপিতা,—

তারা। মহাশয়, কুলুজি এখন থাক—আপনার কি প্রয়োজন তাহাই বলুন।

আগ। আমার যাহা প্রয়োজন আপনি তাহা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া, অন্তর মধ্যে যে শেল হানিতেছেন—ইহাতে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। আমার প্রয়োজন শুনিলে আপনি আমার কুলুজির দাবি করিবেন—ইহা নিশ্চয় জানিয়া,আপনাকে উহা অগ্রে শুনাইয়া রাখিতেছিলাম। আরও আমার প্রয়োজনের কথা মহাশয়কে বলিতে সক্ষম না হওয়ায় অন্য বিষয় অতিরিক্ত বলিয়া এভারেজে (Average) আপনার সকল কথার উত্তর দেওয়াও উদ্দেশ্য ছিল বটে।

এই সময় শ্যামার মাকে সেইখানে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া পরেশনাথ আনন্দে আপন আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন "হেলো গুডফ্রেণ্ড (Hallow good friend) এখনও বাঁচিয়া আছ?" শ্যামার মা বলিল "পরেশবাবু কোথা হইতে

আসিলেন ?” পরেশনাথ সে কথার কোন উত্তর না করিয়া বলিলেন—তোমরা সব কেমন আছ, লীলাবতী ভাল আছে ?

এই অপরিচিত যুবককে লীলাবতীর সংবাদ লইতে দেখিয়া তারাচরণ, তখন অধিকতর মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আগন্তুকের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। এই যুবক আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পরেশনাথ, ইহা বোধ হয়—আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। পরেশনাথ তখন লীলাবতীদের সহিত কিরূপে তাহাদের পরিচয় হইয়াছিল, সে সকল বৃত্তান্ত তারাচরণকে শুনাইতে লাগিলেন এবং তিনি যে একখানি আলেখ্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, উহা লীলাবতী পাইয়াছে কিনা সে কথাও জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিলেন না।

পরেশনাথ লীলাবতীর অজ্ঞাতসারে তাহার ফটো তুলিয়া লইয়া ছিলেন এবং উহা হইতে ব্রোমাইড এন্‌লার্জমেণ্ট (Bromide enlargement) করিয়া লীলাবতীর নামে তারাচরণ বাবুর ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

তারাচরণ বাবুর সহিত পরেশনাথের লীলাবতী সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। পরে পরেশনাথ অতি বিনীতভাবে—মনে মনে জোড় হস্ত করিয়া,—আধা ইংরাজী আধা বাঙ্গালায় কোন রকমে গোছগাছ করিয়া তারাচরণবাবুর নিকটে লীলাবতীকে তাঁহার বিবাহ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। এই কয়েকটি কথা বলিতে তাঁহার কালঘাম ছুটিয়া গিয়াছিল।

পরেশনাথের কথা সমাপ্ত হইলে—শ্যামার মা বলিল “পরেশ বাবু লীলাবতীর বিবাহের সময় আসিবেন।” শ্যামার মার এই কথায় পরেশনাথ ও তারাচরণ উভয়ে বজ্রাহত পথিকের

গায় চমকাইয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। পরেশনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "বিবাহ স্থির হইল কোথায়?" শ্যামার মা বলিল "আমাদের বাবুর সঙ্গে।" সেই সময় অপর কোনও ব্যক্তি সে স্থলে উপস্থিত থাকিলে তারাচরণ ও পরেশনাথ উভয়ের বিভিন্ন অবস্থা দেখিতে পাইতেন, কিন্তু তাঁহারা কেহ কাহারও কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন না। পরেশনাথ বলিলেন "তারাচরণবাবুর সঙ্গে? উত্তম, অতি উত্তম, শুনিয়া সুখী হইলাম।" সেই সঙ্গে পরেশনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া "আচ্ছা তবে আসি মহাশয়" বলিয়া তারাচরণবাবুকে নমস্কার করিয়া দ্রুত গতিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বাহিরে আসিয়া পরেশনাথ একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে "লীলাবতী—ও—বুক গেল" বলিয়া একটী গাছতলায় বসিয়া পড়িলেন।

পরেশনাথ আর বাটী ফিরিলেন না, বরাবর গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পদব্রজে কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মণিকর্ণিকাঘাটের ধারে যে একখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়—উহাই আমাদের এই উপন্যাসের পরেশ, ক্রমে প্রস্তর হইয়া গিয়াছেন। পরেশনাথ বিদায় হইলে, শ্যামার মা লীলাবতীকে পরেশনাথের বিবাহ ইচ্ছা জানাইল এবং ছবির কথাও বলিল। আর তারাচরণ ভাবিতে লাগিলেন—তাইত শ্যামার মা বলে কি, যদি শ্যামার মার কথা সত্য হয়, তবে উহাকে সোণার বাউটি গড়াইয়া দিব।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

They began to indulge in the
freedom of marriage.

শারদীয়া পূজা আগত প্রায়। ভিখারীরা গৃহস্থের বাটিতে বাটিতে আগমনী গাহিয়া ফিরিতেছে। লীলাবতী আগমনী শুনিতে বড় ভালবাসে। সে ভিখারী দেখিলেই মেনদা কিম্বা শ্যামার মার দ্বারা তাহাদের বাটিতে ডাকাইয়া আনিয়া আগমনী শুনিতেছে ও আশাতীত ভিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিতেছে।

লীলাবতী আগমনী শুনিতে বড় ভালবাসে বলিয়াই হউক, অথবা ঐ সময়ে আগমনী ভাল লাগে বলিয়াই হউক, এক দিবস সন্ধ্যারপর তারাচরণবাবু আপন কক্ষে বসিয়া হারমনিয়ম বাজাইয়া একখানি আগমনী গাহিতেছিলেন।

ইমন কল্যাণ।

কেমন ছিলে মা উমা হরের ঘরে।
সত্য করে বলমা উমা, ওমা আমার মাথার কীরে॥

পরিধানে বাঘাম্বর, ভস্ম মাখা কলেবর।
অহি নাচে শির পরে, থাক গৌরি কেমন ক'রে॥
অন্ন বিনা বারমাস, পাও নাকি মা অশেষ ক্লেশ।
কাজ নাই আর শ্বশুর ঘরে, থাক তুমি গিরিপুরে।
সুখের বা নাহিকো সীমা, সতিনী নাকি আছে মা উমা।
বুড়ো তারে শিরে ধরে, ব'লব এবার সকল কথা
গিরিবরে॥"

লীলাবতী দরজার বাহিরে দালানে প্রদীপালোকে বসিয়া পশম বুনিতে বুনিতে গান শুনিতেছিল।

তারাচরণবাবুর কণ্ঠস্বর আর শুনা যাইতেছে না বটে, কিন্তু হারমনিয়ম তখনও চলিতেছিল, এমন সময় অতি মধুর ও পরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে বাজিয়া উঠিল। তিনি যে সুরে ও তালে গাহিতেছিলেন, লীলাবতীও সেই সুরে ও সেই তালে গান ধরিয়াছে,—তিনি হারমনিয়ম বাজাইতে লাগিলেন।

"ভাল ছিলাম মা হরের ঘরে।
মিছে কেন কর ভাবনা, (ওমা) দিয়াছ যে
মহাদেব দেব করে॥
কুবেরাদি দ্বারী যাঁর, ঐশ্বর্য্যেরি কি অভাব তাঁর।
কত শত দেবরাজ, সদা নতশিরে থাকেন দ্ব'রে॥

সত্য বটে অন্ন বিনা, কভু কভু দিন যায় না।
তাই আপনি অন্নপূর্ণা, বাঁধা আছে তাঁর ঘরে॥
সতিনী আছেন যিনি, ভগ্নীর অধিক যতন
করেন তিনি।
নাম গঙ্গা সুরধুনী, পতিত পাবনী॥
একবার নামে যাঁর।
কোটি কোটি পাপী তরে॥

গান অনেকক্ষণ শেষ হইয়াছে। কিন্তু সুর এখনও ঘরে ভাসিতেছিল। তারাচরণ স্বর্গে কি মর্ত্তে, তাহা তাঁহার বোধগম্য হইতেছিল না। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া তারাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "লীলাবতী এ গান তুমি কোথায় শিখিলে?" তিনি এই গানটি এক বৈঠকি আসরে শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে লীলাবতীকে উহা গাহিতে শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিলেন।

লীলাবতী। আমি পিতার নিকট এই গানটি শিখিয়াছিলাম।

আগমনী গাহিয়া ইহাঁরা দুইজনে বেশ একটি ছোট রকমের প্রেমের অভিনয় করিয়া ফেলিলেন—দেখা যাইতেছে। দেবাদিদেব মহাদেব একসময় গৌরীর মন জানিবার জন্য ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট আগমন করতঃ শিব অতি বুড়া ইত্যাদি নানারূপ শিবনিন্দা করিতে থাকিলে, সতী তদুত্তরে তাঁহার প্রধানা সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"সখি!

তুমি ঐ ভণ্ড যোগীবরকে বারে বারে শিবনিন্দা করিতে বারণ কর। শিবনিন্দা কাণে শ্রবণ মাত্র আমি যে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলাম, সে কথা যোগীবর অবগত নহেন—এইরূপ অনুমান হইতেছে, নতুবা উনি অবলার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিবেন কেন?" মহাদেব তখন আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা কর।"

লীলাবতী সতীও আজ যেন সেইরূপ ভণ্ড তপস্বী তারাচরণের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া তদুত্তরে শিবগুণগান করিল. কিন্তু ভণ্ড তপস্বী তারাচরণ মহাদেবের মতন আত্মপরিচয় দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। তিনি "পেটে আস্‌ছে মুখে আস্‌ছে না" এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া লীলাবতীর আরক্তিম সুন্দর বদনখানি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় লীলাবতী অধর প্রান্তে একটু হাসি প্রকাশিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে তাহাকে কি বলে?" তারাচরণ বলিতে যাইতে ছিলেন, তাহাকে চুরি করা—কিন্তু হঠাৎ কোন কথা মনে হওয়ায়, একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তুমি যখন কলিকাতায় ছিলে, সেই সময় ছবিখানি আসিয়াছিল—তাই তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি। "লীলাবতি! তুমি বড় সুন্দর" এই কথা বলিতে তারাচরণের অনেক দিন ইচ্ছা হইলেও লজ্জায় কখনও সেকথা মুখে আনিতে পারেন নাই. আজ কিন্তু ছবি প্রসঙ্গে তিনি বার বার বলিলেন "তোমার চেহারা কি সুন্দর,—ছবিখানি কি সুন্দর, দেখিলে সজীব বলিয়া বোধ হয়।"

লীলা। ছবি কি আবার সজীব হয়?

তারা। অবিকল হইলেই সজীব হয়। কোনও ব্যক্তি কতকগুলি চিনির সর্প প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছিল। এক বালক একটি পয়সা দিয়া সেই চিনির সর্প একটি ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিতে করিতে মুখে গাঁজলা উঠিয়া মরিয়া গেল। পরে বালকের হঠাৎ মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান চলিতে থাকিলে জনৈক নৈয়ায়ীক বলিলেন, ওহো বুঝিয়াছি—সেই ফেরিওয়ালা ঐ সর্পগুলি এরূপ অবিকল প্রস্তুত করিয়াছিল যে উহা চিনির নির্ম্মিত হইলেও উহাতে বিষ জন্মাইয়াছিল। সেই কারণে উহা ভক্ষণ মাত্র বালকের মৃত্যু হইল।

তারাচরণ যথন বক্তৃতা করিতেছিলেন, লীলাবতী তখন আপনার মুখের মধ্যে বসনাঞ্চলের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া হাস্য সম্বরণের চেষ্টা পাইতেছিল। এক্ষণে তারাচরণের বক্তৃতা শেষ হইলে সে বলিল, "ন্যায়রত্ন মহাশয়! আপনার যখন ছবিখানি এত পছন্দ হইয়াছে—তবে আমি আপনাকে উহা উপহার দিলাম।"

"লীলাবতি! তুমি নবীনা আর আমি—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া তারাচরণ লীলাবতীর আরক্তিম লজ্জাবনত মুখ খানির দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। লীলাবতী একবার মস্তক উত্তোলন করিবা মাত্র চারিচক্ষু পরস্পরের মনের কথা পড়িয়া লইলেন। তারাচরণ দেখিলেন কি সুন্দর চক্ষের ভাব, ইহাকে চক্ষু বলিব, না আঁখি বলিব কিম্বা নয়ন বলিব। এইরূপে লীলাবতীর রূপসুধা পান করিতে করিতে হঠাৎ তারাচরণ উৎসাহিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "লীলাবতি! তবে কি তুমি সত্যই আমাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছ?"

হরিবোল, কি বিপদ, বুড়ো হলে মানুষের বুদ্ধি সুদ্ধি সত্যি সত্যি লোপ পায়। মনস্থ, কণ্ঠস্থ, এসকল অনেক দিন করা হইয়াছে—এক্ষণে পাত্রস্থ হইলেই হয়। লীলাবতীরও মেঘে মেঘে বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিতেছ না।

তারাচরণবাবু প্রণয়ে প্রবীন ছিলেন বলিয়া দেখা যাইতেছে। তিনি লীলাবতীকে বলিলেন "বেশ তবে আমি যাহা ভুলিয়া গিয়াছি, তুমি আমাকে শিখাইবে—আর তুমি যাহা জানন৷ আমি তোমায় শিখাইব।" লীলাবতীও তথাস্তু বলিয়া সেই দিবস হইতে তারাচরণের শিক্ষার ভার আপন হস্তে লইয়া বলিল "ভরসা করি ক খ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে না।"

তারাচরণ বলিলেন "না ততো বয়স হয় নাই, কবিতাপাঠ হইতে আরম্ভ করিলেই চলিবে।"

লীলাবতী বলিল "উত্তম—মাঝে মাঝে পরীক্ষা লইব।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"In an instant I felt elasped in his powerful arms
And immediately lost all my girlish alarms"

পাঠক! ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গায় পালভরা পানসী নির্দ্দিষ্ট স্থানে (Destination) পৌছাইবার উদ্দেশে যাইতে দেখিয়াছেন কি? লীলাবতীও এক্ষণে সেইরূপ চলিয়াছে। সন্ন্যাসী কন্যা লীলাবতী পূর্ব্বে পূজার পুষ্পচয়ণ করিয়া, ভূতের গল্প শুনিয়া যে আনন্দ পাইত, এক্ষণে তাহাতে আর সে আনন্দ নাই। এক্ষণে একমাত্র তারাচরণই তাহার সকল আনন্দের কেন্দ্রস্থল বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিলে আনন্দ, তাঁহার কথা শুনিলে সুখ, তাঁহাকে ভাবিলে শান্তি—কালের কুটিলগতি এইরূপ। এক্ষণে কোন দিবস তারাচরণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ না হইলে অথবা কথাবার্ত্তা কহিবার সুবিধা না ঘটলে, মৌতাতী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাহার হাই উঠে, চোখ দিয়া জল পড়ে—প্রেম এক প্রকার মৌতাত। লীলাবতীর যৌবন জলতরঙ্গে বান ডাকিয়াছে, বাঁধ ভাঙ্গিয়া থৈ থৈ করিতেছে। কোন রকমে দিন কাটে তো রাত কাটে না।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে, এখনও তারাচরণ বাটি আসিলেন না। লীলাবতী তখন অভিমানিনী হইয়া ছাদে আসিয়া আঁচলে ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ, ধরিতে বসিল। একে চাঁদিনী রাত্রি, তাহে শরতের চাঁদ আকাশে সৌন্দর্য্য যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। লীলাবতী দেখিল কত মেঘ চাঁদের কাছে আসিল, দুই একটি কথাবার্ত্তা কহিয়া আবার আপন কার্য্যে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার তারাচাঁদ তো আসিল না। কতক্ষণ পরে তারাচরণ বাটি আসিয়া লীলাবতীকে পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া অবশেষে ছাদে আসিলেন। দেখিলেন আকাশে শরতের চাঁদ মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছে, আর ভূতলে তাঁহার হৃদয়ের চাঁদ মৃদু মৃদু গাহিতেছে—

"হায় শশী জ্বালা সহিব কেমনে।
যৌবনের এ যাতনা, সহেনা আর লাঞ্ছনা॥
পড়েছি এমন অরসিক করে।
আপনি নিলে না, পরকে দিলে না॥"

সকল গালাগালি সহ্য হয়, কিন্তু কেহ কাহাকেও অরসিক বলিলে সহ্য হয় না। সুতরাং তারাচরণ যে অরসিক নহেন ইহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়া লীলাবতীকে দেখা দিয়া বলিলেন "এ রত্ন কি প্রাণধরে পরকে দেওয়া যায়।" অদর্শনে যত দুঃখ দর্শনে তাহা থাকে না, ইহাই প্রেমের গুহ্য ব্যাখ্যা। লীলাবতী তারাচরণের সাক্ষাৎ লাভে অভিমান ত্যাগ করিয়া

বলিল "আর অত ভালবাসা জানাতে হবে না। বিশ্বকর্ম্মা যা কারিকর তাহা জগন্নাথ দর্শনেই উপলব্ধি হয়।"

তারাচরণ অতি উৎসাহিত কণ্ঠে বলিল "প্রকৃতই তাই, জগন্নাথ বন্নতিরেকে বিশ্বকর্ম্মার কারিকুরি নিপুনতা বোঝা যাইত না।" লীলাবতী তারাচরণের কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিল "বিশ্বকর্ম্মা যদি কারিকর, তবে আনাড়ী কে?" তারাচরণ গম্ভীর ভাবে বলিলেন "জগন্নাথ জাগ্রত তাহা তো জান, ইহাই বিশ্বকর্ম্মার কারিকুরী জানিবে। বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ নিপুন কারীকর যে কাষ্ঠখণ্ড তাঁহার হস্তে সজীব হইল। ইহা অপেক্ষা অধিক কারিকুরির পরিচয় আর কি আছে। বাহ্যিক নাক খেঁদা দেখিলে কি হয়। আমিও তোমায় মনে মনে ভালবাসি, বাহ্যিক কি দেখাব।" লীলাবতী তখন তারাচরণের বিদ্যাবুদ্ধির অনেক প্রশংসা করিয়া চাঁদের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "দেখ দেখ কত চকর চাঁদের সুধা খাইতে যাইতেছে।"

তারাচরণ ঘাড় তুলিয়া বলিলেন "কৈ দেখি?"

লীলা। ঐযে সেই খুব উঁচুতে।

তারাচরণ তবুও কিছু দেখিতে পাইলেন না, তবে পাছে লীলাবতী মনে করে চোখের জ্যোতিঃ কমিয়া গিয়াছে, তাই বলিলেন "হাঁ হাঁ দেখিতে পাইয়াছি—বেশ, বড় সুন্দর।"

লীলাবতী আকাশে চাঁদ দেখিতেছে, আর তারাচরণ ভূতলে চাঁদ দেখিতেছেন। দুই জনেই আত্মহারা দুই জনেই আবেশে অবশাঙ্গ। তারাচরণ অনিমেষ নয়নে লীলাবতীর চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইচ্ছা একবার চকোর হইয়া

সুধা পান করেন। তখন চাঁদ দেখিতে দেখিতে তারাচরণের হৃদয়ে তরঙ্গোচ্ছ্বাস উঠিল। তিনি গলা কাঁপাইয়া বলিলেন "লীলাবতি, লীলাবতি"—লীলাবতীও একটু স্বর করিয়া উত্তর দিল "কেন, কি হয়েচে?"

তারাচরণ কি বলিবেন—খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন "তোমার নামটি বড় মিষ্ট।"

লীলা। এই কথা, তবে প্রত্যহ প্রাতঃকালে দুইবার আমার নাম মুখে লইয়া এক ঘটি জল খাইও, তাহাইলে আর পিত্ত পড়িবে না।

তারা। ঠিক বলিয়াছ, উহাতে আহার ঔষধ দুই হইবে। সত্যই লীলাবতী তুমি এক্ষণে আমার আহার ঔষধ দুই হইয়াছ। আমার হৃদয় শ্মশান হইয়া গিয়াছিল। আমি স্থির করিয়াছিলাম বনে বাস করিব তবে—

লীলা। তবে রাস্তায় যাইতে যাইতে যখন ভাবিলে, যে বনে বড় মশা সেখানে মশারি ফেলিয়া দেবে কে—তখন বুঝি আর যাওয়া হইল না?

তারা। তুমি বড় দুষ্ট হইয়াছ, বিদ্রূপ করিতেছ?

লীলা। বিদ্রূপ কেন করিব, বনে যাওয়া তোমাদের যদ্রূপ ঘটিয়া থাকে তদ্রূপ বলিতেছি। রামচন্দ্র পিত্রাজ্ঞায় বনে গিয়াছিলেন, শীকারীরা বাঘ শীকার করিতে বনে যায়। তুমি বনে যাইতেছিলে কেন?

তারা। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে।

লীলা। আচ্ছা ও কথা এখন থাক, কবিতাপাঠ কতদূর মুখস্থ হইল তাহা বল।

তারা। তুমি কি আমাকে এতই অপদার্থ মনে কর যে সত্যি সত্যি কবিতা মুখস্থ করিয়া তোমায় শুনাইতে হবে।

লীলা।, তবে অনেক জান, না, একটা বল না।

তারা। পাগল হইয়াছ না কি, কবিতা বল বলিলেই অমনি বলা যায়। এই বলিয়া তারাচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু লীলাবতী, যাহার নাম করিয়া জল খাইলে পিত্ত পড়ে না, তিনি সহজে ছাড়িবেন কেন? লীলাবতী পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

তারা। কি যাইতে দেবে না?

লীলা। সে তো তোমারি হাত, একটি কবিতা বলিয়া সুবোধ বালকের মতন পাত্তাড়ি বগলে করিয়া গট্‌গট্‌ করিয়া চলিয়া যাওনা কেন।

তারা। কি বিপদ, আমি কি তোমার পাঠশালে পড়িতে আসিয়াছি নাকি? তুমি এত দুষ্ট জানিলে—

লীলা। গতস্য শোচনা নাস্তি। ভাবিতে উচিৎ ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। তারাচরণ পরাস্থ হইয়া যুক্তকরে বলিলেন "দ্বারী ছাড়্ রে দুয়ার প্রবেশি মন্দিরে।"

লীলা। আজ কাল ঐপ্রকার কবিতার রেওয়াজ নাই। হাল্‌ফেসানের রুচি মাফিক একটা ভাল দেখিয়া বল।

তারা। তবে একান্ত শুনিবে।

লীলা। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় কাগজ কলম লইয়া আইস, আমি মাহয় তাহাতে লিখিয়া,পড়িয়া নাম সহি করিয়া দিতেছি—যে কবিতা না শুনিয়া জল গ্রহণ করিব না।

বচনের বহর দেখিয়া তারাচরণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন কি বিপদেই পড়িয়াছি। ক্ষামকা কি কবিতা বলা যায়। তারাচরণ এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবতী যেখানে বিপদ ঘটান সেখানে ভগবানের বড় একটা হাত থাকে না। ভগবান তারাচরণকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না, ভগবতী তখন ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া চক্ষু ফুলাইয়া বলিলেন "এই তুমি ভালবাস।"

তারাচরণ আর ভাবিবার অবসর পাইলেন না, একবার মাত্র চারিদিকে নেত্রপাৎ করিয়া বলিলেন—"প্রিয়ে সাধ হয় মনে—

"নিরজন নদী তীরে, বসন্ত সমীরে।
আকুল কোহেলা তুলিবে সুতান॥
সেথা কুসুমিত বনে, তন্দ্রালস নয়নে।
চন্দ্রিমা রথে বসি শুনিব সে গান॥
সে এসে আচম্বিতে, সরা'বে মুখ হ'তে।
চঞ্চল চিকুর আঁখি আভরণ॥
মুছাবে সে অঞ্চলে, কপাল শিশির জলে।
ফুল ডালি দেবে হাসি' দেখিগো স্বপন॥

কবিতাপাঠ শেষ হইলে তারাচরণ লীলাবতীকে বলিলেন "এইবার তোমার পালা।" লীলাবতীকে সাধিতে হইল না; সে দ্বিরুক্তি না করিয়া আপন হস্তখানি তারাচরণের কপালে স্পর্শ করতঃ বলিল—'উলুকুটু ধুলুকুটু নলের বাঁশী, নল করেছে একাদশী"—তারাচরণ বাধাদিয়া বলিলেন 'একি কবিতা!" "ইহার

দাম লাক টাকা” এই বলিয়া লীলাবতী চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তারাচরণ তাহার সুকোমল হস্তখানি ধারণপূর্ব্বক বলিলেন “মূল্য লইয়া যাইবে না ?” তারাচরণের করস্পর্শে লীলাবতী লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া—তাঁহার বক্ষোপরে ঢলিয়া পড়িল। তারাচরণ তখন সন্তর্পণে অতীব সন্তর্পণে—ক্ষৌরকারে যেরূপে ক্ষুরের ধার পরীক্ষা করে, ভয় পাছে তাঁহার করস্পর্শে রক্ত জমিয়া যায়—লীলাবতীর চিবুক ধারণ করিয়া সেই সুপক্কবিম্বাধর স্পর্শকরতঃ উচিৎ মূল্য প্রদান করিলেন। তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়া উপরে চন্দ্রদেব লজ্জায় মেঘের আড়ালে মুখ লুকাইলেন। লীলাবতী দেখিল জগৎ অন্ধকার।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"An advertisement caught my sight
And thrilled the nerves within in fright"

লীলাবতীর দিনগুলি এক্ষণে একরকম বেশ গুজরান হইতেছিল। সে এক্ষণে রন্ধনশালায় গোধূমচূর্ণচপেটিকা ভাজিতেছে আবার তারাচরণের নিকট রোমিও জুলিয়েটের প্রেম কাহিনীও শুনিতেছে। তবে অনেক সময় তারাচরণ ভাবিতে ভাবিতে হলুদ পিশিতে আপনার আঙ্গুল পিশিয়া ফেলে। আর তারাচরণবাবু যাঁহাকে কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার খনি সংক্রান্ত কাজ কর্ম্ম ব্যতীত অপরাপর বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখা গিয়াছে, এক্ষণে প্রায়ই তাঁহাকে সেই কর্ম্মস্থল হইতে মাথা ধরাইয়া সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। অনেক সময় বারাণ্ডাস্থিত ফুল গাছের টবগুলিতে স্বহস্তে জলসেচনও করিয়া থাকেন। এক দিবস তারাচরণবাবু মাথা ধরাইয়া দুপুরবেলা বাটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লীলাবতী তখন এক হস্তে পাখা লইয়া ও অপর হস্তে ওডিকলোন ঢালিয়া তাহাতে ন্যেকড়া ভিজাইয়া পটি প্রস্তুত করিয়া

তারাচরণের কপালে বসাইয়া দিতে লাগিল এবং তাহার আর দুইখানি হাত না থাকায় সে তারাচরণের মাথায় ও পায় হাত বুলাইয়া দিতে পারিতেছে না—সে জন্য মনে মনে বিধাতার প্রতি দোষারোপও করিতে লাগিল।

লীলাবতি! তোমার দুইখানির অতিরিক্ত হাত নাই বলিয়া দুঃখ করিও না—উহা থাকিলে তুমি কি আজ তারা-চরণের সেবা করিতে পাইতে। তাহা হইলে কোম্পানির লোক আসিয়া এতদিনে তোমাকে অসাধারণ জীব বলিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিত—অসাধারণ অনেক ক্ষেত্রে বিপদ জনক।

কিছুক্ষণ এইরূপ সেবাশুশ্রূষা চলিতে থাকিলে, তারাচরণ বাবু একটু সুস্থ হইয়া পান তামাকের বাসনা জানাইলেন। লীলাবতী বলিল—"মাথা ধরিলে তামাক খাওয়া ভাল নয়" তারাচরণবাবু একটু বিদ্রুপের স্বরে বলিলেন "এই যে ডাক্তারি বিদ্যাও হস্তগত আছে দেখচি।" লীলাবতী আর কিছু না বলিয়া পান আনিতে গেল এবং রামাকে তামাক লইয়া উপরে যাইতে বলিল। আসল কথা ভড়াৎ ভড়াৎ করিয়া বুড়ার মতন তামাক খাওয়াটা লীলাবতী দেখিতে পারিত না।

লীলাবতী চলিয়া গেলে তারাচরণবাবু এক খানি বাঙ্গালা খবরের কাগজ লইয়া দেখিতে লাগিলেন। তারাচরণের কাগজ পড়ায় তত মন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি কাগজখানি লইয়া একবার এখানটা একবার সেখানটা (at random) উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে ছিলেন। হঠাৎ একস্থানে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি একটি বিজ্ঞাপন

পড়িতে পড়িতে কাগজ হস্তে লাফাইয়া উঠিলেন। এই সময় লীলাবতী তাম্বূল হস্তে সেই ঘরে প্রবেশ করিতেছিল।

তারাচরণকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া বলিল "ইহারি মধ্যে আবার কি হইল, লাফালাফি করিতেছ কেন—এখনি যে আবার মাথা ধরিবে।" তারাচরণ তখন লীলাবতীর হস্তে কাগজ খানি দিয়া বলিলেন "এই দেখ।" লীলাবতী পড়িল—

২০০৲ দুই শত টাকা পুরস্কার।

"শশাঙ্কশেখর সর্ব্বজ্ঞ নামে একজন ডাকাতি মামলার আসামী জেলখানা হইতে পলায়ণ করিয়াছে। যিনি ঐ ব্যক্তিকে ধরাইয়া দিতে পারিবেন, অথবা তৎপক্ষে পুলিশের সহায়তা করিতে পারিবেন, তিনি উপরোক্ত পুরস্কার পাইবেন। বিশেষ বিবরণ হুগলীর থানায় অবগত হইতে পারিবেন।"

পুলিশ কমিশনার।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তারাচরণ জামা কাপড় পরিয়া ছড়ি হস্তে রাস্তায় বাহির হইলেন, ইচ্ছা একবার থানায় যাইয়া ব্যাপারটা জানিয়া আসেন। তারাচরণবাবু বাটী হইতে বাহির হইয়াই, দেখিলেন একব্যক্তি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে, তারাচরণ চিনিলেন সেই কাঠুরিয়া—যাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠের কবল হইতে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল "হুজুর সেই লম্ব দাড়িওয়ালা লোকটাকে আজ এইমাত্র সেই ভাঙ্গাবাড়ীতে ঢুকিতে দেখিলাম। আমি জানিতাম সে ব্যাটা জেল খানায় পচিতেছে।"

"তুমি এখন একথা আর কাহারও নিকট বলিও না, আমি

থানায় যাইতেছি। যদি তাহাকে ধরিতে পারা যায় তাহা হইলে, আমি তোমায় কিছু পুরস্কার পাওয়াইয়া দিবার চেষ্টা করিব।" এই বলিয়া সেই কাঠুরিয়াকে বিদায় করিয়া তারা-চরণবাবু থানার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন দারগা সাহেবের সহিত একটি ভদ্রলোক দ্রুতপদে সেই দিকেই আসি-তেছেন। তাঁহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে দারগাসাহে-বের সঙ্গী ভদ্রলোকটি বলিলেন "এই যে তারাচরণবাবু, সব মঙ্গল তো, শ্রীচরণ একেবারে মহার্ঘ করিয়া ফেলিয়াছেন, দেখা সাক্ষাৎ আর পাবার যো নাই।" তিনি এরূপ ভাবে তারা-চরণের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সহিত তারাচরণবাবুর কতকালের আলাপ পরিচয় আছে। তারা-চরণবাবু এতক্ষণ সবিস্ময়ে তাঁহার মুখাবলোকন করিতেছিলেন, এক্ষণে বলিলেন" অপরাধ লইবেন না, আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনিতে পারিতেছি না, তবে কোথায় যেন দেখিয়াছি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে।"

ভদ্র। সে কি মহাশয়, এত আলাপ ইহারি মধ্যে ভুলিয়া গেলেন, যাহা হউক দেখিয়াছেন বলিয়া যখন মনে হইতেছে, তখন বোধ হয় আর একটু পরিচয় পাইলেই চিনিতে পারি-বেন--বেশ করিয়া মনে করিয়া দেখুন দিকি সেই "হরি" নামে একটা মেয়ে মানুষের বাটীতে আমাদের প্রথম আলাপ হয়---তবে সে সময় আপনি একটু বেএক্তার অবস্থায় ছিলেন, তাই ঠিক মনে হইতেছে না।

ভদ্রলোকের সদালাপে তারাচরণ তাতিয় উঠিাছিলেন,

সুতরাং মাতৃভাষা পরিত্যাগ করতঃ তিনি বলিলেন—"Please mend your tongue. I warn you against the repetition of such false remarks"

দারগাসাহেব তখন তারাচরণকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আপনি কি স্বনামখ্যাত গোয়েন্দা শ্রেষ্ঠ রঙ্গলাল বাবুকে চিনেন না।" দারগা সাহেব রঙ্গলালবাবুকে লইয়া তারাচরণবাবুর বাটীতে আসিতেছিলেন। দূর হইতে তারাচরণকে দেখিতে পাইয়া গোয়েন্দা মহাশয়কে চিনাইয়া দিয়াছিলেন।

তারাচরণবাবু তখন রঙ্গলালের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন এবং অনুনয় বিনয় সহকারে বলিলেন "মহাশয় যদি এতদূর আসিয়াছেন, তবে দয়া করিয়া গরিব-খানায় পদার্পণ করিয়া আমাকে কিনিয়া রাখুন।" রঙ্গলাল বাবু কোনরূপ আপত্তি না করিয়া দারগা সাহেবের সহিত তারাচরণবাবুর বাটিতে আসিলেন। তারাচরণবাবু তখন কর্ম্মকর্ত্তার ন্যায় ব্যস্ত হইয়া—"রামা তামাক দিয়ে যা, হরিদাসী মা! তোমার মাষ্টার মশায়ের কাছ থেকে গোটাকতক পান চেয়ে নিয়ে এসত, ইত্যাদি বচন আওড়াইয়া, তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। রামার তামাক লইয়া আসিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া তারাচরণবাবু পকেট হইতে সিগারেটের কেস বাহির করিয়া রঙ্গলালের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন "মহাশয় সিগারেট খান কি?"

"আজ্ঞে বিনামূল্যে পাইলে আমরা বিষ পর্য্যন্ত পাইয়া থাকি।" এইরূপ বলিতে বলিতে কেস হইতে এক সিগারেট

লইয়া মুখে গুজিলেন এবং দেয়াশালাই সাহায্যে উহা ধরাইয়া বেশ গোল রকমের ধোঁয়া ছাড়িয়া রঙ্গলাল বলিলেন” “সে যাহা হউক আপনি কিন্তু বেশ মাষ্টারটি পাইয়াছেন, তিনি আপনার কন্যাকে পড়ান আবার পান সাজিয়াও থাকেন দেখিতেছি। আমি মশাই আমার ছেলেকে ইংরাজী পড়াইবার জন্য একটি মাষ্টার রাখিয়াছি, কোন দিন যদি আমার ছেলে তাঁহাকে ভুগোলের কোনও একটা কথা জিজ্ঞাসা করে—তবে তিনি বলেন সে কথাত ছিল না, কেবল ইংরাজী সাহিত্য পড়াইবার কথা আছে। এই প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া তারাচরণ সর্ব্বজ্ঞ সম্বন্ধে কথা পাড়িলেন এবং তিনি কাঠুরিয়ার নিকট কিছু পূর্ব্বে যাহা শুনিয়া ছিলেন তাহাও বলিলেন। তখন কি উপায়ে সর্ব্বজ্ঞকে পাকড়াও করিতে পারা যায়, সেই বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ চলিতে লাগিল। পলাতক আসামী সর্ব্বজ্ঞকে ধরিবার ভার গোয়েন্দাশ্রেষ্ঠ রঙ্গলাল বাবুর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

"A man of flesh and blood
Or a spirit of the other world"

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে এই কার্ত্তিক মাসের হিমে দুইটী লোক একখানি ভগ্নাবশিষ্ট বাগানবাটির পশ্চাতে একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া চারিদিকে নেত্রপাৎ করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ করিয়া দুটি একটী কথা কহিতেছিলেন। একজন অপর ব্যক্তিকে বলিলেন এখন লণ্ঠন জ্বালাইয়া কাজ নাই, চলুন এইদিক দিয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করা যাউক। তখন তাঁহারা দুইজনে অতি সতর্কতার সহিত চারিদিকে নেত্রপাৎ করিতে করিতে সেই ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করিবার পর লণ্ঠন জ্বালানই তাঁহাদের সাব্যস্ত হইল। তখন তাঁহারা দুইজনে একহস্তে লণ্ঠন এবং অপর হস্তে গুলিভরা পিস্তল লইয়া সেই বৃহৎ অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা উপরের এবং নীচের প্রতি ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও জনমানবের সাক্ষাৎ পাইলেন না। পোড়োবাড়ির যেরূপ

অবস্থা হইয়া থাকে স্থানে স্থানে জঙ্গল হইয়া আছে এবং ঘর গুলিতে চামচিকা, বাদুড়, ভোদোড় ইত্যাদি পশু পক্ষীগণ আশ্রয় লইয়াছিল। মনুষ্যাগমনে তাহারা ফুড়ুৎ ফড়াৎ করিয়া চারিদিকে উড়িতে লাগিল।

সমস্ত বাটিখানি উপর নীচে দুই তিনবার ঘুরিয়া ফিরিয়া এক্ষণে তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া উপরের বারাণ্ডার ধারে আসিয়া এদিক ওদিক নেত্রপাৎ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া একজন অপরকে বলিলেন "দেখুন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে এই বাটির মধ্যে কোনও লোক আসিয়াছিল সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই।"

"আজ্ঞে সে কথা আমি আপনাকে অনেকক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম এবং সেইজন্যই যে আমরা এখানে আসিয়াছি, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।"

তারাচরণের নিকট সর্ব্বজ্ঞের সন্ধান পাইয়া গোয়েন্দা রঙ্গলাল বাবু এই বাটিতে তাহার সন্ধানে আসিতে স্থির করিলে তারাচরণও তাঁহার সহিত আসিবার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তারাচরণের সহিত রঙ্গলাল বাবুর বন্ধুত্ব জমিয়া গিয়াছিল, তিনি দেখিলেন তারাচরণ বলিষ্ঠ ও সাহসী, এরূপ একজন লোক সঙ্গে থাকা মন্দ কথা নয়। সুতরাং সে পক্ষে কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহারা দুইজনেই আসিয়াছিলেন।

তারাচরণবাবুর বিদ্রুপে তিনি হাঁসিতে হাঁসিতে হস্তস্থিত লণ্ঠনটি একটু তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন "ঐ দেখুন উঠানের গাছ গুলি সমস্ত শুইয়া পড়িয়া আছে, কে যেন কিছু পূর্ব্বে অতি

তাড়াতাড়ি ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা যখন এইরূপে পরস্পরে কথা কহিতে ছিলেন, সেই সময় তারাচরণ বাবু হঠাৎ সিঁড়ির দরজার পাশ হইতে একখানি বৃহৎ মুখ উঁকি মারিতেছে দেখিতে পাইয়া "কেও" বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চীৎকারে রঙ্গলাল বাবু যেমন সেইদিকে মুখ ফিরাইলেন, অমনি সভয়ে দেখিলেন একখানি বৃহৎ মুখ কে যেন সরাইয়া লইল। তাঁহারা দুইজনেই তৎক্ষণাৎ সেই মুখের অনুসরণ করিলেন, কিন্তু আর দেখিতে পাইলেন না। তখন আবার তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত বাটিখানি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কাহারও সাক্ষাৎ পাইলেন না। অবশেষে তাঁহারা আক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, চলুন আজ বাটি ফিরিয়া যাওয়া যাউক। তাঁহারা বাটি হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন, এমন সময় আবার দেখিলেন—একটা লোক যেন শাঁ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া উপরের সিঁড়ির দিকে চলিয়া গেল। রঙ্গলাল বলিলেন "একি Haunted house ভূতের বাড়ী নাকি ?"

"আশ্চর্য্য নয় মহাশয়, সর্ব্বজ্ঞ ব্যেটা অনেক রকম মন্ত্র তন্ত্র জানে, তাহার পোষা ভূত, পেত্নিও ছিল, সে বেটার কাণ্ড কারখানা বোঝা বড় দুরূহ" এইরূপ কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা আবার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিলেন। দুই চারিটা সিঁড়ি উঠিবার পর একটা বাঁকের মুখ হইতে তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন, একটা লোক তাঁহাদের দুই চারিটা সিঁড়ী আগে আগে উঠিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া রঙ্গলাল বাবু একটু থম্‌কাইয়া গেলেন, কিন্তু তারাচরণ বাবু সখের

গোয়েন্দা (Amateur) কিনা সুতরাং সাহসও কিছু অধিক। তিনি উহাকে ধরিবার জন্য দ্রুতপদে সিঁড়ী বাহিয়া উঠিতে লাগিলেন, সে লোকটাও পূর্ব্বাপেক্ষা একটু দ্রুতপদে ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারাচরণ তাহার পশ্চাৎধাবণ করিয়াছিলেন—এই ধরেন আর কি, এমন সময় সে লোকটা উপরের একটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তারাচরণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইয়া দেখিলেন, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। ইতি মধ্যে রঙ্গলাল সেখানে আসিয়া পড়িলেন এবং তারাচরণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "বন্ধু চল বাটী ফিরিয়া যাওয়া যাক, শেষটা কি ভূতের হাতে প্রাণটা হারাতে হবে।" তারাচরণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দরজায় পদাঘাত করিলে—মড় মড় শব্দে দরজা ভাঙ্গিয়া গেল—সম্মুখে সেই মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তারাচরণ বাবু তাহার মস্তক লক্ষ করিয়া হস্তস্থিত পিস্তল ছুড়িলেন, ঝনঝন শব্দে একটা ভাঙ্গা শার্সির অবশিষ্ট অংশটুকু ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সেই মুক্তপথ দিয়া পিস্তলের ধূমরাশি বাহির হইয়া যাইতে লাগিল।

তাঁহারা দুইজনেই ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন—কোথাও কিছুই নাই। তাহারা দুই তিন ঘণ্টা এইরূপে উপর নীচে করিয়া এক্ষণে ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া সেই ঘরের মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন। রঙ্গলাল জামার পকেট হইতে দুইটি সিগারেট বাহির করিয়া একটি তারাচরণকে দিলেন এবং অপরটি আপনি ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। রঙ্গলাল বাবু একটি মাত্র টান লাগাইয়া সিগারেটটি হাতে করিয়া ধরিয়াছেন তখনও তাঁহার মুখ হইতে সিগারেটের ধূম নির্গত হইতেছিল,

তাঁহারা অর্দ্ধাজ্ঞানাবস্থায় দেখিতে লাগিলেন যে, দরজার বাহিরে চৌকাটে হাত দিয়া একটি মনুষ্য মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার গলাটি অর্দ্ধেকের উপর হাঁ করিয়া রহিয়াছে। ১৬৯ পৃষ্ঠা।

Lakshmibilas Press.

আর তারাচরণ সিগারেটটি দাঁতে করিয়া ধরিয়া দেয়াশালাই সাহায্যে উহা ধরাইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দরজার বাহিরে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—যিনি যে অবস্থায় ছিলেন তিনি সেই অবস্থায় রহিলেন, মুখে বাক্য সরিতেছে না; সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চ হইয়া মাথার চুল সকল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে— একি সর্ব্বনাশ, একি ভয়াবহ দৃশ্য। তাঁহারা অর্দ্ধাজ্ঞানাবস্থায় দেখিতে লাগিলেন যে, দরজার বাহিরে চৌকাটে হাত দিয়া একটি মনুষ্য মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার মুখখানি পাংশুটে বর্ণ ও অতি বিষাদময়; কিন্তু তাহার গলাটী অর্দ্ধেকের উপর হাঁ করিয়া রহিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে প্রবল রুধির ধারা বহিতেছে এবং সেই মূর্ত্তি এক দৃষ্টে অথচ অতি করুণ নেত্রে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন তাঁহাদের কাছে কিছু ভিক্ষা অথবা মর্ম্মবেদনা জানাইতে চায়। কিয়ৎকাল এই ভাবে কাটিলে পর রঙ্গলাল সাহসে ভর করিয়া বলিলেন "কে তুমি, কি চাও? তখন সেই মূর্ত্তি একপদ অগ্রসর হইল, তারাচরণ রঙ্গলালের হাত ধরিলেন—সেই মূর্ত্তি আরও একপদ অগ্রসর হইল। রঙ্গলাল পুনরায় বলিলেন "কে তুমি, কি চাও?" কিন্তু তাঁহার গলার স্বর ক্রমে অতি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তারাচরণ পূর্ব্বে রঙ্গলালের হাত ধরিয়াছিলেন, এক্ষণে দুইজনে কাঁপ-জড়ামড়ি করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল (more dead than alive) কেবল মাত্র একটু একটু নিশ্বাস পড়িতেছিল।

এইভাবে কিয়ৎকাল কাটিলে রঙ্গলাল কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলে ভাবিতে লাগিলেন—আমরা এত ভয় পাইতেছি কেন,

অনেকক্ষণ হইতে এই কাণ্ড দেখিতেছি, ইহাদের যদি আমাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিত, তবে এতক্ষণে উহা সাধন করিতে পারিত। রঙ্গলালবাবু তারাচরণবাবুকে এই সকল যুক্তি দ্বারা উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময় আবার তাঁহারা দেখিলেন, সেই মূর্ত্তি তাঁহাদের বাহিরে আসিতে সংকেত করিতেছে। তখন দুই বন্ধু পরস্পরে মুখ চাওয়াচাহি করিতে করিতে রঙ্গলাল "চলুন দেখা যাক ব্যাপারটা কি" বলিয়া তারাচরণের হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই মূর্ত্তির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা উপর হইতে নীচে আসিলেন। সেই মূর্ত্তি তাঁহাদের আগে আগে যাইতেছে এবং এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া হস্তসঞ্চালন দ্বারা তাঁহাদিগকে তাহার অনুগমন করিতে ইঙ্গিত করিতেছিল। তাঁহারা লণ্ঠন দুইটি এবং পিস্তল দুইটি খুব সতর্কতার সহিত ধরিয়া সেই মূর্ত্তির পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন।

অগ্রগামী মূর্ত্তি একটি ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহারাও সাহসে ভর করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন সেই মূর্ত্তি একটি দেয়ালের নিকটে আসিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তাঁহারা তখন সেই দেয়ালের নিকট যাইয়া লণ্ঠন সাহায্যে সেই স্থানটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে করিতে দেয়ালের গায় একটি চোরা দরজা দেখিতে পাইলেন। অনেক চেষ্টার পর রঙ্গলালবাবু চিচিং ফাঁক করিতে কৃতকার্য্য হইলেন—কিন্তু দরজাটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ পূতিগন্ধ তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন যে আর একপাও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহারা লণ্ঠন সাহায্যে সেইখান হইতে

দেখিতে পাইলেন যে, সেই অন্ধকারময় চোরাকুঠরির মধ্যে একটা কাঠের সিন্দুক রহিয়াছে। রঙ্গলাল বাবু উহার মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। তখন তাঁহারা নাকে রুমাল গুজিয়া কোন রকমে সেই দুর্গন্ধময় ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সিন্দুকের ডালা তুলিয়া দেখিলেন—রাম রাম—উহার মধ্যে একটা গলাকাটা মানুষের দেহ পড়িয়া রহিয়াছে—মাংস সকল পচিয়া স্থানে স্থানে দেহ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে—সেই দুর্গন্ধময় স্থানে তাঁহারা আর তিষ্ঠাইতে পারিলেন না। তাঁহারা তখন রাম নাম জপিতে জপিতে দ্রুতপদে একেবারে বাটির বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—রাত্রি শেষ।

এখনও ঠিক প্রভাত হয় নাই। সূর্য্যোদয়সূচক প্রথম রশ্মি-কিরীট এখনও পূর্ব্বগগণে দেখা দেয় নাই। লীলাবতী আপন শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তারাচরণের শয়ন কক্ষ সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া উদ্যানস্থিত পুষ্পরাজীর পরিমলবাহী প্রভাত বায়ু সেবন করিতেছিল এবং তারাচরণবাবু রাত্রে বাটী ফিরেন নাই কেন সেই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় তারাচরণবাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন—চারি-চক্ষু এক হইল, লীলাবতীর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, তাহার সকল দুর্ভাবনা কখন অপসারিত হইল—তাহা সে জানিতেও পারিল না। তারাচরণ রাস্তায় আসিবারকালে মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন, গত রাত্রের ঘটনা লীলাবতীকে কিছুই শুনান হইবে না। কিন্তু লীলাবতী সাক্ষাতের পর হইতে সেই কথা গুলি তাঁহার পেটের ভিতর ফুট ফাট

করিতে লাগিল, তখন বদহজমের ভয়ে তিনি বলিলেন "লীলা-বতি! কাল কি ব্যাপার হইয়াছিল জাননা?" লীলাবতী একটু আগ্রহসহকারে তারাচরণের নিকটে আসিয়া "না, কি হ'য়ে-ছিল," বলিয়া উত্তরাপেক্ষায় তারাচরণের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারাচরণ তখন ব্যস্ত হইয়া সিগারেট পাকাইতে মনোনিবেশ করিলেন। বিলম্ব দেখিয়া লীলাবতী পুনরায় আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছিল বল না?"

তারা। ভূতের হাতে পড়িয়াছিলাম, প্রাণ যায় আর কি।

লীলা। বটে, কাদের ভূত? তুমি ভূতের হাতে প'ড়বে এ কথা যদি আমায় বলিয়া যাইতে তাহা হইলে, আমি তোমায় দুটা ভূতের মন্ত্র শিখিয়ে দিতুম।

লীলাবতী তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিতেছে দেখিয়া তারাচরণ কিছু রাগিয়া উত্তেজিত ভাষায় তখন সবিস্তারে বর্ণনাপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা বলিতে লাগিলেন—নিজের বাহাদুরির কথা অনেক বলিলেন, রঙ্গলালের সহিত আবার শীঘ্রই ডাকাত ধরিতে যাইবেন তাহাও বলিলেন—কেবল ভূত দেখিয়া যে ভিরমি গিয়াছিলেন সেই কথাটা বলিলেন না। তিনি যখন আপনার চক্ষু দুইটি কপালে তুলিয়া সেই গলাকাটা মূর্ত্তির বর্ণনা করিতেছিলেন এবং সেই মূর্ত্তি কিরূপে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল—সেই সময় লীলাবতী "বাবা গো" বলিয়া তারাচরণকে জড়াইয়া ধরিল—তারাচরণ তখন সেই ভীতা কামিনীর বদন কমলে অজস্র চুম্বন করতঃ বলিলেন "ভয় কি, এই যে আমি রহিয়াছি।"
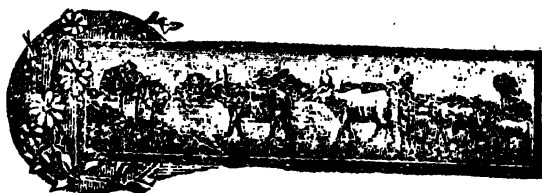
দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

"Every action has its re-action"

শীতের প্রারম্ভ, মধ্যাহ্নকাল। এই সময়ে দুইটি ভদ্রলোক কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকটবর্ত্তী একটি বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পথভ্রমণজনিত ক্লান্তি বিদূরিত করিতেছিলেন। এক জন অপরকে বলিলেন "বন্ধু! কেমন চাকুরি আমাদের এক্ষণে বোধ হয় একটু একটু হৃদয়ঙ্গম হইতেছে—বেলা দুইটা বাজিতে চলিয়াছে, এখনও স্নান নাই আহার নাই—অদ্য বিধাতা মাপিয়াছেন কি না তাহাও অবগত নই।" অপর ব্যক্তি বলিলেন "অবগত নই কেন? আমরা ইচ্ছা করিলে এই দশাশ্বমেধের ঘাটে স্নান করিয়া এখনি আহারে বসিতে পারি। আপনি ঘুরিতেছেন তো কলুর বলদের মতন ঘুরিতেছেন।"

প্রথম। আমার বোধ হয় ঠিক তাহা নয়—মনে করুন আহারে বসিতে যাইতেছি, এমন সময় খবর পাইলাম সে লোকটা একটা খাবারের দোকানে বসিয়া আছে, তাহা

হইলে আমার কি আর আহারে বসা হয়?—তবে আপনার কথা স্বতন্ত্র। ঠিক এই সময় অদূরে একটি লোককে একটা শুঁড়িখানা থেকে বাহির হইতে দেখিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি অস্ফুট-স্বরে বলিয়া উঠিলেন "বন্ধু হয়েচে, বুঝি দয়াময় এইবার আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন" এই বলিয়া অঙ্গুলী দ্বারা প্রথম ব্যক্তিকে একটি লোক দেখাইয়া দিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন "ঐ লোকটার অনুসরণ করিতে পারিলে নিশ্চয় সকল সন্ধান পাওয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তিও এই সকল ষড়যন্ত্রের ভিতর আছে এবং একজন প্রধান নায়ক। আমি উহাকে দেখা দিব না, আমাকে ঐ ব্যক্তি চিনে। নিশ্চয় উহারা এখানে কোথাও আড্ডা করিয়াছে।" প্রথম ব্যক্তি বাক্য ব্যয় না করিয়া কেবল একটু হাসিতে হাসিতে "দেখেচ বন্ধু" বলিয়া সেই লোকটার অনুসরণ করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই খানে বসিয়া ইহার পর কি কর্ত্তব্য তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছেন এমন সময় দেখিলেন অদূরে হস্ত পদে চটাবৃত একব্যক্তি ভিক্ষার্থে হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। একজন দয়ালুব্যক্তি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া সেই কুঠের হাতে একটি পয়সা দিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আর একটা লোক কোথা হইতে আসিয়া, চিলের মতন ছোঁ মারিয়া তাহার হাত হইতে পয়সাটি লইয়া পলাইল—ইহাতে সেই কুঠে লোকটি আপনাপনি একটু হাসিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। এই ব্যাপারে পথিক কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিলেন। তখন তিনি ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তির নিকট আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ

লোকটা তোমার হাত হইতে কতকষ্টের ভিক্ষা লব্ধ পয়সা লইয়া পলায়ন করিল, ইহাতে তুমি রাগ না করিয়া হাসিলে কেন ?"

কুঠে ব্যক্তি পুনরায় একটু হাসিয়া বলিল "মহাশয় সে অনেক কথা। আর সে সকল পাপ কথা শুনিয়াই বা আপনার কি হইবে।"

"কি হইবে তাহা জানি না, তবে তোমার যদি কোনও আপত্তি না থাকে—তবে বলিতে পার আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি।"

কুঠে ব্যক্তি বলিল তবে শুনুন "আমিও এইরূপে এক সময়ে অনেক লোকের হাত হইতে পয়সা লইয়া পালাইয়াছিলাম। বাল্যকালে কুসংসর্গে মিশিয়া ক্রমে বদমায়েসের ধাড়ি হইয়া উঠিলাম, আমার পিতা অনেক যত্ন করিয়াও আমার চরিত্র সংশোধন করিতে পারিলেন না। শেষে আমাকে বাটি হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। আমিও অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া আর পিতার নিকট গেলাম না। আমার পিতা ধনবান ছিলেন। বাটি হইতে আসিবার কালে যাহা কিছু হাতাইয়া আনিয়াছিলাম, তাহাতে দিন কতক বেশ আনন্দে চলিল। আবগারি একচেটে করিয়াছিলাম, একটি সেবাদাসীও ছিল -- সুতরাং পয়সার দরকার—কিন্তু পয়সা আসে কোথা থেকে। সহজে পয়সা সমাগমের পথ—চুরি। আমিও চুরি আরম্ভ করিলাম। প্রথমে চেংড়া বদমায়েসের দলে মিশিয়া ছোট খাট রকমের চুরি শিখিলাম—রাত্রে মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেণের ঝাঁজরি চুরি করিয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া লোহাওয়ালাকে

সের দরে বেচিতাম। পোড়ো বাড়ীর জানালা দরজা খুলিয়া লইয়া কাগজিওয়ালাদের বেচিতাম।

দিনমানে যদি দেখিলাম কেহ রাস্তায় পড়িয়া তারকনাথের নাম করিতেছে, অমনি তাহার পয়সার সরাটি লইয়া চম্পট দিতাম। কত কাণার হাত থেকে, কত কুঠের হাত থেকে পয়সা লইয়া পলাইয়াছি, কত মুস্কিলআসানকে ডাকিয়া আনিয়া কানাগুরু মহাশয়ের পাঠশালার দরজায় দাঁড় করাইয়া, তাহার পয়সা লইয়া পলাইয়াছি—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ইহাতে আমার একদিনের জন্যও পয়সার অভাব ঘুচে নাই, বরঞ্চ ক্রমে আরও অভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তখন চেংড়াড় দল ছাড়িয়া শিক্ষিত সতর্ক সাবালক বদ্-মায়েসের দলে মিশিলাম। তখন চুরি, ডাকাতি, বাটপাড়ি, জাল, জুয়াচুরি, নরহত্যা প্রভৃতি যত রকম দুষ্কার্য্য আছে, সকলি করিতে লাগিলাম। মহাশয় আমার এদশা হইবে না তো কাহার হইবে। আমি কি না করিয়াছি। নিরপরাধিনী সতীর নামে চুরি অপবাদ দিয়াছি, নিরপরাধিনী সাধ্বী সতীর কলঙ্ক রটাইয়া তাহাকে যাবজ্জীবন অশেষ দুঃখ দিয়াছি। এসকল পাপের ফল ফলিবে না।”

তারাচরণ প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া শুনিতে ছিলেন। কুঠে ব্যক্তি নীরব হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “সতীর কলঙ্ক কিরূপে রটাইলে।”

কুটে বলিল—“মহাশয়, চেংড়ার দল ছাড়িয়া হুগলীতে শশাঙ্কশেখর সর্ব্বজ্ঞ নামে এক ব্যক্তির দলে মিশিয়া তাহার প্রোরচনায় দুইটি বালিকাকে তাহাদের পিতা মাতার ক্রোড়

হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিলাম। যেটিকে কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলাম, সর্ব্বজ্ঞ সেটির নাম লক্ষ্মী এবং অপরটির নাম সরস্বতী রাখিয়াছিল। উহারা সর্ব্বজ্ঞের সহিত নানারূপ ক্রীড়া করিত। বালিকা দুইটি যৌবন সীমায় উপস্থিত হইলে তারাচরণ ও মতিলাল নামে দুই ব্যক্তির সহিত তাহাদের ভালবাসা জন্মাইল এবং একদিন সুযোগ বুঝিয়া ঐ কন্যা দুইটি সর্ব্বজ্ঞের কবল হইতে পলায়ন করতঃ, লক্ষ্মী মতিলালকে এবং সরস্বতী তারাচরণকে বিবাহ করিল। মতিলাল সেই অবধি লক্ষ্মীকে লইয়া তারাচরণের বাটীতে থাকিত। ইহাতে কিন্তু সর্ব্বজ্ঞের প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারই পরামর্শে আমি মতিলালের মায়ের হীরামুক্তার অনেক গহনা চুরি করিয়া আনিয়া লক্ষ্মীর ঘরে লুকাইয়া রাখিলাম। পরে সেই সকল গহনা লক্ষ্মীর ঘর হইতে বাহির হইলে লোকে তাহাকে চোর বলিয়া নানারূপ লাঞ্ছনা করিতে লাগিল। আমরা হাসিতে লাগিলাম। তার পরে একদিন রাত্রিকালে রীতিমতন বাবু সাজিয়া তারাচরণের বাটীতে লুকাইয়া থাকিয়া সকালে ইচ্ছাপূর্ব্বক সরস্বতীর ঘরের সামনে তারাচরণের হস্তে ধরা পড়িলাম এবং কপটতা করিয়া দোষ স্বীকার করিলাম। তারাচরণ আমাকে পদাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিল, তাহার পর সরস্বতীকেও পদাঘাত করিয়া বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। সর্ব্বজ্ঞের প্রতিহিংসানল নিবৃত্তি হইল।

আখ্যায়িকা শুনিয়া পথিকের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি দন্তে অধর দংশন করিলেন, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইল— ইচ্ছা হইল পদাঘাতে কুঠের পুঁটকি বাহির করিয়া ফেলেন;

কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কিছুদূর আসিয়াই তিনি মাথা ঘুরিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

"The rats lsten'd and looked,—It was the cat"

বেলা সাতটা বাজিয়া গিয়াছে কিন্তু চারিদিকে অন্ধকার, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছেনা—জগৎ কোয়াশাচ্ছন্ন হইয়া আছে। টপ্ টপ্ শব্দে বৃক্ষ সকল হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছিল। এই সময়ে একটু একটু ফরসা হইয়া আসিতেছিল—সূর্য্যদেব তাঁহার রাঙ্গামুখখানি লইয়া আকাশপটে প্রভাসিত হইতে ছিলেন মাত্র; কিন্তু একখানি কাল মেঘ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া রাক্ষসের ন্যায় বিকট বদন ব্যাদন করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইতে লাগিল এবং তরুণ তপনের রাঙ্গা ছবিখানিকে লেডিগিনি ভ্রমে অচীরে গ্রাস করিয়া ফেলিল—আবার জগৎসংসার পূর্ব্ববৎ অন্ধকারে পরিণত হইল। মেঘ সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিলে সূর্য্যদেব লেডিগিনির ন্যায় তত সহজে জীর্ণ হইতেছিলেন না। সাক্ষাৎ অগ্নি ভক্ষণ করিয়া মেঘ তখন পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে করিতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল—তাহার

ঘন ঘন নিশ্বাসে তুমুল ঝড় উঠিল। ক্রমে পেটের জ্বালা অসহ্য বোধ হইলে মেঘ বালকের ন্যায় রোদন আরম্ভ করিল—ঝমাঝম বৃষ্টি পতনের ন্যায় মেঘের চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে এখনও ঝড়বৃষ্টি থামিবার কোন লক্ষণ বুঝা যাইতেছে না। অনেক বৃদ্ধলোকে বলিতেছেন যে, "শীতকালে এরূপ দুর্য্যোগ তাঁহারা বহুকাল দেখেন নাই।"

কাশীর লুটিপাড়ায় একটি বেশ্যা ভবনের এক দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠ মধ্যে, এই ঝড় বৃষ্টির সময় খুব গান বাজনা চলিতেছিল—সকলেই আহ্লাদে ডগমগ, নেশায় চুর। একজন জড়িত স্বরে বলিলেন "বিবিজান কি আনন্দ দিচ্চ ভাই।"—অপর এক ব্যক্তি বলিল—"মাইরি ভাই, কি আর ব'লব, তুমি আমার ঠাকুমার প্রমাই পাইয়া বাঁচিয়া থাক।" তখন গম্ভীর স্বরে এক ব্যক্তি বলিলেন "মিছে মাতলামি ক'রছ কেন? বিবিসাহেবকে গাহিতে দাও না।" এই লোকটা বোধ হয় দলের গুরুমহাশয়, কারণ তাঁহার তিরস্কারে সকলকেই স্থির হইয়া বসিতে দেখা গেল। বাইজি গান ধরিল—

"যাওয়ে পাখী শাখি ছোড়ি

আনি দেহ মুরারে"

এই সময়ে বাহির হইতে দরজায় করাঘাত করিয়া কে ডাকিল "মহাশয় দরজাটা একবার খুলবেন।"

গানের ব্যাঘাতে সকলেই বিরক্তির সহিত দরজার দিকে নেত্রপাত করিলেন। একজন মাতাল জড়িত স্বরে বলিলেন "কে বাবা, সরে পড়না।"

বাহির হইতে উত্তর আসিল "মহাশয় আমি অতথি, দরজাটা একবার খুলিতে অনুমতি হউক।"

মাতাল। অতিথি! ঠাকুর বাড়ি আগে যাও।

উত্তর। সেরকম অতিথি নয় মহাশয়, এমন বাদ্‌লাটা মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে—কি বিপদ দরজাটা একবার খুলুনিনা ছাই। ভদ্র লোকের ছেলে ভিজে কাদা হয়ে গেলুম যে।

এইবারে বাইজি তাঁহার সঙ্গীদিগকে লক্ষ করিয়া বলিলেন "খুলিয়া দাও, খুলিয়া দাও, ভদ্র লোকের বোধ হয় বাদলায় একটু আমোদ আহ্লাদ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকিবে।" বাইজির কথার অমান্য করে—কার হেন সাধ্য। তখনি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল—ভদ্রলোক প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলেন।

বাইজি দেখিলেন, বাঁকা সিতে, ছড়ি হাতে, দিব্য ফুট ফুটে চেহারা, তাহার উপর এমনি মোটা ঘড়ি ঘড়ির চেন—তখনি আগন্তুকের হস্তধারণ পূর্ব্বক এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ গদির পালঙ্কের উপর তাহাকে বসাইলেন এবং সহধর্ম্মিণীর অধিক যত্নসহকারে গায় হাত দিয়া বলিলেন "এই যে জামা কাপড় সব ভিজিয়া গিয়াছে দেখিতেছি, আমি একখানা কাপড় আনিয়া দিতেছি—এগুলা ছাড়িয়া ফেলুন।"

ভদ্র লোক একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "প্রয়োজন নাই; আপনি এত কষ্ট করিতেছেন কেন—আপনি বসুন।"

মাতালদের ইত্যবসরে এক হাত গ্লাস ফিরিয়া গেল। আগন্তুক দেখিলেন দেওড় চলিতেছে। ছয় সাতজন লোক

মেঝের উপর ঢালা বিছানায় বাজনা বাদ্যি ও সকল রকম সরঞ্জম লইয়া গোল হইয়া বসিয়া গিয়াছে, মধ্যে বাইজির আসন, মিনিটে মিনিটে ঢুকু ঢুকু চলিতেছে। এক ব্যক্তি কেবল এক খানি টেবিলের নিকট স্বতন্ত্র ভাবে একখানি কেদারায় বসিয়া ছিলেন। ইঁহার গোঁফ দাড়ি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের ন্যায় কামান ছিল—কিন্তু কোট পেণ্টুলেন আঁটা, অনেকটা বেরিষ্টারি কেতায় বসিয়া আছেন। একটি স্বতন্ত্র গ্লাস ও এক বোতল মৃতসঞ্জীবনি সেই টেবিলের উপর রহিয়াছে, তিনি ইচ্ছামতন ঢুক ঢাক করিতেছেন। ইনিই বোধ হয়—এই পাঠশালার—এই সকল পোড়োদের গুরু মহাশয়।

গুরুমহাশয় এক্ষণে এই নবাগত ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়ের নাম কি, বিষয় কর্ম্ম কি করা হয়?"

"আজ্ঞে আমার নাম—শ্রীমিছারাম চক্রবর্ত্তি। বিষয় কর্ম্ম টো টো কোম্পানির অফিসে, ফ্যা ফ্যা ডিপার্টমেণ্টের হেডক্লার্ক" এই বলিয়া ভদ্র লোক তখন বাইজির দিকে নেত্রপাৎ করিয়া বলিলেন "বিবি সাহেব মেহেরবানি করে একখানা গাজল কি ঠুংরি হউক।" বাইজী সুন্দরী তখন ফিক্ করিয়া একটু হাঁসিলেন, বিদ্যুত চম্‌কাবার ন্যায় তাঁহার তাম্বুল রঞ্জিত দন্তগুলি একবার মাত্র দেখা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, তিনি একটু অঙ্গসঞ্চাল পূর্ব্বক সরিয়া বসিয়া কেবল মাত্র একটি সেলাম করত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তবলাদার তখন বাঁয়ায় হুট্রো গুপো এবং তবলাটায় এক চাঁটি দিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন, শব্দ হইল—ভুব্বাও, ভুব্বাও। তদুত্তরে বেহালা অমনি কাঁকে কাঁকে করিয়া উঠিলেন।

বাইজী তখন হাত পা নাড়িয়া আরম্ভ করিলেন—একে, ওকে, তাকে। সকলেই নেশায় চুর হইয়া আছে, সেরূপ স্থলে ভালরূপ গানবাজনা হওয়া কতদূর সম্ভব—বড় গোল হইতেছে দেখিয়া বাইজি গান বন্ধ করিয়া দিলেন। একজন অমনি বলিলেন "থামলে কেন ভাই।"

বাই। যে গোল ক'চ্চো তোমরা, এতে কি আর গান হয়।

প্র, মা। আচ্ছা ভাই, আচ্ছা ভাই, এই বারটা মাফ কি জিয়ে।

দ্বি, মা। এইবার ভাই একটা এমন লপেটি দেখে ধর, যেন গিলে করে কুচানর মতন হয়।

বাই। কি গায়িব বল?

দ্বি, মা। "চোখের দেখা" সেই গানটা গাও।

দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা শেষ হইতে না হইতে আর একটা মাতাল গ্লাস হস্তে, বেঁকিতে বেঁকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল—"হ্যাঁয় হ্যাঁয়, ও তার চক্ষু, চক্ষু, ও তার আঁখি,—ও তার নয়ন দুটি ঢুল ঢুলে—হা হা হা—ঢাল এক গ্লাস।"

তখন আবার এক হাত গ্লাস ফিরিয়া গেল। বিবি সাহেবের মুখের নিকট একজন গ্লাস ধরিলেন, তিনি একবার স্পর্শমাত্র করিয়া একটি ফুটফুটে যুবকের হস্তে গ্লাসটি দিলেন—যুবক বাইজি প্রদত্ত প্রসাদ টুকু পান করিয়া চরিতার্থ হইলেন।

একজন তখন নবাগত ভদ্র লোককে বলিল "মহাশয়ের ঢালু টালু চলে ত?" অপর একজন বলিল "বিলক্ষণ তা নাহলে আর এখানে অতিথি।" ভদ্র লোকটি কিন্তু জোড়হাত করিয়া বলিলেন "আজ্ঞে না, ঐটে মাফ করিবেন।" নবাগত ভদ্রলোক

টিকে মদ্য পানে অস্বীকার করিতে দেখিয়া কেদারাস্থ গুরু-মহাশয় কিছু চিন্তান্বিত হইতে ছিলেন। তাঁহার মনে অনেক রকম সন্দেহের ছায়া আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। তিনি এক্ষণে তাঁহার সঙ্গীদিগকে এই ভদ্রলোকটিকে মদ্যপান করা-ইতে অকৃতকার্য্য দেখিয়া আপনার বোতল হইতে একটি গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং গুরু মহাশয়ের মতন অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আপনার আপত্তিটা কিসে হচ্চে,—গন্ধর ভয়ে কি? আমি সে বিষয়ে আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, শীতকালে গন্ধ থাকেনা, আর এক কথা, এটা অতি উৎকৃষ্ট জিনিষ, আমার এস্‌পেসাল (special) আনান, এ যতটা খাবেন ততটা রক্ত।"

ভদ্রলোক পুনরায় যুক্তকরে বলিলেন "আজ্ঞে গন্ধের জন্য নয়, তবে কি জানেন—"

"ও বুঝিয়াছি আপনি ঝাঁজের ভয় কচ্চেন"—তখনি তাঁহার একজন সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া গুরু মহাশয় বলিলেন "ওহে এই গ্লাসটায় একটু বেশি ক'রে সোডা ঢেলে দাও তো হে। ঠিক বলিয়াছেন আপনি, quite right."

ভদ্র। আজ্ঞে আপনি মিছে পরিশ্রম ক'চ্চেন কেন।

এইবার গুরু মহাশয় একটু অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আপনি আমাদের এখানে অতিথি হইয়া আমাদের অফার (offer) এরূপে প্রত্যাখ্যান করাটা কি ভদ্রতা বিরুদ্ধ মনে কচ্চেন না?"

ভদ্র। মহাশয় সেজন্য আপনি আমার স্বর্গীয় ঠাকুরকে অপরাধি করিতে পারেন, কারণ তিনি যদি আমাদের জন্য

একটু রাখিয়া ঢাকিয়া খাইয়া যাইতেন, তাহা হইলে আজ আপনার অফার প্রত্যাখ্যান করিয়া কি আমায় পাতকী হইতে হইত। তিনি এত অধিক পরিমাণে উহা খাইয়া গিয়াছেন যে, এখন আমাদের তিন পুরুষ উহা স্পর্শ করিতে পারিবে না, নতুবা আপনার কথা—"

এই সময়ে গুরু মহাশয় কান খাড়া করিয়া দাড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "বাহিরে কার যেন পায়ের শব্দ শুনাগেল, দেখত কে।" একব্যক্তি উঠিয়া যেমন দরজা খুলিল অমনি পিল পিল করিয়া লালপাগড়ি ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। মাতালদের নেশা ক্ষণকালের জন্য ছুটিয়া গেল, সকলেই সেই ভদ্র লোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন সেই ভদ্র লোকের ইঙ্গিতে তাহারা সেই সকল মাতালদের গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল, বিবিসাহেব ও সেই সঙ্গে বাঁধা পড়িলেন। গুরু মহাশয় বলিলেন—'অতিথি—উঃ—হারামের ছুরি।" বাইজী বলিলেন "মহাশয়! আমাকে বাঁধা হইল কেন, আমি তো কোন অপরাধ করি নাই।" "ভয় কি — আপিলে আপনাকে খালাস করিয়া আনিব" এই বলিয়া সেই ভদ্রলোক ইঙ্গিত করিবামাত্র পাহারওয়ালারা তাহাদের সকলকে লইয়া থানায় চলিল। বাইজী সুন্দরীও "হংস মধ্যে বকো যথা" হইয়া তাহাদের সহিত চলিলেন।

পাঠক সেদিন দশাশ্বমেধঘাটের নিকটবর্তি বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া যাঁহাদের কথোপকথন করিতে দেখিয়াছিলেন তাঁহারাই আমাদের রঙ্গলাল এবং তারাচরণ বাবু। তারাচরণ লীলাবতীর পিসতুতা ভ্রাতা হরিমোহনকে একটি শুঁড়িখানা

হইতে বাহির হইতে দেখিয়া রঙ্গলালকে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া উহার পশ্চাদনুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, যে হরিমোহন যখন এইখানে ঘুরিতেছে, তখন সর্ব্বজ্ঞও নিশ্চয় এইখানে কোথাও আছে।

রঙ্গলাল, হরিমোহনের পশ্চাৎ আসিয়া দেখিলেন যে, হরিমোহন এই বেশ্যাভবনে প্রবিষ্ট হইল। সেই রাত্রে অতি গোপনে তিনি এই বেশ্যাভবনে একাকী আসিয়াছিলেন এবং বাহির হইতে শুনিলেন, এক ব্যক্তি বলিতেছে "মহাশয় সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আজ কয়েকদিন হইল তারাচরণ বাটি ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছে।" তখন তাহারা পুনরায় লীলাবতীকে কিরূপে হরণ করিবে, সেই বিষয়ে অতি আস্তে আস্তে ও সংকেতে কথাবার্ত্তা কহিলেও গোয়েন্দা শ্রেষ্ঠ রঙ্গলালের বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। আজ প্রাতঃকাল হইতে ভয়ানক দুর্য্যোগ দেখিয়া রঙ্গলাল বুঝিলেন, আজই ইহাদের ধরিবার ঠিক দিন। এই ঝড় বৃষ্টিতে কেহই আড্ডা ছাড়িয়া বাহির হইবে না, সুতরাং সকলকেই একত্রে গ্রেপ্তার করিতে পারা যাইবে। এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া তিনি কাশীর থানায় আসিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন এবং যেরূপ করিতে হইবে তৎসমুদয় উপদেশ দিয়া, আপনি অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন। গোফ দাড়ি কামান গুরু মহাশয়টি—সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ং এবং যিনি বাইজীর প্রসাদ পানে চরিতার্থ হইতেছিলেন, তিনি আমাদের হরিমোহন—বাকি সব কাশীর বদমায়েস।

চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

"A hasty mans' house is the home of regret."

মূর্চ্ছাভঙ্গে তারাচরণ দেখিলেন, তিনি একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে একখানি খাটিয়ার উপর শয়ন করিয়া আছেন। পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইলে তিনি স্কন্ধদেশে অত্যন্ত ব্যাথা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং স্কন্ধদেশে হাত দিয়া দেখিলেন, উহা উত্তমরূপে বাঁধা রহিয়াছে। তখন ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঘটনা তাঁহার স্মৃতি পথে উদয় হইতে লাগিল—তিনি "হা ভগবান" বলিয়া আবার চক্ষু বুজিলেন।

তারাচরণ চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"আমার একটি মাত্র ভ্রমে নিপীড়িত হইয়া একটি ফোটাফুল অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। অভিমানিনী সাধ্বী, আমার সরস্বতী, এই নরাধমের অত্যাচারে নিশ্চয় অভিমানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ভগবন্! মানুষ নিত্য কত শত ভ্রম করিতেছে, আবার তাহা সংশোধন করিয়া লইতেছে, কিন্তু আমার ন্যায়

সংশোধন-নিরুপায় ভ্রম, কে কবে কোথায় করিয়াছে। দুরন্ত গভীর সংসার-সাগরে আমার বড় সাধের সোনামুখি বজরা খানি ভাসাইয়াছিলাম—মনে মনে জ্ঞান ছিল, আমি বড় বিজ্ঞ কর্ণধার ; কিন্তু একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দেখিয়া আতঙ্কে হাল ছাড়িয়া দিলাম। আমার এত সাধের বজরাখানিকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। নিতান্ত আনাড়ির ন্যায় অতল জলধিতলে তায় নিমজ্জিত করিলাম। বঞ্চকের ছলনায় প্রতারিত হইয়া সাধ্বী সতীকে কলঙ্কিনী ভাবিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়াদিলাম। ক্রোধান্ধ হইয়া সন্দেহের ছায়া মাত্রকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থির করিলাম।" তারাচরণ! তুমি যখন ক্রোধের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে অভ্যাস কর নাই, চিরকাল তাহার দাসত্বই করিয়া আসিয়াছ, তখন পরিণামে পরিতাপ ব্যতীরেকে তোমার আর কি গতি হইতে পারে? তোমার প্রাণের সরস্বতী কলঙ্কিনী, এই সন্দেহ মাত্রে তোমার ক্রোধের উদয় হইল, তুমি উহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে কখনও শিক্ষা কর নাই, তুমি ক্রোধের দাস—সুতরাং তাহার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে—সেই ভয়ানক দস্যু, সন্দেহকে তোমায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া বুঝিতে আদেশ করিল ; তুমি কলের পুতুলের ন্যায় তাহার আদেশে কার্য্য করিলে। ক্রোধ অতি দুর্দ্দমনীয় রিপু, তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করা অবশ্য সহজ-সাধ্য নয়—দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন, গায়ের জোরে অথবা একদিনে সে কার্য্য হয় না। তবে অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যাহা গায়ের জোরে অথবা একদিনে হয় না—তাহা কৌশলে বা ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। কাহার কোনও অত্যাচার বা কোনও কার্য্যে তুমি ক্রোধ সম্বরণ করিতে

পারিলে না, তোমার ইচ্ছা হইল তখনি তাহাকে কাটিয়া ফেল ; কিন্তু তোমার ইচ্ছাকে তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত না করিয়া যদি কাল্‌কের জন্য রাখিয়া দাও—তাহা হইলেও অনেক সময়ে আর পরে পরিতাপ করিতে হয় না। আজ ক্রোধান্ধ হইয়া তুমি, যাহাকে ভয়ানক অপরাধী মনে করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইতেছিলে, কাল হয়ত তাহার অপরাধের যথার্থ ওজন তুমি অনুভব করিতে পারিয়া হত্যার পরিবর্ত্তে তাহাকে দুই ঘা প্রহার করিয়াই ক্ষান্ত হইতে। এইরূপে ক্ষণকাল ধৈর্য্যধারণের ফল পাইলে, অধিকক্ষণ ধৈর্য্যধারণের ক্ষমতা আপনি আসিবে এবং অধিকক্ষণ ধৈর্য্যধারণে সক্ষম হইলে তখন ক্রমে ক্রমে ক্রোধরূপ দস্যুর উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন সহজসাধ্য হইয়া আসিবে। সংসারে সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভের সোজা পথ ঐরূপ—ক্রমে ক্রমে, একেবারে বা একদিনে কোন কার্য্যেই সফলতা লাভ করা যায় না। ঈশ্বরের নিকট একেবারে পৌঁছাইবার শক্তি আমাদের নাই। সুতরাং প্রথমে আমাদের ঈশ্বর জানিত ব্যক্তিদিগের নিকট যাইতে হইবে। গব্‌গবাস্তি একেবারে হয় না—পাতা পাতস্তি, চিড়ে আনস্তি, দধি মাথস্তি, তারপর গব্‌গবাস্তি হইয়া থাকে।

অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া তারাচরণের জ্ঞান লৌহ, ইস্পাৎ হইয়া আসিতেছিল, তিনি এক্ষণে বুঝিতেছিলেন—যেমন মৃত্যুর লক্ষন দেখিয়া মৃত বলিয়া কাহাকেও দাহ করা উচিৎ নয়, সেইরূপ ব্যাভিচারও চাক্ষুস প্রত্যক্ষ না করিয়া কেবল মাত্র সন্দেহ বা লক্ষণ দ্বারা স্থির করা উচিত হয় না। এই সময়ে মনুষ্যাগমন সূচক পদধ্বনি শ্রবণে তারাচরণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া

দেখিলেন এক তেজঃপুঞ্জ শ্বেত শ্মশ্রুধারী মহাপুরুষ ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। ইহাঁর পরনে গৈরিক বসন, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা দোদুল্যমান, পায় খড়ম। এই দেব-মূর্ত্তি দর্শনমাত্রে তাঁরাচরণের মনে মনে তাহার প্রতি ভক্তির সঞ্চার হইতেছিল। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিবার মানসে উঠিয়া বসিবারপ্রয়াস পাইতেছিলেন; কিন্তু সেই মহাপুরুষ নিষেধ করিয়া বলিলেন "আপনি উঠিবেন না উহাতে ক্ষত মুখ হইতে রক্তস্রাবের সম্ভাবনা আছে। তারাচরণ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করতঃ বলিলেন "আপনি কি আমাকে পথ হইতে তুলিয়া আনিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, এবং এই বাটি কি আপনার? মহাপুরুষ বলিলেন "আমার একজন শিষ্য আপনাকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া এইখানে বহন করিয়া আনিয়াছিল এবং এই বাটি আমার নয়, ইহা একটি সেবাশ্রম।"

তারাচরণ এবং মহাপুরুষ উভয়ে যখন এইরূপ কথোপ-কথন করিতেছিলেন, সেই সময়ে আর একজন গৈরিক বসন ধারী ব্যক্তি সেইখানে আসিলেন এবং মহাপুরুষকে সসম্ভ্রমে প্রণিপাত করতঃ বলিলেন 'হুগলীতে তারাচরণ রায়কে পাওয়া গেল না, আজ কয়েক দিবস হইল তিনি বাটি পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন। এই ব্যক্তির কথায় সোৎসুকে খট্টাঙ্গ আরূঢ় ব্যক্তি ভাবিতেছিলেন,—কি সর্ব্বনাশ, আবার ডাকাতের হাতে পড়িলাম না কি,—সংসারে কি সকলেই সর্ব্বজ্ঞের ভোলে ফিরিয়া থাকে না কি। এও যে সেই রকম দাড়ি, পরিধানে সেই রকম গেরুয়া বস্ত্র, আবার শিষ্য,

সম্প্রদায়ও আছে দেখিতেছি। মহাপুরুষ এতক্ষণে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ বলিলেন "তাইত, "মা" আমাদের এত করিলেন, আর আমরা তাঁহার এই অন্তীমকালে তাঁহার একটা ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না—সকলই লীলাময়ের ইচ্ছাধীন।" তারপর দুইবার "হরিবোল হরিবোল" বলিয়া তিনি তাঁহার সেই বৃহৎ শ্মশ্রুমধ্যে হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

তারা। মহাশয়! হুগলীর তারাচরণ রায়কে আপনাদের কি প্রয়োজন জানিতে পারিলে হয়ত আমি আপনাদের তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, তিনি এক্ষণে এই কাশীতেই আছেন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই মহাপুরুষ বাম্পবারি লোচনে গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন "মহাশয়, এই সেবাশ্রমের জননী স্বরূপা ভগবতীরূপিণী এক সাধ্বী আজ একমাসকাল হইতে চলিল পীড়িত হইয়া শয্যাশায়িনী হইয়াছেন। গত দশবৎসর কাল স্বেচ্ছায় পরোপকার ব্রত ধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ এই সেবাশ্রমের রোগীদিগের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। তাঁহার শুশ্রূষা গুণে কত অনাথ নরনারী অকালে কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া ঈশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার চরণ ধূলি লইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছে। মায়ের আমার অনন্তগুণ; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি আজ পীড়িতা, বুঝিবা আমাদের চীরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। মা আমার এতদিন আত্মপরিচয় দেন নাই—এক্ষণে বুঝিয়াছেন, তাঁহার ডাক পড়িয়াছে, তাই সেদিন আমাকে গোপনে

ডাকাইয়া আভাষে মাত্র কিঞ্চিৎ বলিয়া তারাচরণ রায়ের অনুসন্ধান করিতে বলিয়া ছিলেন।

মহাপুরুষের বাক্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তারাচরণ বেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "স—রস্বতী কি তাহার নাম?

মহাপুরুষ। তিনি কি আপনার পরিচিতা?

তারা। পরিচিতা?—পদদলিতা অপরাজিতা বলুন। "কোথায়, কোথায় সে এক্ষণে" এই বলিয়া তারাচরণ দ্রুতপদে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তারাচরণ জানিতেন না সরস্বতী কোন প্রকোষ্ঠ মধ্যে আছে, তিনি তখন মত্তহস্তীর ন্যায়—"সরস্বতী, সরস্বতী" করিয়া কক্ষে কক্ষে ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে ত্রিতলের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া তারাচরণ দেখিলেন একখানি চারিপায়ার উপর তাঁহার পদদলিতা অপরাজিতা নিমীলিত নেত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তারাচরণ দেখিলেন—তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, সিঁতায় দীর্ঘ সিন্দূর রেখা—একি দেবী প্রতীমা, না মানবী। তারাচরণ একপদ অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন "সরস্বতি, প্রিয়তমে!" একে পরিচিত কণ্ঠস্বর—সরস্বতী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, দেখিলেন, সুধু পরিচিত নয়—[illegible]ত পাষাণে। তিনি সদা যে মূর্ত্তি তাঁহার হৃদিপদ্মাসনে বসাইয়া পূজা করেন সেই তারাচরণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। দরবিগলিত ধারায় তাঁহার চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তারাচরণ গগণ ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "সরস্বতি কাঁদ কেন, আমাকে দেখিয়া ভয়

পাইয়াছ কি? ভয় নাই, এবার আমি তোমায় পদাঘাত করিতে আসি নাই। তোমার পায় ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি—ক্ষমা কর সতী, একটিবার ক্ষমা কর। সরস্বতীর বাক্‌শক্তি প্রায় হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, তিনি ইঙ্গিতে তারা-চরণকে তাঁহার মাথার নিকট আসিতে বলিলেন। তারাচরণ দেখিলেন সরস্বতী মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিয়া বসিয়া আছেন; কেবল বুঝি তাঁহারি জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তারাচরণ আরও নিকটে আসিলে সরস্বতী তাঁহার পদধূলি লইয়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। তারাচরণ সরস্বতীর মস্তক আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া বসিলেন।

এই সময়ে সেই মহাপুরুষ এবং অপর দুই একজন ব্যক্তিও সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সরস্বতী অতি ক্ষীণস্বরে মহা-পুরুষকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিলেন। মহাপুরুষ তখন বিশ্বনাথ স্মরণ করতঃ প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সরস্বতী তারা-চরণের নিকট হরিদাসীর কুশল সংবাদ জানিলেন, তাহার পর তিনি তারাচরণকে তাঁহার মুখের নিকট আসিতে সঙ্কেত করিয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন "নাথ! দেবতার আশীর্ব্বাদে তোমার সরস্বতী স্বপনে, জাগরণে কখনও কলঙ্কিনী নয়। তারাচরণ আকুল হইয়া বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নিদাঘ সন্তপ্ত পর্ব্বতশিখর যেমন বর্ষার বারিধারা পাইয়া শীতল হয়, সেইরূপ তারাচরণের নয়নজলে সরস্বতীর সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইতে লাগিল—সরস্বতী ধীরে ধীরে মহা-প্রস্থান করিলেন। মহাপুরুষ অস্তে গঙ্গা, নারায়ণ ব্রহ্ম শুনাইতে লাগিলেন।

রাত্রি অবসান প্রায়। সরস্বতীর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই, চিতাগ্নি ও নির্ব্বাপিত প্রায়, জনমানব নাই, কেবল তারাচরণ শ্মশান আগলাইয়া বসিয়া আছেন—সম্মুখে জলতরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে। তারাচরণ দেখিলেন—তাহার কূল আছে, কিনারা আছে, কিন্তু তাঁহার চিন্তাতরঙ্গের কূল কিনারা কিছুই নাই। অতঃপর তিনি কি করিবেন কিছুতেই ধার্য্য করিতে না পারিয়া বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "সরস্বতি! প্রাণেশ্বরী, ক্ষণেক অপেক্ষা কর এখনি তোমার সহিত মিলিত হইব" এই বলিয়া তিনি নদীগর্ভে চলিলেন। এমন সময়ে একজন বলবান ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক দৃঢ়স্বরে বলিলেন "তারাচরণ বাবু আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করিলাম, আপনি আমার বন্দী।

তারা। অপরাধ?

ব্যক্তি। অপরাধ গুরুতর, আত্মহত্যা।

তারাচরণ সবিস্ময়ে ফিরিয়া দেখিলেন রঙ্গলালবাবু। তখন রঙ্গলালের গলা জড়াইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। রঙ্গলাল দেখিলেন তারাচরণের উন্মাদের লক্ষণ—তিনি তারাচরণের কেশগুচ্ছ ধরিয়া সবলে তিন চারি বার নাড়িয়া দিলেন। তারাচরণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিলেন,—কিন্তু রঙ্গলাল তাঁহাকে লইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। অর্দ্ধেক অঙ্গ জলে অর্দ্ধেক অঙ্গ স্থলে এইরূপ অবস্থায় রঙ্গলাল মূর্চ্ছিত তারাচরণের লম্ববান দেহ আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া তাঁহার মুখে চোখে গঙ্গাবারি সেচন করিতে লাগিলেন।

রঙ্গলাল, সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি বদমায়েসদিগকে হুগলীতে চালান

দিয়া তারাচরণের অনুসন্ধানে ফিরিতেছিলেন। পথে গৈরিক বসনধারি দুই ব্যক্তির মুখে তারাচরণের নাম শুনিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের প্রশ্ন করতঃ সমুদয় ঘটনা অবগত হইয়াছিলেন এবং শ্মশানে আসিয়া তারাচরণের উন্মাদের লক্ষণ দেখিয়া দূরে একটি বৃক্ষতলায় বসিয়া তাঁহার কার্য্য দেখিতেছিলেন। এক্ষণে তারাচরণকে উন্মত্ত ভাবে নদীগর্ভে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া গোয়েন্দাশ্রেষ্ঠ রঙ্গলাল তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ছিলেন।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

"We are dressed in varying colours of fortune"

প্রাণ বড় ধনরে পেঁচো—এই কথাটি একদিন গোপাল ভাঁড়ের সহোদর জ্যেঠামশাই রাজা কৃষ্টচন্দ্রকে বলিয়া ছিলেন। রঙ্গলাল হরিমোহনকে Queen's evidence করিয়া "অব্যাহতি" দিব বলিয়া পাখী পড়াইয়া মামলার দিন কাঠগড়ায় তুলিয়া দিলেন। হরিমোহনও পরিত্রাণ পাইবার আশায় আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা আদালতে সর্ব্বসমক্ষে সঠিক বলিলেন। সর্ব্বজ্ঞ দেখিল হরিমোহন যেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে তাহার অব্যাহতি কিছুতে নাই; সুতরাং সেও স্বকৃত পাপ সকল সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিল। লীলাবতী সম্বন্ধে ষড়যন্ত্রের কথা বলিল, তাহার মাতা ও সরস্বতীকে কোথা হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল এবং কিরূপে তাহাদের কলঙ্ক রটাইয়াছিল তাহাও বলিল—সর্ব্বজ্ঞের কথায় প্রকাশ পাইল যে কলিকাতার বংশীধর দত্ত কন্যা সুধাকে সে বাল্যাবস্থায় চুরি করিয়া আনিয়াছিল এবং সেই সুধাই আমাদের

উপন্যাসে লক্ষ্মী নামে পরিচিতা। আর এই লীলাবতীই সুধা বা লক্ষ্মীর কন্যা। হরিমোহনের সাহায্যে সর্ব্বজ্ঞ জেল হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—এবং সেই অর্থদ্বারা জেলখানার প্রহরীদের বশ করিয়াছিল—এই কথা প্রমাণ হইলে রঙ্গলাল আর হরিমোহনকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিচারে সর্ব্বজ্ঞের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল, হরিমোহনের চারি-বৎসর কঠিন কারাবাসের হুকুম হইল এবং অপরাপর বদমায়েস-দেরও দুই চারি বৎসর করিয়া সশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা হইল। বিবিসাহেব দুই চারিদিন হাজতের বুগড়ি ধানের ভাত খাইয়াই খালাস পাইলেন।

তারাচরণের ইচ্ছায় এবং রঙ্গলালের চেষ্টায় সেই কাঠুরিয়া সরকার হইতে ৫০৲ টাকা পুরস্কার পাইল।

"রাখে হরি তো মারে কে" —দারগা সাহেব যাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে তুলিতেছিলেন, দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় সে সেই ক্ষেত্র হইতে কিছুলাভ করিয়া হাঁসিমুখে বাটি ফিরিল।

লীলাবতী পৈত্রিক বিষয়াশয় প্রাপ্ত হইলে এক দিবস হরি-দাসীর হাত ধরিয়া এবং খাঁচাসমেৎ সেই শালিকপাখির ছানাটি লইয়া পিতৃভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শীঘ্র সমস্ত বাটি-খানি আপনার পছন্দ মতন সাজাইয়া লইয়া তাহার দাদা-মহাশয় এবং দিদিমাকে লইয়া আসিল। দত্তজার গৃহিণী বাটিতে পদার্পণ করিয়াই বলিলেন "আমি তখনই বলিয়াছিলাম, আমার সুধার মতন সব ঠিক, সেইরকম মুখ, সেই রকম হাসি। দত্তজার গৃহিণী তখনি লীলাবতীর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্যামার মা এক্ষণে এই বাটির গৃহিণী, সে বলিল

"লীলাবতীর বিবাহের জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না, আমি পাত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। আগামী মাসে বিয়ে হবে।" এই সময় দত্তজা আপনার বগল হইতে একখানি মহাভারত বাহির করিয়া বলিলেন "মা শান্তিপর্ব্বটা বাকি ছিল।" লীলাবতীর মামার বাটির সকলেই আসিয়াছিলেন। কেবল আসেন নাই আমাদের মুরলীধর—তাঁহার কালামুখ লীলাবতীকে আর দেখাইতে সাহস হয় নাই।

এই সকল ঘটনার কিছুদিন পরে এক দিবস তারাচরণ রঙ্গলালকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে সেই মহাপুরুষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণ ধূলি গ্রহণ করতঃ ২৫০০০৲ টাকা তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন "প্রভু আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি এই টাকা লইয়া সেবাশ্রমের কারণ ইহা ব্যয় করিবেন এবং আজ হইতে ইহার নাম হউক "সারস্বত-সেবাশ্রম।" তারাচরণ উত্তরীয় সাহায্যে চক্ষুজল সম্বরণ করিতেছেন—দেখিয়া মহাপুরুষ তাঁহাকে অনেক প্রকার ঈশ্বরোপদেশ ও সংসার রীতি সম্বন্ধে উপদেশ দানে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তারাচরণ পূর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে অনেক সুস্থ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠবিংশতি পরিচ্ছেদ।

"Make haste and get married as soon as you can
For life is but a blank till enjoyed with a man"

ঋতুরাজ বসন্ত আসিয়াছেন। ধরণী নবসাজে সজ্জিতা হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থে যেন হাসি মুখে দাড়াইয়া আছেন। ঋতুরাজের সঙ্গে মলয় মারুত আর সেই কাল পাখীটা আসিয়া নরলোক তোলপাড় করিয়া তুলিতেছে। বিরহিণী দেখিলেই কাল পাখী অমনি সেইখানে আড্ডা করিয়া তাগ মাফিক কুহুরব ঝাড়িতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় এ উৎপাৎ বার মাস নয়, তাহা হইলে অনেকের যৌবন রাখা ভার হইয়া উঠিত।

আজ ৺হীরালাল বসু মহাশয়েদের বাটিতে বড় ধুম-সকাল হইতে সানাইওয়ালা ললিত, রামকেলি, ভৈরবী ইত্যাদি রাগিণী সকলের আলাপ করিয়া সকলের হৃদয়ে আনন্দ লহরী তুলিতেছে—লীলাবতী আজ গোত্রান্তরে গমন করিবেন, তাই এত ধুম।

যথাসময় তারাচরণ লীলাবতীর মানব জনম এবং পতিত জীবন উদ্ধার করিতে আসিলেন, সঙ্গে পুরোহিত ও নাপিত ব্যতীত আর কেহই আসিল না। অতঃপর শুভক্ষণে শুভলগ্নে

তারাচরণ লীলাবতীর পানিগ্রহণ করিয়া বাসরমন্দিরে আসিয়া বসিলেন। আমাদের বাসর-মন্দির দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র বলিলেই হয়—এখানেও কোনরূপ বাচবিচার থাকে না। সকলেই পবিত্র, সমস্তই পবিত্রভাব। বিশেষ বর যদি দাগী* হয়েন তবে সুন্দরীরা তাঁহাকে স্বজাতীর মধ্যে গন্য করেন। তারাচরণকে ভালমানুষ পাইয়া যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলিয়া লইলেন ও করিয়া লইলেন। কেহ কেহ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া সম্পর্ক বিরুদ্ধ কার্য্যও করিয়া ফেলিলেন। তারাচরণ দাগী চোর সুতরাং শ্রীঘরের এই যাতনা সকল তাঁহার জানা ছিল, তিনি "বোবার শত্রু নাই" হইয়া অমূল্য রত্ন প্রাপ্তির অনুরোধে চুপটি করিয়া বসিয়া রহিলেন। তখন সুন্দরীরা গাহিলেন।

আজ রাণী তুই আপনি এসে
জামাই বরণ কর
কোথাকার সর্ব্বনেশে নারদ এসে
জুটিয়ে দিলে বুড়াবর। ইত্যাদি

তারাচরণ প্রতিধ্বনী শুনিলেন—"নাথ তোমার সরস্বতী কলঙ্কিনী নয়।"

* ঘোরবরে, তেজবরে।

পরিশিষ্ট।

হরিদাসী এক্ষণে দ্বাদশবৎসর অতিক্রম করিয়াছে। পুতু-লের বিয়ে দিতে এখন আর ভাল লাগে না। এখন শিব-পূজায় বড় মন। তাহার শিবপূজার জোরে মণিকর্ণিকার ঘাটের সেই পাথর থানি আবার পরেশ হইয়া উঠিলেন। আজ অপরাহ্ণে তিনি আত্মীয় স্বজন সঙ্গে গড়ের বাগুি বাজা-ইয়া হরিদাসীকে বর দিতে আসিতেছেন।

পরেশনাথ ভূমিষ্ট হইলে ছয় দিনের দিন বিধাতাপুরুষ আসিয়া তাহার কপালে ঠিক লিখিয়া গিয়াছিলেন---তুমি চিত্রকর হইবে, তারাচরণের কন্যা হরিদাসীর সহিত তোমার বিবাহ হইবে ইত্যাদি।

কিন্তু পরেশনাথ যৌবন ধাঁধায় পড়িয়া লাফালাফি করিয়া একধাপ লাফাইয়া যাইবার যোগাড় করিতেছেন, দেখিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির অকল্যানের ভয়ে তাহাকে কিছুদিনের জন্য পাথর করিয়া রাখিতে---আমার প্রতি আদেশ করিয়া-ছিলেন। গ্রন্থকারদিগের হস্তে অনেক নরনারীর ধন, প্রাণ, মন, নির্ভর করিয়া থাকে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই রাজাকে পথের ভিখারী করিয়া দিতে পারেন, আবার ভিখারীকে রাজা করিয়া দিতে পারেন। এই তুমি মরিতেছ, তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেহ তোমায় গুলি করিল, এই মর আর কি,—গ্রন্থকারের তোমায় বাঁচাইতে ইচ্ছা হইল—অমনি গুলি তোমার

মস্তকে না লাগিয়া কানের পাশ দিয়া শাঁ করিয়া চলিয়া গেল—তুমি বাঁচিয়া গেলে। সুতরাং পরেশ পাথর হওয়ায় বা আবার পাথর পরেশ হওয়ায় কেহই বোধ হয় আশ্চর্য্য বোধ করিবেন না—তবে, এখন ৮০ মহাশয়।

The End—ঐ শেষ।

একটী কথা শুনিয়া রাখুন!

যাঁহারা নীরস ইতিহাস পাঠে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য বলিতেছি—এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত, উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক সরল ভাষায় লিখিত হইবে। ঘটনাবলী এমন বিচিত্রভাবে চিত্রিত হইবে, যে উপন্যাস বন্ধ করিয়াও এইখানি পড়িতে ইচ্ছা হইবে।—

বঙ্গ-সাহিত্য জগতে সুপরিচিত, নবজীবন, প্রচার, ভারতী, সাহিত্য, সাধনা, প্রবাসী, অর্চ্চনা, বাণী প্রভৃতি অসংখ্য মাসিক পত্রের প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-লেখক, মোগলরাজত্বের ইতিহাস ও ইংরাজের প্রথম আমলের প্রত্নতত্ত্বময় প্রবন্ধাবলী লিখিয়া যিনি সকলের পরিচিত, যিনি এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর-কাল, শত শত বাধা বিঘ্ন, বিপদ আপদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এখনও একাগ্রচিত্তে ঐতিহাসিক কঠোর সাধনায় নিমগ্ন, যাঁহার ঐতিহাসিক নাটকাবলী অভিনয়ে ইউনিক, কোহিনুর ও ন্যাশন্যাল রঙ্গমঞ্চ সমূহ প্রচুর যশোপার্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহার রঙ্গমহাল, পঞ্চপুষ্প, ছায়াচিত্র, শীশ্‌মহাল প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস সমূহ সর্ব্বজন সমাদৃত।

বাণীর সেই একান্ত অনুরক্ত ভক্ত, সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধকাম, ইতিহাসের আজন্ম সেবক, প্রবীণ লেখক ও গ্রন্থকার

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

এই বিরাট গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের পরিচয় পাইলেন, গ্রন্থের নাম শুনিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যে কি কি থাকিবে, সংক্ষেপে তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত

উন। পদস্থ ইংরাজ ও ফরাসী লেখকেরা, গভীর অনুসন্ধান দ্বারা প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু আমাদের লিখিত একখানিও নাই। তাঁহাদের গ্রন্থাবলী তাঁহাদের নিজের কথাতেই পূর্ণ, তাঁহাদের সামাজিক ঘটনাতেই পূর্ণ। কিন্তু সেকালের বড়লোক বাঙ্গালী, সেকালের বাঙ্গালী সমাজ, সেকালের রীতি নীতি, শিক্ষা দীক্ষা, সেকালের নবাবদের ও বঙ্গসমাজের প্রকৃত অবস্থা এ সম্বন্ধে কথা অতি অল্পই আছে। অথচ সেই যুগে বাঙ্গালীরাই প্রধান ছিলেন। রাজবল্লভ, রায় দুর্ল্লভ, জগৎশেঠ, নন্দকুমার, গোবিন্দরাম মিত্র, রাজা নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা সেতাবরায়, উমিচাঁদ, দেবীসিংহ প্রভৃতির সবিস্তৃত ইতিহাস কয়জন জানেন? সেকালের যে সমস্ত বাঙ্গালী ইংরাজের সহায়তা করিয়া বা নবাবের অনুগ্রহ লাভ করিয়া এই বঙ্গদেশে বিশাল জমীদারী ও জায়গীর লাভ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরদিগের মধ্যে এখনও যাঁহারা বর্ত্তমান, তাঁহাদের ঘরের কথা, জীবনের কথা অনেক থাকিবে। বহু চেষ্টায়, বহু অনুসন্ধানে দুইশত বৎসরের পুরাতন তথ্য সংগ্রহ হইয়াছে।

আরও কি কি থাকিবে, তাহার দফাওয়ারি পরিচয়।

প্রথম দফা। আকবর বাদসাহের আমল হইতে ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব কালের শেষভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ইংরাজ-বাণিজ্য সম্বন্ধে নানা কথা। **মনে রাখিবেন কলিকাতার ইতিহাস কেবল কলিকাতার ইতিহাস নয়। ইহা সেই সময়ের বাঙ্গলার ইতিহাস। সমগ্র ভারতে**

ইংরাজাধিকারের ইতিহাস। যে কলিকাতায় দিনের বেলায় বাঘ ডাকিত, চোর ডাকাতের আড্ডা ছিল, নর-বলি হইত, চারিদিক ভীষণ জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল, তাহার জঙ্গলগুলি কখন কাটান হইল, কোন্ স্থানের কিরূপে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল—আর কি করিয়া এই দুই শত বৎসরের মধ্যে, সেই জঙ্গলময়ী কলিকাতা যেন মায়াবীর করস্পর্শে এই প্রাসাদময়ী রাজধানীতে পরিবর্ত্তিত হইল, ইহার সকল কথাই থাকিবে। যেন গল্প বা কোন চিত্তচমকপ্রদ উপন্যাস পড়িতেছেন—ইহাই মনে হইবে। পুস্তকের আদ্যো-পান্ত সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষকভাবে লিখিত হইবে।

দ্বিতীয় দফা। সুপ্রসিদ্ধ জব চার্ণকই কলিকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কি ঘোর কষ্টের মধ্যে পড়িয়া তিনি কলিকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, কলি-কাতাকে সে সময়ে তিনি কিরূপ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, সেকালের সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার অবস্থা, কলিকাতায় ইংরাজ বাণিজ্যের অবস্থা, নবাব ও সুবেদারদের অত্যাচার, চার্ণকের হিন্দুরমণী বিবাহ, সেই বিবাহের সন্তান সন্ততি ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা। কলিকাতায় প্রথম দুর্গ-নির্ম্মাণ, শোভাসিংহের বিদ্রোহ, বর্গীর হাঙ্গামা, তৎকালে বঙ্গদেশের অবস্থা ইত্যাদি নানা কথা। আর থাকিবে—নবাব মুর্শীদকুলী হইতে আলিবর্দ্দির আমল পর্য্যন্ত নানাবিধ জ্ঞাতব্য কথা।

তৃতীয় দফা। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সমস্ত ঘটনা। কোন্ স্থানে নবাব শিবির সমাবেশ

করিয়াছিলেন—এখন সে স্থানগুলি কি ভাবে আছে, সেকালে কোন্ স্থানে কোম্পানীর কোন্ কুঠী ছিল, এখন সে স্থানগুলিতে কি আছে—এই সব কথা। ড্রেকের পলায়ন, হলওয়েলের আত্মরক্ষা, অন্ধকূপ হত্যা, মাণিকচাঁদের পলায়ন, সিরাজের আক্রমণের পর কলিকাতার অবস্থা, কলিকাতায় তৎকালীন বড় বড় লোকের বিবরণ—এই সব কথা। সবত বলা হইল না, বলিবার স্থানও নাই। **একাধারে ইহাতে মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা ও বঙ্গেতে ইংরাজ-রাজ্যস্থাপনের ইতিহাস থাকিবে।**

চতুর্থ দফা। সেকালের বড় বড় ইংরাজদের কথা, বাঙ্গালীর কথা—ইংরাজের ও বাঙ্গালীর সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি। ইংরাজের অভ্যুদয় সময়ে যাঁহারা বড়লোক হইয়াছিলেন, যাঁহাদের বংশাবলী এখনও বাঙ্গলা উজ্জ্বল করিয়া আছেন, তাঁহাদের কথা। মহারাজ নন্দকুমার, মহারাজ নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণকান্তবাবু, গোবিন্দরাম মিত্র (ব্লাকজমীদার), উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, মহারাজকৃষ্ণচন্দ্র, দয়ারাম রায়, রাণীভবানী, রাজা রাজবল্লভ, রাজা দুর্ল্লভ রায়, ভূকৈলাসের রাজবংশ প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ। অনেক চলিত কিম্বদন্তী, প্রচলিত কথা, প্রভৃতি হইতে ধীরে ধীরে সংগৃহীত উপন্যাসবৎ সুখপাঠ্য কাহিনী। এগুলি পড়িলে দুইশত বৎসরের পুরাতন স্মৃতি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

পঞ্চম দফা। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের বৃত্তান্ত, যথা—চৌরঙ্গী, কালীঘাট, ভবানীপুর, আলিপুর, খিদিরপুর, বেহালা, গার্ডেনরিচ, বালী, রিষড়া, মাহেশ, শ্রীরামপুর,

চন্দননগর, দমদম, বারাকপুর প্রভৃতি স্থানের দুইশত বৎসরের পুরাতন কথা ; গবর্ণর হেষ্টিংস ও ফ্রান্‌সিসে দ্বন্দ যুদ্ধ, সে যুদ্ধের স্থান নির্ণয়, ক্লাইভ, হেষ্টিংস, বারওয়েল, প্রভৃতি কোথায় থাকিতেন, তাহার স্থান পরিচয় ইত্যাদি নানা কথা। বলা বাহুল্য উল্লিখিত ব্যাপারগুলিতে অতীত ইতিহাসের কথাই খুব বেশী বেশী থাকিবে।

ষষ্ঠ দফা। সেকালের বাঙ্গালী বড় লোকের সমাজ, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ গল্প, নরহত্যা, ডাকাতি, কোম্পানির আমলের পুলিশ ও ফৌজদারী বিভাগ, সুপ্রীমকোর্ট, নন্দকুমারের ফাঁসির দিনের ঘটনা, ডাকাতদের নরবলি প্রভৃতির কথা, সেকালের যানবাহন, নৌকাবজরার ভাড়া, (কাশী ও প্রয়াগ পর্য্যন্ত) ডাকে চিঠি লইয়া যাইবার খরচ, ছিয়াত্তরে মন্বন্তর, ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি দৈবউৎপাতের কথা ইত্যাদি।

সপ্তম দফা। আজকাল কলিকাতায় অনেক রাস্তাঘাটের নাম পুরাতন ঘটনার সহিত জড়িত—যেমন পার্কষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী, খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জ, আলিপুর, ক্রীক রোড, ওয়েষ্টন লেন, বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা ষ্ট্রীট, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, মিসন-রো, হজুরীমলস্ লেন ইত্যাদির বিবরণ। এই অধ্যায়ে পাঠক কলিকাতার পুরাতন স্থানগুলি যেন নখদর্পণের মত পরিষ্কার দেখিবেন।

অষ্টম দফা। সেকালের বড়লোক বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে প্রবাদ গল্প, বাঙ্গালী সমাজের অবস্থা, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, সার উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতি সম্বন্ধে গল্প, নন্দকুমারের কারাবাস হইতে ফাঁসী পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা, নন্দকুমারের অন্নত্যাগ

সম্বন্ধে সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ব্যবস্থার নকল, হেষ্টিংসের আমলে লাট কৌন্সিলের অদ্ভুত কার্য্য প্রণালী, কাশিমবাজার, দীঘাপাতিয়া, পাইকপাড়া, নসীপুর, ভূকৈলাস, শোভাবাজার প্রভৃতি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাদের জীবন কথা ইত্যাদি।

তারপর চিত্রের কথা। বাঙ্গলার প্রধান প্রধান নবাবদের চিত্র, ১৭৫৬ খৃঃঅব্দে কলিকাতা ও কলিকাতা দুর্গের নক্‌সা, যে স্থানে ব্লাক্‌হোল বা অন্ধকূপ হত্যা হয় তাহার গৃহাবলীর চিত্র, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ সেরাজের আক্রমণের সময়, কলিকাতা দুর্গের চিত্র, হলওয়েল, ক্লাইভ, ওয়াটসন, সেরাজ, মীরজাফর, মীরণ প্রভৃতির ছবি, জজ ইলাইজা ইম্পি যিনি নন্দকুমারকে ফাঁসী দেন, তাঁহার ছবি, ফ্রান্‌সিস ও হেষ্টিংসের হাতের লেখা, ১৭৮৬ অব্দে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের ত্রিশ বৎসর পরে কলিকাতার রাজপথের দৃশ্য, হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের ১৭৯২ খৃঃ অব্দের ছবি, স্যার উইলিয়ম জোন্সের চিত্র, খিদিরপুর স্থাপয়িতা কর্ণেল কিডের চিত্র, ১৭৯২ খৃঃ অব্দে বাগ-বাজার অঞ্চলের দৃশ্য, রাণীভবানী, ভারতচন্দ্র রায় ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তাক্ষর, আরও কত কি থাকিবে তাহা এখন খুলিয়া বলিবার সামর্থ্য নাই। প্রাচীনকালের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা দিয়াই এই অমূল্য গ্রন্থের অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিব।

এক কথায় **ইহা প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাস, দুইশত বৎসরের মধ্যে কলিকাতার ক্রমোন্নতির ইতিহাস, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, সমগ্র বঙ্গ দেশে**

ইংরাজাধিকারের ইতিহাস। ১৬৯০ হইতে ১৯১১ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন শত বৎসরের ঘটনা ইহাতে থাকিবে। এখন দেখুন—বুঝুন—ভাবুন—এ গ্রন্থ অমূল্য রত্ন হইবে কি না?

সহস্র পৃষ্ঠায় অসংখ্য চিত্র সম্পন্ন, সুন্দর কাগজে, সুন্দর ছাপা, বিলাতি বাঁধাই, এই সুন্দর গ্রন্থের মূল্য ৩৲ টাকা। কিন্তু এখন হইতে যাঁহারা টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা ২৷৹ টাকায় পাইবেন। পুস্তক ১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বাহির হইবে।

দার্শনিক ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

অপূর্ব্ব অলৌকিক নিষ্কাম কর্ম্মময়, অদ্ভুতরহস্যময় ঐতিহাসিক উপন্যাস। গত বৎসরে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক বিবরণীতে যাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসকে সর্ব্বোচ্চস্থান দান করা হইয়াছে এবং "জীবন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন" বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে—সেই সুচিত্রকর সুরেন্দ্রবাবুর লিখিত "লালপল্টন" উপন্যাস জগতে যুগান্তর আনিয়াছে।

কৃষ্ণা বলিল—"বিশ্বনাথ,—প্রাণের বিশ্বনাথ; স্পষ্ট বল, তুমি কি আমায় ভালবাস?"

এইরূপ ৭ খানি ছবি আছে। বুঝুন! ব্যাপারখানা কি।

সচিত্র

অদ্ভুত-হত্যাকাণ্ড

বলভদ্র গর্জ্জিয়া বলিল, "মরেছি তো তোকে খুন না করে মরছি না।"
হরিদাসী নিরুপায় দেখিয়া তাহার হাতের মণিবন্ধ
প্রাণপণ বলে কামড়াইয়া ধরিল।

এই হৃদয় উত্তেজক, বিস্ময়কর, রহস্যময়, কৌতূহলোদ্দীপক, মনোমুগ্ধকর, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের ন্যায় যে আর একখানিও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। প্রথম পৃষ্ঠা পড়িলে, কেহই শেষ পৃষ্ঠা না পড়িয়া এই উপন্যাস হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন না; ইহার ছত্রে ছত্রে শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। ভয়ানক ঘটনাবলীর উপর ভয়ানক ঘটনা-বলীর সমাবেশ। ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড, মস্তকবিহীন দেহ, রহস্যপূর্ণ খুনের ভিতর স্ত্রীলোকের অবস্থিতি, মাতৃহীনা বালিকার সাহস, মওলাবক্স জমাদারের পাণ্ডিত্য এবং সুদক্ষ বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভ শান্তশীল বাবুর অদ্ভুত কীর্ত্তি, দুর্ব্বৃত্তের দমন, দোষীর দলন এই সমস্ত পাঠ করিতে করিতে সকলেই বিস্ময়পূর্ণ হইয়া যাইবেন। কৌতূহলের উপর কৌতূহল, লোমহর্ষণ ব্যাপার, ঘটনা বৈচিত্রে এ পুস্তকের দ্বিতীয় নাই। পবিত্র প্রণয়ে মনুষ্যকে অতি সামান্য অবস্থা হইতেও কিরূপে উন্নতির উচ্চ সীমায় আনয়ন করে, প্রেমিক প্রণয়িণীকে পাইবার জন্য কিরূপে বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়াও অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেন, তাহার জলন্ত ছবি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন। যাঁহারা প্রকৃত প্রথম শ্রেণীর একখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহারা ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, এই পুস্তক পাঠ করুন। বিজ্ঞাপনে ইহার বর্ণনা হয় না। সুবৃহৎ পুস্তক, সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা ও সুন্দর বাঁধাই—মূল্য ১৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। অধিক কি বলিব, একখানি ছবির দামই এক টাকার অধিক। সাহিত্য জগতের সুপরিচিত লেখকের লেখনী প্রসূত।